পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 146 Sunday, 27 April, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৪৬ সংখ্যা ✱ ১৩ বৈশাখ ১৪৩২ রবিবার, ২৭ এপ্রিল, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

## ফের যুদ্ধের মেঘ ঘনাচ্ছে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে!

**নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃ** পহেলগাঁও নিয়ে যুদ্ধের মেঘ ঘনাচ্ছে। ২২ এপ্রিল অপরাহ্ন থেকেই গোটা দেশের নজর থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে অবস্থিত পহেলগাঁও । সেখানকার মাটিতে লেগে থাকা রক্তদাগের করুণ বিবরণ শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে আসমুদ্রহিমাচলকে। কেবল শোক নয়, এরই পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে তীব্র রাগও। সেই সঙ্গে জন্ম নিয়েছে প্রশ্ন। এবার কি তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধবে ফের? আরও একবার মুখোমুখি হবে দুই প্রতিবেশী! চর্চায় কাশ্মীর। আর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কও যে পুরনো। দেশভাগের অব্যবহিত পরেই নতুন জন্ম নেওয়া পাকিস্তান যে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল তার নেপথ্যেও তো কাশ্মীরই! আবারও কোনও লড়াই শুরু হলে ইতিহাস যে পুনরাবৃত্ত হবে। বর্তমানের বুকে দাঁড়িয়ে আমাদের পিছনের ইতিহাসটা জানতে হবে। কি সেই ইতিহাস, ভারত-পাকিস্তান প্রথম যুদ্ধের ইতিহাসই আমরা ফিরে দেখব । সময়টা ১৯৪৭। ব্রিটিশরা ঘোষণা ভারতের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে দেশটিকে স্বাধীন করে দিয়ে যাবে। আপাতভাবে খুব ভালো খবর, কিন্তু তার মধ্যেও জুড়েছিল এক আশঙ্কার মেঘ! সেই সময় ভারতে দেশীয় রাজ্য বা স্টেট ছিল ৫৬৫টি। এই ৫৬৫টি করদ রাজ্য তথা ' স্টেট' প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতবর্ষের ৪৮ শতাংশ অংশ জুড়ে ছিল। ইংরেজরা যখন ঘোষণা করে তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবে, তখন এই প্রদেশগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের যে চুক্তি তারও সমাপ্তি ঘোষিত হয়। সুতরাং দেশীয় রাজ্যগুলিকেই বেছে নিতে হত তারা কে পাকিস্তানে চলে যাবে, কে ভারতে থাকবে। এমনকী দুই দেশের কোনওটিরই অন্তর্ভুক্ত না থেকে স্বাধীনও থেকে যাওয়ার সুযোগ ছিল।

কাশ্মীরের রাজা হরি সিং চেয়েছিলেন স্বাধীনই থাকতে। কাশ্মীরের তিন-চতুর্থাংশই মুসলিম, কিন্তু তাঁদের রাজা হিংদু। আর সেই মহারাজা বম্বের রেসকোর্স, থেকে কাশ্মীরের অরণ্যে শিকার খেলা- মত্ত ছিলেন এসবেই। কেবল সটান জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি স্বাধীনই থাকতে চান। এদিকে ব্যাপারটা মানতে চাইলেন না তকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউঃটব্যাটেন। তাঁর সঙ্গে হরি সিংয়ের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। তিনি নিজে গিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন কাশ্মীরের রাজার সঙ্গে। বুঝিয়ে বললেন, স্বাধীন থেকে যাওয়ায় ঝুঁকি কতটা থাকছে। প্রাথমিক কথাবার্তা হয়ে গেলেও ব্যাপারটা দানা বাঁধেনি। শেষপর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এসে পড়ল। কাশ্মীর সেই সময় ভারতের অংশ ছিল না! এবং অবশ্যই, পাকিস্তানেরও নয়। হরি সিংয়ের ছেলে করণ সিং পরে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর তত্ত্বগত ভাবে আমার বাবা স্বাধীন রাজা হয়ে উঠেছিলেন। কেননা, তিনি ভারত বা পাকিস্তান কোনও দেশেই যোগ দেননি। তবে তিনি চেয়েছিলেন দুই দেশের সঙ্গেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে। এর জন্য চুক্তিও হওয়ার কথা ছিল।

## সিন্ধু চুক্তি বাতিলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে চাপে পড়বে দিল্লি?

**নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃ** রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না, ২০১৬ সালে উরি সেনাঘাঁটিতে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানকে বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বলা বাহুল্য সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়েই ওই মন্তব্য করেছিলেন তিনি। এবার পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ পর্যটককে হত্যার পর যে সাত দফা কূটনৈতিক ' করেছে ভারত। তার অন্যতম হল সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত রাখা। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাস্তবে কি নদীর জল আটকাতে পারে ভারত? এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন কোন সমস্যার মুখে পড়তে পারে দিল্লি? সবচেয়ে বড় কথা, ভারত সিন্ধু চুক্তি না মানলে কতটা অস্বস্তিতে পড়বে পাকিস্তান? ভৌগলিক কারণে পাকিস্তানকে জলতেষ্টায় মারতে পারে ভারত। অন্যতম কারণ ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত ভারত-পাক সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নদীগুলি ভারতের দিক থেকেই পাকিস্তানে প্রবাহিত।

## এসএসসির চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের মাসিক আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল** ঃসুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংেদ্যাপাধ্যায়। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য বিকল্প বেতনের ব্যবস্থা করল রাজ্য। যতদিন না আদালতে মামলার ফয়সালা হচ্ছে ততদিন এই বেতন মিলবে। শনিবার জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী মাস অর্থা মে মাসেই সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি অশিক্ষক কর্মীদের জন্যও দাখিল হবে রিভিউ পিটিশন।

এদিন নবান্ন সভাঘরে চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক ছিল মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানেই ফোনে চাকরিহারাদের সঙ্গে কথা বলেন মমতা। জানান, চাকরিহারাদের জন্য রাজ্য সরকার ব্যথিত। আদালতের রায় অমান্য করা সম্ভব নয়। তবে কীভাবে তাঁদের সংসার চলবে, তা নিয়ে রাজ্য সরকারও চিন্তিত। তাই তাঁদের জন্য বিকল্প বেতনের প্রস্তাব দেন মমতা। চাকরিহারা গ্রুপ কর্মীদের মাসিক ২৫ হাজার এবংগ্রুপ ডি চাকরিহারাদের জন্য ২০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তর। এর সঙ্গে শিক্ষাদপ্তরকে যুক্ত করছে না রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রাজ্য সরকার ডানলপের বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার শ্রমিকদের মাসিক ১০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করে। তেমনই গ্রুপ সি ও গ্রু ডি-র চাকরিহারাদের আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। ওঁরা রাজি থাকলে এই টাকা দেওয়া হবে। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। সেই শুনানিতে আদালত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়োগের সময় দিয়েছেন

যতদিন না আদালতে মামলার নিষ্পত্তি হয়।

সুপ্রিম রায়ে এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলে ২৫ হাজার ৭৫২ জনের চাকরি গিয়েছে। চাকরিহারা ' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়ে শীর্ষ আদালতে যায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি। ততদিন চাকরিহারা ' শিক্ষকরা চাকরি করতে পারবেন, সঙ্গে মিলবে বেতনও। কিন্তু চাকরিহারা অশিক্ষক কর্মীদের কাজে ফেরার অনুমতি দেয়নি শীর্ষ আদালত। ফলে তাঁরা আঃদালন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা দিলেন মমতা। মাসিক ভাতার ঘোষণা করলেন।

## পাক সেনার হাতে ' জওয়ানকে দ্রুত উদ্ধারের দাবি, মমতা-বোসকে চিঠি দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল** ঃ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে আতঙ্কের আবহে 'ভুল করে' পাক সীমান্ত পেরিয়ে সে দেশের সেনার হাতে 'এসে পড়েছেন বাংলার বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। বুধবার এই ঘটনার পর থেকে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। দমবন্ধ টেনশন নিয়ে স্বামীর খবরের পাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন অন্ত ঃসত্ত্বা স্ত্রী রজনী। রবিবার তিনি পরিবারের ৫ সদস্যকে নিয়ে পাঠানকোটের উদ্দেশে রওনা দেবেন। এই পরিস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও রাজ্যপালকে। আবেদন একটাই, দ্রুত ওই জওয়ানের মুক্তির জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে দরবার করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হোক। চিঠিতে শুভঙ্কর সরকার লিখেছেন, 'সীমান্ত সুরক্ষায় আমাদের বাংলার সেনা সদা নিয়োজিত। এর মধ্যে হুগলির পূর্ণমকুমার সাউ ভুল করে সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে পাক রেঞ্জার্সের হাতে আটক হয়ে রয়েছেন। চিন্তায়

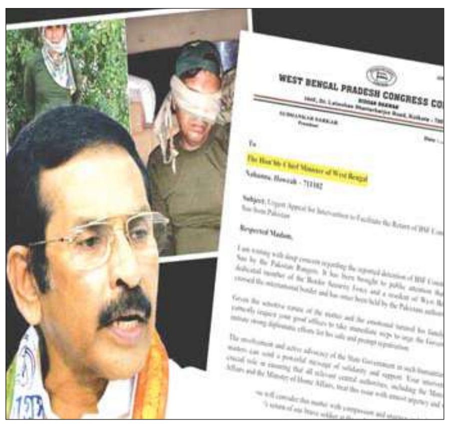

তাঁর পরিবারের করুণ অবস্থা আমি দেখে এসেছি। তাই আমার আবেদন, কেন্দ্র সরকারের কাছে রাজ্য এবিষয়ে দ্রুত, যথাযথ পদক্ষেপ করতে। মানবিকতার স্বার্থেই বিদেশ মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলুন মুখ্যসচিব। আমি মনে করি, আপনাদের এই উদ্যোগ কেন্দ্রের উপর চাপ তৈরি করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। আশা করছি, আমাদের বীর বঙ্গসন্তানের পরিবারের নিরাপত্তা এবং পাকিস্তানের হাত থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি রাজ্য সরকার মানবিকতার দৃষ্টিতে দেখে পদক্ষেপ নেবে।' গত বুধবার থেকে নিখোঁজ হুগলির বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। বৃহস্পতিবার এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুক্রবার হুগলির রিষড়ায় তাঁর বাড়িতে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। শনিবার জওয়ানের অন্ত ঃসত্ত্বা স্ত্রী রজনী সাউ জানান, স্বামীর খোঁজে তাঁরা পাঠানকোট যাচ্ছেন, সেখানেই পোস্টিং পূর্ণমকুমারের। এরপরই জওয়ানকে ফেরাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবকে জানালেন শুভঙ্কর সরকার।

## মাটির পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করতে রাজ্যের বিশেষ উদ্যোগ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল** ঃ মাটির পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করে উন্নত চাষের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন জেলার কৃষি জমির মাটির অম্ল ভাব এবং লবণের পরিমাণ কমানোর জন্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। কৃষি দপ্তরের তরফে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূমের মত জেলার কৃষি আধিকারিকদের পাঠানো নির্দেশিকায় অম্ল ভাব কাটিয়ে মাটি উর্বর করে তুলতে মাঠে চুন ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুই চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার যেসব মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি সেই রকম ৯২৫ হেক্টর জমিতে সবুজ সার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এইদিকে চলতি অর্থবছরে পাঁচ লক্ষ মাটির নমুনা পরীক্ষা আগামী ৩১ শে মে এর মধ্যে সম্পূর্ণ করে মাটির স্বাস্থ্য কার্ড কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে কৃষি দপ্তরের তরফে জেলা আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## নতুন শিল্পনীতি আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল** ঃ বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি সহ শিল্প সংস্থাগুলিকে আর্থিক সুরাহা দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নতুন শিল্পনীতি আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইজন্যে শিল্প মহলের বক্তব্য শুনতে বিভিন্ন শিল্প সংগঠন ও বণিক সভাগুলিকে আগামী বুধবারের মধ্যে তাদের মতামত জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে শিল্প উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। শিল্পমহলের পরামর্শ নেওয়ার পরে সবকিছু খতিয়ে রেখে রাজ্য সরকার তাদের সঙ্গে একবার আলোচনায় বসতে পারে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যে ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য আলাদা নীতি থাকলেও বৃহ শিল্পের জন্য এখনো কোনো নীতি প্রণয়ন করেনি রাজ্য সরকার।

## মা উড়ালপুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা হবে একাংশ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ** রাতের শহরে বন্ধ মা উড়ালপুলের একাংশ! রাতে টানা সাড়ে সাত ঘণ্টা এই রুটে বন্ধ থাকবে যান চলাচল। ফলে বিকল্প পথে চলবে ইএম বাইপাস থেকে শহরের পশ্চিমমুখী গাড়িগুলি। কবে থেকে কার্যকর হচ্ছে এই নিয়ম?

কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, মা উড়ালপুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা হবে। ২৮ এপ্রিল থেকে ২৭ মে পর্যন্ত রাত ১১টা থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে মা উড়ালপুলের পার্ক সার্কাসমুখী রাস্তা। ফলে ই এম বাইপাস থেকে যে সমস্ত গাড়ি শহরে পশ্চিম দিকে যায় তারা মা উড়ালপুল ধরবে না। বদলে পরমা আইল্যান্ড, পি সি কানেক্টর, ৪ নম্বর ব্রিজ, নিউ পার্ক স্ট্রিট, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ হয়ে এজেসি বোস ফ্লাইওভার ধরবে। আগামী প্রায় একমাস এই নিয়ন্ত্রণ জারি থাকবে।

বলে রাখা ভালো, মা উড়ালপুল কলকাতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইওভার। বাইপাস হয়ে সল্টলেক-নিউটাউন পৌঁছনোর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দিন দিন মা উড়ালপুলে বাইকারোহীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। গতির নেশায় একের পরএক দুর্ঘটনাও ঘটছে। দুর্ঘটনা রুখতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। পাশাপাশি প্রয়োজন উড়ালপুলের রক্ষণাবেক্ষণও। তাই সাময়িক বন্ধ রাখা হচ্ছে ফ্লাইওভারের কিছু অংশ।

### জেলায় জেলায় তালিকা

## ব্রাত্যর বাড়ির সামনে থেকে ধরনা প্রত্যাহার 'অযোগ্য চাকরিহারাদের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ** শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে চাকরিহারাদের একাংশ এসে জড়ো হলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ অবস্থানের পরই তাঁরা সেখান থেকে ধরনা প্রত্যাহার করে নেন বলে শোনা যায়। এ বিষয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তারা জানান, আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁরা কালীঘাটে যাবেন। আপাতত তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন এসএসসি ভবনের সামনে। তবে সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে তাঁদের কোনও কথাবার্তা হয়নি। শনিবার দুপুর দু'টো নাগাদ ব্রাত্যর বাড়ির সামনে পৌঁছে যান ' তালিকায় জায়গা না পাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তবে মন্ত্রীর বাড়ির ১০০ মিটার দূরেই তাঁদের ব্যারিকেট দিয়ে আটকে দেয় লেকটাউন থানার পুলিশ। এরপরই তাঁরা সেখানে ধরনায় বসে পড়েন। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়, শিক্ষামন্ত্রী এই মুহূর্তে বাড়িতে নেই। অন্য কাজে ব্যস্ত রযেছেন। তাই তিনি দেখা করতে পারবেন না। এরপরই তাঁরা সেখান থেকে অবস্থান প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন বলে খবর। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি বহাল থাকবে ' শিক্ষকদের। মিলবে বেতনও। এরপরই তাঁদের একটি তালিকা প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই তালিকাটি ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় বিভিন্ন ডিআই অফিসে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এই তালিকায় যাঁদের নাম নেই, তাঁরা গত বৃহস্পতিবার এসএসসি ভবনের সামনে ধরনায় বসেন। সেই সমস্ত চাকরিহারারাই আজ ব্রাত্যর বাড়ির সামনে ধরনায় বসেন।

## পুলিশ, সেনা ও সিআরপিএফের যৌথ অভিযানে এই সাফল্য

**নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃ** পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় উপত্যকা জুড়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ' নেমেছে নিরাপত্তাবাহিনী। সেই অভিযানেই এবার ব। সাফল্য। জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া ও তাদের সাহায্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২ সন্দেহভাজনকে। কুলগামে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় এই দুইজনকে। বিশেষ সূত্রে জানা যাচ্ছে, কুলগাম পুলিশ, সেনা ও সিআরপিএফের যৌথ অভিযানে এই সাফল্য। অভিযুক্তদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, কুলগামের কৌমহ এলাকার

মতলহামা চক একালায় তল্লাশি অভিযান চলাকালীন এই দুজনকে গ্রেপ্তার করে যৌথবাহিনী। দুই সঙ্গেহভাজনের নাম বিলাল আহমেদ ভাট ও মহম্মদ ইসমাইল ভাট। দুজনেই এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এদের ২টি পিস্তল, ২৫ রাউন্ড গুলি, ২টি ম্যাগাজিন-সহ আরও নানা আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। একাধিক ধারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পাশাপাশি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। গত মঙ্গলবার পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর নরসংহার চালায় সেনার পোশাকে থাকা চার জঙ্গি। পর্যটকদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে খুন করা হয় ২৫ জনকে। তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু হয় এক স্থানীয় ঘোড়া চালকের। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের পর হামলার দায় স্বীকার করে ' ই তইবা'র ছায়া সংগঠন ' রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট '। যদিও পরে এই সংগঠনের কয়েকজন হামলার দায় অস্বীকার করে। তবে গোয়েন্দারা নিশ্চিত যে এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে পাকিস্তান। গোয়েন্দাদের অনুমান হামলার আগে ওই অঞ্চলে বেশ কয়েকবার রেইকিও করে ছিল জঙ্গিরা। এই হামলায় জঙ্গিদের স্থানীয় কেউ সাহায্য করে থাকতে পারে বলে বলে মনে করা হচ্ছে। পহেলগাঁও হামলার কয়েক ঘণ্টা পরই কাশ্মীরের কুলগাম, বারামুলা-সহ একাধিক জায়গায় জোরকদমে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। ইতিমধ্যেই সন্দেহভাজন ৫ জঙ্গির বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি উত্তর কাশ্মীরের মুসতকাবাদের মাচিল এলাকায় পাইনের জঙ্গলে জঙ্গি ঘাঁটির সন্ধান মেলে। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৫টি একে৪৭ রাইফেল, ৮টি একে৪৭ ম্যাগাজিন, ৬৬০ রাউন্ড গুলি, এম৪ রাইফেলের ৫০ রাউন্ড গুলি। যা বিরাট সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে আরাকচি জানান, আমাদের বোঝাপড়া ভালো হয়েছে। গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। চুক্তির নকশা তৈরিতে এগানোর জন্য আরও বৈঠক হবে। জানা গিয়েছে, সামনের সপ্তাহে ফের ওয়াশিংটন আর তেহরান আলোচনায় বসবে। বিশ্বশক্তির সমীকরণ দেখলে বোঝা যাবে, পরমাণু অস্ত্র নিয়ে অহরহ গবেষণা করে চলেছে ইরান। একের পর এক যুদ্ধাস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে তারা। যা চিন্তার কারণা আমেরিকা ও পশ্চিমি দুনিয়ার।

## সিকিমে আটকে পড়া পর্যটকদের নামিয়ে আনছে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল ঃ ভয়াবহ ভূমিধসে বিধ্বস্ত উত্তর সিকিমের লাচুং ও লাচেন। হাজারের বেশি পর্যটক আটকে রয়েছেন সেখানে। পর্যটকদের কোলে, কাঁধে করে নামিয়ে আনতে দেখা গেল পুলিশ কর্মী ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিকদের। পর্যটকদের উদ্দেশ্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন স্থানীয় বান্দিা থেকে হোটেল মালিকরাও। আটকে থাকা পর্যটকদের জন্য নিখরচায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে হোটেল মালিক সংগঠন। আজ শনিবার অনেক পর্যটককে নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়েছে বলে খবর। ধস সরিয়ে রাস্তা তৈরি করে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করতে বধ্যপরিকর প্রশাসন। বৃহস্পতিবার প্রবল বৃষ্টিতে ভয়াবহ ভূমিধসের কবলে পাে লাচুং ও লাচেন। শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ। যদিও প্রথম দিকে কোনওভাবেই ধস সরানোর কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।

## পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে মার্কিন দ্বন্দ্বের মধ্যে ইরানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত ৪, জখম ৫০০

**নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃ** ইরানের বন্দরনগরী 'বন্দর আব্বাসে' ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটল। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৫০০ জন। এদের মধ্যে অনেকেই গুরুতর আহত বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তাঁরা। আমেরিকার সঙ্গে ইরানের পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যেই বিস্ফোরণে প্রশ্ন উঠছে। যদিও আমেরিকার বন্ধু ইজরায়েলের সেনা ঘোষণা দিয়েছে, এই বিস্ফোরণের সঙ্গে তারা যুক্ত নয়।

রাজধানী তেহরান থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বন্দরটি। ইরানের শুল্ক দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার (জ্বালানি তেলের) কন্টেনার ইয়ার্ডে বিস্ফোরণের ঘটেছে। উল্লেখ্য, বন্দর আব্বাস ইরানের সবচেয়ে আধুনিক সামুদ্রিক বন্দর। ইরানের অর্থনীতির জন্য বন্দরটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই পৃথিবীর মোট উৎপাদিত জ্বালানি তেলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিবহণ হয়ে থাকে। পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যে এই বন্দরে বিস্ফোরণে নানা মহলে প্রশ্ন

উঠছে। আমেরিকার শর্ত অনুযায়ী পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর না করলে ইরানে নজিরবিহীন বোমাবর্ষণ হবে, মাস খানেক আগে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর এদিন বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, শহিদ রাজাই বন্দরে সংরক্ষিত বেশ কয়েকটি জ্বালানি তেলের কন্টেনারে বিস্ফোরণ হয়। ৫০০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে একাধিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত, ওমানে পরমাণু চুক্তি নিয়ে ইরান-আমেরিকা তৃতীয় দফার আলোচনা শুরু হয়েছে। সেই সময় এমন ঘটনা। কেটি পোস্ট দাবি করেছে, যে জায়গায় বিস্ফোরণ হয়েছে তার অদূরে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর একটি নৌসেনা ঘাঁটি রয়েছে। বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত ইরানের প্রশাসন কিছু জানায়নি। এদিকে নানা জল্পনার পর আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু কর্মসূচি বা পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বসেছে ইরান। ইটালির রোমে চলছে এই আলোচনা। যা সদর্থক হয়েছে বলেই জানিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি। তাহলে কি বরফ গলছে দু'দেশের মধ্যে? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপে কি পরমাণু অস্ত্রের দৌড় থেকে সরবে তেহরান? উঠছে প্রশ্ন। তারই মধ্যে এড়ই রকম হামলা।

## পোপ ফ্রান্সিসকে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতির বিশ্ব সর্বদা তাঁকে মনে রাখবে ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃপোপ ফ্রান্সিসের রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটারের ব্যাসিলিকায় পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে শোকাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, রাষ্ট্রপতি জি ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে পরম পবিত্র পোপ ফ্রান্সিসকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। সমাজের প্রতি তাঁর সেবা বিশ্ব সর্বদা স্মরণে রাখবে।

## ৮৪ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডাঃ কে কস্তুরীরঙ্গন

বেঙ্গালুরু, ২৬ এপ্রিল ঃ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ভারতের জাতীয় শিক্ষা নীতির একজন গুরুত্বপূর্ণ স্থপতি ডঃ কে কস্তুরীরঙ্গন গত শুক্রবার সকালে বেঙ্গালুরুতে তাঁর বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ইসরো-র চেয়ারম্যান হিসেবে ডঃ কস্তুরীরঙ্গন পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা পরবর্তীতে ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্যাটেলাইট লঞ্চারে পরিণত হয়।তিনি ৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ২৭ আগস্ট, ২০০৩ তারিখে পদত্যাগ করেন। ডঃ কস্তুরীরঙ্গন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং কর্ণাটক জ্ঞান কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দাযিত্ব পালন করেছিলেন এবং বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজের পরিচালক ছিলেন, যেখানে তিনি গবেষণা ও শিক্ষাকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি ২০০৩ থেকে২০০৯ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্যও ছিলেন।

## বেহাল নদী বাঁধের সমস্যায় কুলতলির নদী তীরবর্তী একাধিক এলাকার মানুষ

কুলতলিঃবেহাল নদী বাঁধের সমস্যায় কুলতলির দেউলবাড়ি, নগেনাবাদ সহ সুন্দরবনের একাধিক এলাকার মানুষজন।আর কিছু দিন পরে বর্ষা নামবে আর তার আগে নদী বাঁধ নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে নদীর পাড়ের বাসিন্দারা। মূলত বর্ষা এলেই তো দূর্ভোগের শেষ থাকে না এই সমস্ত এলাকার মানুষদের।এবছর সবচেয়ে বেশি বাঘের দেখা মিলেছে এই দেউলবাড়ি ও নগেনাবাদ এলাকায়। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন মেলে আর তারই পাশেই মাতলা নদী সংলগ্ন এই দীর্ঘ বাঁধ।এই এলাকার মানুষদের বসবাস এই নদীর তীরে।ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এই এলাকার মানুষজন।প্রতি বছরই এই সমস্ত এলাকায় কোনো না কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় লেগেই থাকে।আইলা, আমফান, বুলবুল, ফনির মতন প্রতিবছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছায়া এদের উপর নেমে আসে। একটু ঝড়ো হাওয়া আর সাথে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ব্যাস তাতেই দফারফা। কখনও নদী বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। কখনও নদীর পাশে থাকা এক চিলতে মাটির বাড়ি যা সংরক্ষণ করার মতন অর্থ এই এলাকার মানুষদের নেই।মূলত নদী তীরবর্তী এই সব মানুষেরা নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান নেই।আর তাই বর্ষা আসার আগে তাদের এই যে নদী বাঁধ গুলো রয়েছে সেগুলি যদি প্রশাসনের উদ্যোগে সংস্কার করে তাহলে তারা রক্ষা পেতে পারে

# প্রতিটি ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে হবেঃরাহুল গান্ধী

শ্রীনগর, ২৬ এপ্রিল ঃকংগ্রেস সাংসদ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী গত শুক্রবার সকালে শ্রীনগরে পৌঁছন। তিনি এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গেও দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করেন। পহেলগাম জঙ্গি হামলায় আহতদের সঙ্গে দেখা করতে শ্রীনগরের হাসপাতালে যান তিনি।রাহুল গান্ধী এদিন পহেলগামে জঙ্গি হামলা সম্পর্কে বলেন, এটি একটি ভয়ানক ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীয়র ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা প্রয়োজন। তিনি এও বলেন, আমি সার্বিক পরিস্থিতি জানতে এবং সাহায্য করতে এখানে এসেছি। জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত মানুষ এই ভয়াবহ হামলার নিন্দা করেছে এবং তারা দেশের পাশে আছে। আমি আহতদের একজনের সাথে দেখা করেছি। যাঁরা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি আমার সমবেদনা। আমি সবাইকে বলতে চাই গোটা দেশ তাঁদের পাশে আছে।গতকাল আমরা সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেছি এবং সমগ্র বিরোধী দল এই হামলার নিন্দা করেছে। পাশাপাশি সরকারের যেকোনও পদক্ষেপে আমরা পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি। যা কিছু হয়েছে তার পেছনে সমাজকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভারতীযকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা প্রয়োজন। এই সময়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসকে পরাজিত করতে হবে। সর্বদা সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করতে আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে লড়তে হবে। আমি জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছি। আমি তাঁদের উভয়কে আশ্বস্ত করেছি যে আমি এবং আমাদের দল তাঁদের পূর্ণ সমর্থন করব।উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটকদের উপর নৃশংস জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ জন। দেশজুড়ে এই ঘটনার নিন্দা ও ক্ষোভের আবহে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও কড়া পদক্ষেপের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

## বিয়ের তিন মাসেই গৃহবধুর মৃত্যু, পরিকল্পিত খুনের অভিযোগ

আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ঃ বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আগরতলার কলেজ টিলা ফাঁড়ির অধীন আড়ালিয়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনের দাবি ওই গৃহবধূকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।আড়ালিয়ার সুভাষপল্লী এলাকার বাসিন্দা স্নেহা ধর ভালোবেসে একই এলাকার বাসিন্দা বান্টি ঘোষকে বিয়ে করেন। তাদের সামাজিকভাবে বিয়ে দেওয়ার কথাও ঠিক ছিল। কিন্তু ছেলের বাবা হঠাৎ করে এই বিয়ের জন্য মেয়ের বাড়ির কাছ থেকে কিছু টাকা ও একটি বাইক যৌতুক হিসেবে চান। এই কথা শুনে মেয়ে স্নেহা ধর ও তার বাড়ির লোকেরা এই বিয়ে থেকে পিছিয়ে যায়।পরবর্তী সময়ে স্নেহা ধরকে বান্টি ঘোষ একটি জেরক্স এর দোকানের সামনে থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং তারা বিয়ে করেন। বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই বৃহস্পতিবার মেয়ের বাড়ির লোকেরা জানতে পারেন তাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বিয়ের তিন মাসের মধ্যে তাদের মেয়ে এই কাজ করতে পারেন না বলে মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনদের দাবি। তাদের অভিযোগ, স্বামী বান্টি ঘোষ এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা পরিকল্পিতভাবে তাদের মেয়েকে খুন করেছে। এদিন নিহত গৃহবধূর বাপের বাড়ির এক নিকট আত্মীয়া জানান, পুলিশ ঘটনার সঠিক তদন্ত করলেই সব কিছু বেরিয়ে আসবে।এদিকে শুক্রবার জিবি হাসপাতালের মর্গ থেকে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবার-পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলেজ টিলা ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আড়ালিয়া সুভাষপল্লী এলাকায় তীব্র চঞ্চল্য ছড়িয়েছে বলে মনেহয়।

## ২০২৫ সালের এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করল

A.F.I.
ATHLETICS
FEDERATION OF INDIA

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল ঃ জ্যাভলিন থ্রোতে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া দক্ষিণ কোরিয়ার গুমিতে ২৭ থেকে ৩১ মে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবেন না। কোচিতে ফেডারেশন কাপের সমাপ্তির পর গত শুক্রবার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ঘোষিত দলে টোকিও অলিম্পিকের স্বর্ণপদক জয়ী নীরজের নাম নেই। নীরজ ২৪ মে বেঙ্গালুরুতে নীরজ চোপড়া ক্লাসিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন।সম্পূর্ণ স্কোয়াডঃপুরুষঃ২০০ মিটারঃ অনিমেষ কুজুর ৮০০মি ঃঅনু কুমার, কৃষাণ কুমার ১৫০০ মিটার ঃ ইউনুস শাহ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ ঃ অবিনাশ সাবলে৫০০০ মিটারঃ গুলবীর সিং, অভিষেক পাল। ১০০০০মিঃগুলবীর সিং, সাওয়ান বারওয়াল।ট্রিপল জু এমপিঃপ্রবীণ চিত্রভেল, আবদুল্লাহ আবুবকর।হাই জাম্পঃসর্বেশ কুশারেজ্যাভলিন থ্রো ঃ সচিন যাদব, যশ বীর সিং।শটপুটঃ সমরদীপ সিংডেকাথলনঃতেজস্বিন শঙ্কর২০কিমি রেস ওয়াকঃসার্ভিন সেবাস্টিয়ান, অমিত৪x১০০মিঃপ্রণব প্রমোদ, অনিমেশ কুজুর, মণিকান্ত হবলিধর, অম্লান বোরগোহাইন, তামিলরাসু, রাগুল কুমার, গুরি ঃ দরভীর সিং৪x৪০০মিঃবিশাল টিকে, জয় কুমার, মনু টিএস, ধরমবীর চৌধুরী, রিনস জোসেফ, তুষার কান্তি, সন্তোষ কুমার, মোহিত কুমারমহিলাঃ২০০ মিটার ঃনিত্যা গান্ধে৪০০মিঃরূপল চৌধুরী, ভিথ্যা রামরাজ৮০০ মিটারঃটুইঙ্কল চৌধুরী, পূজা১৫০০ মিটারঃলিলি দাস, পূজা৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ ঃ পারুল চৌধুরী, অঙ্কিতা ৫০০০মিঃ সঞ্জীবনী বাবুরাও, পারুল চৌধুরী১০০০০মিঃসঞ্জীবনী বাবুরাও, সীমা১০০ মিটার হার্ডলঃ জ্যোতি ইয়ারাজি৪০০ মিটার হার্ডলসঃভিথ্যা রামরাজ, অনু আরলং জাম্পঃশৈলী সিং, অ্যান্সি সোজনহেপ্টাথলনঃনন্দিনী আগাসারা৪x৪০০মিঃনিথ্যা গন্ধে, অভিনয় রাজরাজন, স্নেহা এস, শ্রাবণী নন্দা, দানেশ্বরী, ভি সুদীক্ষা ৪x৪০০মিঃরুপাল, স্নেহা কে, সুভা ভেঙ্কটেসন, জিস্না ম্যাথিউ, কুঞ্জ রাজিথা, সান্দ্রমল সাবু।

## পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে শ্রীভূমি জেলায় আগ্নেয়াস্ত্র জমার নির্দেশ

শ্রীভূমি (অসম) ২৬ এপ্রিলঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে শ্রীভূমি জেলার সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেযাস্ত্রের মালিকদের তাক্ষণিকভাবে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে শ্রীভূমির জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এই আদেশ জারি করেছেন। তবে কিছু প্রতিষ্ঠান - পাওয়ার গ্রিড অর্গেনাইজেশন, পাঞ্জাব নেশনেল ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি সংস্থা গুলির সিকিউরিটি গার্ডদের এই আদেশের বাইরে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট থানা থেকে নিজ নিজ অস্ত্র জমা করার রসিদ দেখিয়ে পুণরায় অস্ত্র গ্রহণ করা যাবে বলে আদেশে বলা হয়েছে। আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে ১৯৫৯ সালের অস্ত্রশস্ত্র আইনের অধীনে লাইসেন্স বাতিল সহ আইনি ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

## আহমেদাবাদে বড়সড় তল্লাশি অভিযান পুলিশের, পাকড়াও ৪০০ অবৈধ বাংলাদেশি

আহমেদাবাদ, ২৬ এপ্রিল ঃ আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ শনিবার অবৈধ বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে একটি ব।স। তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। শনিবার ভোররাত তিনটে থেকে অভিযান শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত পুলিশ ৪০০ সন্দেহভাজন বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর, সুরাট পুলিশও শুক্রবার গভীর রাতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে, শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ১০০ জনেরও বেশি অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তারা ভুয়ো কাগজপত্র নিয়ে বসবাস করছিল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছিল। তদন্ত চলছে। সুরাট জেসিপি ক্রাইম রাঘবেন্দ্র ভাটস বলেছেন, গত রাতে যারা ধরা পড়েছে তারা বাংলাদেশি। আমরা তাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করব। এরপর, আমরা তাদের বাংলাদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করছি।

# ফিলিস্তিনিদের ইরানের অভিন্দন, 'অপরাধী নেতাদের শাস্তির জন্য বিশ্বকে প্রস্তুতি নিতে হবে'

ইরান,২৬ এপ্রিলঃইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি অর্জনের জন্য প্রতিরোধকামী জনগণ এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ এবং এ অঞ্চল ও বিশ্বের সকল প্রতিরোধ শক্তির সমর্থক ও ভক্তদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সফলতা মহান ফিলিস্তিনি জনগণের অতুলনীয় প্রতিরোধ,দৃড়তা সাহসিকতা এবং কঠিন পরিস্থিতির মুখে টিকে থাকার ধৈর্যের ফসল বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি জারি করেছে। পার্সটুডে অনুসারে এই বিবৃতি নীচে দেয়া হলঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি অর্জনের জন্য প্রতিরোধীকামী জনগণ এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধক এবং এ অঞ্চল ও বিশ্বের সকল প্রতিরোধ শক্তির সমর্থক ও ভক্তদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সফলতা মহান ফিলিস্তিনি জনগণের অতুলনীয় প্রতিরোধ,দৃ।তা, সাহসিকতা এবং কঠিন পরিস্থিতির মুখে টিকে থাকার ধৈর্যের ফসল। ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির বিরুদ্ধে সম্মানজনক ও অবিচল প্রতিরোধকে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য একটি ঐতিহাসিক বিজয় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে দখলদার ও গণহত্যাকারী ইসরাইলি সরকার মৌলিক আন্তর্জাতিক নীতি ও নিয়ম,মানবাধিকার এবং মানবিক আইন পরিকল্পিতভাবে এবং ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে আসছে। তারা সেখানে সবচেযে. গুরুতর যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করছে এবং এখনো হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আট দশক আগে শুরু হওয়া ফিলিস্তিনি জনগণকে 'ঔপনিবেশিকভাবে ধ্বংসের' পরিকল্পনা যেটি ঔপনিবেশিক শক্তির সমর্থন বা তাদের নীরবতার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং এখনো তা নজিরবিহীন বর্বরতার সাথে অব্যাহত রয়েছে সমস্ত আইনি ও নৈতিক রেড লাইন অতিক্রম করে তা ইতিহাসে বর্বরতার এক নতুন স্তর লিপিবদ্ধ করেছে। মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা, ঘরবাড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস, হাসপাতাল ও স্কুল ধ্বংস, শরণার্থী শিবির ও তাঁবুতে আক্রমণ এবং সাংবাদিক, ডাক্তার এবং নার্সদের লক্ষ্যবস্তু করা ছিল ইসরাইলি অপরাধযজ্ঞের পুনরাবৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড। গত ১৫ মাস ধরে সংঘটিত এই ঘটনার লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনকে মুছে ফেলা এবং প্রতিরোধের চেতনা ভেঙে ফেলা।এই ১৫ মাসে ফিলিস্তিনি গণহত্যা পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে ইহুদিবাদী সরকারকে যে বিষয়টি উৎসাহিত করেছিল তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশের ব্যাপক এবং প্রত্যক্ষ সামরিক,আর্থিক এবং রাজনৈতিক সহায়তা। এছাড়া যারা ইসরাইলি শাসকগোষ্ঠীর নেতাদের জন্য দাযমুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করছে, দখলদার সরকারের অপরাধ বন্ধে জাতিসংঘের কার্যকর পদক্ষেপকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি দেওয়ার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ব্যাহত করেছে নিঃসন্দেহে এই দেশগুলো ইহুদিবাদী ইসরাইলের অপরাধের অংশীদার হিসেবে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।আশা করা হচ্ছে যে নতুন উন্নযনের আলোকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদাযের সহায়তায় এবং দাযিত্বশীল আন্তর্জাতিক অভিনেতাদের কার্যকর ভূমিকার মাধ্যমে আমরা গাজায় গণহত্যা এবং জাতিগত নিধন সম্পূর্ণ অবসানসহ সম্মত ব্যবস্থাগুলোর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করব। দখলদারদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার,গাজা উপত্যকায় তাৎক্ষণিক ও ব্যাপক ত্রাণ এবং এই অঞ্চলে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করা এবং গাজার স্থিতিশীল ও ধৈর্যশীল জনগণের দুর্ভোগ কমাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এগিয়ে আসবে বলে আমরা জোর আশাবাদ ব্যক্ত করছি।গাজায় গণহত্যা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদাযকে পশ্চিম তীরে আন্তর্জাতিক আইন, মানবিক আইন এবং মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন এবং আল-আকসার বিরুদ্ধে দখলদার শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত আক্রমণের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ এবং সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারাধীন সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটনের জন্য ইসরাইলি শাসনের অপরাধী নেতাদের গ্রেপ্তার, বিচার এবং শাস্তির জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করার প্রতিও তেহরান জোর দিচ্ছে।ইহুদিবাদী সরকারের নিপীড়ন,আগ্রাসন,দখলদারিত্ব এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গর্বিত শহীদদের প্রতি বিশেষ করে ইসমাইল হানিয়া, ইয়াহিয়া সিনওয়ার, সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ, সাইয়্যেদ হাশেম সাফিউদ্দিন এবং হাজার হাজার ফিলিস্তিনি, লেবানিজ, ইরাকি শহীদদের প্রতি, ইয়েমেনি এবং ইরানি মুজাহিদরা যারা ফিলিস্তিনের পবিত্র লক্ষ্যের জন্য এবং ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদ, আইনহীনতা এবং অপরাধ থেকে এই অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন আমরা প্রতিরোধের এসব মহান পরিবারকে আমাদের শুভেচ্ছা এবং সমবেদনা জানাচ্ছি এবং জোর দিচ্ছি যে তাদের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত পথের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

## আজ,রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান, অধীর অপেক্ষায় দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭ এপ্রিল, রবিবার মাসিক মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। আজ,রবিবার আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১২১-তম পর্ব।রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওযেরসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

## কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের ঝামেলা বহু পুরনো ঃডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। এই হামলার পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক আরও তলানিতে পৌঁছেছে। এমতাবস্থায় দুই দেশকে বিশেষ বার্তা দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) ট্রাম্প বলেন, 'আমি ভারতের খুব কাছের, আমি পাকিস্তানেরও খুব কাছের এবং কাশ্মীরে তাঁরা হাজার বছর ধরে সেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।ট্রাম্প বলেছেন, কাশ্মীরে এক হাজার বছর ধরে ঝামেলা চলছে, সম্ভবত তার চেয়েও বেশি সময় ধরে। সেটা ছিল একটা খারাপ ঘটনা (পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা)। দেড় হাজার বছর ধরে ওই সীমান্তে উত্তেজনা ছিল। পরিস্থিতি একই রকম, কিন্তু আমি নিশ্চিত, তাঁরা কোনও না কোনওভাবে এটি সমাধান করবে। আমি উভয় নেতাকেই চিনি। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা রয়েছে, যা সবসময়ই ছিল।

## ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিল ভারত

জম্মু, ২৬ এপ্রিল ঃ বিনা প্ররোচনায় সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে আবারও গুলি চালাল পাকিস্তান। শুক্রবার মধ্যরাতে জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনা। পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারতও। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত শুক্রবার মধ্যরাতে (২৫-২৬ এপ্রিল রাতেই) কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পোস্ট থেকে বিনা উস্কানিতে গুলি চালানো হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী যথাযথ জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।উল্লেখ্য, পহেলগামে জঙ্গি হামলার পরই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক আরও তলানিতে নেমেছে। কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করেছে দিল্লি এবং ইসলামাবাদ। এই আবহে পাকিস্তানের দিকে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির খবর আসছে। প্রস্তুত রয়েছে ভারতও। এই আবহে আবারও সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান।

## খেলো ইন্ডিয়ার অধীনে ক্রীড়া-কেন্দ্রিক উদ্যোগ ধাপে ধাপে রূপ নিচ্ছেঃমনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিলঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বৃহস্পতিবার ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা করেছেন। নতুন দিল্লির ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ-এ রিটার্ন টু স্পোর্টস সেল এবং ডিজিলকার সুবিধার মাধ্যমে স্পোর্টস সার্টিফিকেটের ডিজিটাল রোলআউট, এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা করেছেন তিনি।মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, আমরা সম্প্রতি ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ উদ্বোধন করেছি এবং আজ আমরা স্পোর্টস সার্টিফিকেটের জন্য ডিজিলকার চালু করেছি। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে, ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্র বিকশিত হচ্ছে। 'খেলো ইন্ডিয়া'-এর অধীনে ক্রীড়া-কেন্দ্রিক উদ্যোগগুলি ধাপে ধাপে রূপ নিচ্ছে।

## পাকিস্তানকে একটা শিক্ষা দিতে হবে ভারতের ঃ বাবা রামদেব

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃ পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় নিজের মনের কষ্টের কথা জানালেন যোগগুরু বাবা রামদেব। তিনি বলেছেন, পহেলগামে ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর যেভাবে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, তার চেয়ে নিষ্ঠুর আর কিছু হতে পারে না। সন্ত্রাসীদের থেকে নিজেদের আলাদা করতে চাইলে দেশ এবং বিশ্বের মুসলমানদের এই হামলার নিন্দা করা উচিত। যেহেতু বিশেষ ধর্মের কিছু মানুষ হিংসায় বিশ্বাস করে এবং সন্ত্রাসবাদ ছড়াচ্ছে, তাই কেবল যোগব্যায়াম এবং আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পাকিস্তানকে একটা শিক্ষা দিতে হবে ভারতের খবর সূত্র জানাগেছে।

## প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে এক নতুন ভারত গড়ে উঠছেঃশিবরাজ চৌহান

ভোপাল, ২৬ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রদেশের ভোপালে শনিবার আয়োজিত হল রোজগার মেলা। চাকরি প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এই রোজগার মেলায় শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একটি নতুন ভারত গড়ে উঠছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ বিকশিত ভারত গড়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর উল্লেখ করা চারটি স্তম্ভের (নারী, দরিদ্র, কৃষক এবং যুবক) মধ্যে একটি যুবক - সেই যুবকদের কর্মসংস্থান প্রয়োজন... তাই, প্রধানমন্ত্রী একটি কর্মসংস্থান অভিযান পরিচালনা করেছেন এবং ১০ লক্ষেরও বেশি সরকারি পদে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছেন, যার মধ্যে ৫১,০০০ পদে নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির প্রচেষ্টাও চলছে এবং প্রচার চালানো হচ্ছে, কৃষি ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান তৈরির প্রচেষ্টা চলছে।

## দিল্লির নতুন মেয়র নির্বাচিত রাজা ইকবাল সিং, আনন্দে উফুল্ল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিলঃ দিল্লির নতুন মেয়র রাজা ইকবাল সিং। শুক্রবার দিল্লির নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তিনি, রাজা ইকবাল সিং দিল্লির মেয়র নির্বাচিত হতেই আনন্দে মেতে ওঠেন বিজেপি কাউন্সিলররা। রাজা ইকবাল সিং বলেছেন, আমার মূল লক্ষ্য হবে, দিল্লির পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থার উন্নতি, আবর্জনার পাহাড় অপসারণ, জল জমে যাওয়ার সমস্যা সমাধান এবং দিল্লির জনগণকে সমস্ত মৌলিক এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। আমরা সকলেই পূর্ণ নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করব।শুক্রবার দিল্লির নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির রাজা ইকবাল সিং, তিনি পেয়েছেন ১৩৩ ভোট। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী মনদীপ পেযেছেন মাত্র ৮ ভোট। আম আদমি পার্টি কোনও প্রার্থী দেয়নি। অন্যদিকে, বিজেপি কাউন্সিলর জয় ভগবান যাদব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৩বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,রবিবার, ইংরেজীঃ২৭এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১২ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১১ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১০বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত।
কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ

## আবহাওয়া

তীব্র দহনজ্বালার মধ্যে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস, রবিবার থেকে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ২৯ এপ্রিল এবং উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তার আগে শনিবারও অসহ্য গরম সহ্য করতে হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাকে। ঘর্মাক্ত গরমে রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার মতো অবস্থা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৬-২৯ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৭ ও ২৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।জোয়ার-সকাল ০৮ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল১১ টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১। ৫৪মনিট। সূর্যঃউদয় হবেঃ সকাল ৫টা ১৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৭মিনিটে।

# শিক্ষকদের সমস্যার সমাধানে পথ দেখালেন দিলীপ

**কলকাতা, ২৬ এপ্রিল:** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৬ হাজার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল হয়েছিল। তার পর আবেদন করতে যোগ্য শিক্ষকদের স্কুলে যেতে নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এরপরই আন্দোলন শুরু করে দেন যোগ্য,অযোগ্য শিক্ষকদের একাংশ। তাঁরা তালিকা প্রকাশের দাবি তোলেন। কারা যোগ্য? আর কারা অযোগ্য? এই তালিকা প্রকাশের দাবিতে গত সোমবার থেকে এসএসসি ভবনের সামনে ধরনায় বসেছিলেন চাকরিহারারা। কদিন আগে শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের তালিকা পাঠানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে আংশিক দাবি পূরণ হয়েছে। তাই বৃহস্পতিবার অবস্থান তুলে নেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। এবার এই সমস্যার সমাধানে পথ দেখালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। কেমন করে যোগ্য,অযোগ্য পৃথক করা যাবে? ইতিমধ্যেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু যোগ্য শিক্ষকদের সংখ্যা জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কাদের নাম আছে সেটা স্পষ্ট নয়। আর এই তালিকা প্রকাশ্যে আনাও সম্ভব নয়। কারণ তা জমা দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। এই বিষয়টির সমাধানে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি আর শিক্ষামন্ত্রীর হাতে নেই। এবার সার্বিকভাবে রাজ্য সরকারকে

আন্তরিক হতে হবে। শুধু মুখে কথা বললে হবে না, যোগ্যদের চাকরি বাঁচাতে হলে সুপ্রিম কোর্টে তথ্য পেশ করতে হবে রাজ্যকে। বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন চাকরিহারারা। আর ওই বৈঠকের পরও আন্দোলনে অনড় তাঁরা।' আজ, শনিবার সকালে ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে প্রাক্তন সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপি প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে নানা প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের ঘটনা এবং পহেলগাঁওয়ের হত্যালীলাকে একই ফ্রেমে রাখলেন দিলীপ। খড়গপুরের প্রাক্তন সাংসদের বক্তব্য, 'এটা ধর্ম অর্ধমের লড়াই। আগেও হয়েছে। আগে কাশ্মীরে থাকা হিন্দু পণ্ডিতদের মেরে তাড়ানো হয়েছে। হিন্দু শূন্য করার ছক হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে এই দেশকে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আগেও হয়েছে। মুর্শিদাবাদেও একই ঘটনা ঘটেছে। হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে হিন্দু শূন্য করার চেষ্টা চলছে।' পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় গোটা দেশ কেঁপে উঠেছে। একসঙ্গে ২৬ জন পর্যটককে গুলি করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। তারপরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে ভারত সরকার। জলচুক্তি স্থগিত থেকে শুরু করে পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল, আটারি সীমান্ত বন্ধ, পাকিস্তানের কূটনীতিকদের দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ,সহ নানা পদক্ষেপ করেছে ভারত। তবে এখনও ওরা হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তে জোরকদমে চলছে অভিযান। যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত বলে সূত্রের খবর। তাই তো দিলীপ ঘোষের কথায়, 'কাশ্মীরে হত্যাকাণ্ডের যোগ্য জবাব দেবে ভারত।

# কৃতজ্ঞ শুভেন্দু অধিকারী

**কলকাতা, ২৬ এপ্রিল:** মুর্শিদাবাদে মৃত পিতা-পুত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাদের অর্থ সাহায্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, হরগোবিন্দ এবং চন্দন দাসের পরিবারের কাছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'ব্রাত্য'। কারণ, রাজ্য সরকারের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেনি ওই পরিবার। কিন্তু বিরোধী দলনেতার কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিয়েছে। শুভেন্দুর কথায়, ''আমাকে ওঁরা গ্রহণ করেছেন আমি কৃতজ্ঞ।'' কলকাতা হাই কোর্টের অনুমতি পেয়ে শুক্রবার মুর্শিদাবাদে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় অগ্নিগর্ভ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন তিনি। একটি মন্দিরে গিয়ে মূর্তি দেন গ্রামবাসীদের। সেখানে নন্দীগ্রামের বিধায়ক গ্রামবাসীদের উদ্দেশে বলেন, ''শপথ নিচ্ছি, আমাদেরও দিন আসবে। আপনারা পুরোহিত ডেকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শুদ্ধিকরণ করুন (মন্দির)।'' তার আগে শুভেন্দু গিয়েছিলেন খুন হওয়া হরগোবিন্দ এবং চন্দনের বাড়িতে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষণ কথা বলে বেরিয়ে আসেন।

মুর্শিদাবাদের হিংসা বিধ্বস্ত জাফরাবাদ এলাকায় খুন হওয়া বাবা-ছেলের দুটি পৃথক পরিবার। দুই পরিবারকে আলাদা করে দশ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন বিরোধী দলনেতা। সেই সঙ্গে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় মুর্শিদাবাদে উত্তেজনা ছড়ানো এবং হিংসার জন্য রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন তিনি। শুভেন্দু সামনেই স্থানীয়দের একাংশ বিএসএফ ক্যাম্পের দাবি করলে তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি হাই কোর্টে যাবেন। কেন্দ্রকেও জানাবেন। হরগোবিন্দ ও চন্দনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''পরিবার নাকি সিপিএম বলেছে? প্রমাণ হয়ে গেছে এরা হিন্দু পরিবার। সবাই বলছেন, চরম আতঙ্কে রয়েছেন। সবাই বলছেন, কেন তাঁরা এনআইএ তদন্ত চান।'' পরিবার মুখ্যমন্ত্রীর ১০ লাখ টাকা প্রত্যাখ্যান করেছে। আমরা ১০ লক্ষ টাকা করে দুই পরিবারকে দিয়েছি। তারা গ্রহণ করেছে। হিন্দুদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী ব্রাত্য। বিরোধী দলনেতাকে সকলে গ্রহণ করেছেন। প্রমাণ হয়ে গেল হিন্দুদের জন্য আমরা সবকিছু করতে পারি।''

মুর্শিদাবাদকাণ্ডে শুক্রবার রিপোর্ট দিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। তাতে বলা হয়েছে, অশান্তির সময়ে আক্রান্তেরা পুলিশকে পাশে পাননি। কেউ কেউ দেরিতে পুলিশের সাহায্য পেয়েছেন। বাকিরা পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দেখেছেন। শুধু তাই নয়, মহিলা কমিশন তাদের পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে বলেছে, দাঙ্গাবাজদের উপর নরম অবস্থান দেখিয়েছে পুলিশ।

এই সমস্ত কারণে পুলিশ-প্রশাসনের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা কমেছে। আর শুভেন্দুর দাবি, গত ১১-১২ এপ্রিল সব মিলিয়ে এক হাজার জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, ''আমরা এখনও পর্যন্ত ৫৮৪ জনকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। চায়ের দোকানদার, টোটোচালককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।''

## শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে অবস্থান

**কলকাতা, ২৬ এপ্রিল:** রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে কিছুক্ষণের জন্য হলেও অবস্থান করলেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। শনিবার যখন তাঁরা অবস্থানে বসেছিলেন, তখন বাড়িতে ছিলেন না মন্ত্রী। পরে পুলিশ মারফত মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশ্বাস পেলে অবস্থান তুলে নেন চাকরিহারারা।

'যোগ্য' স্কুলশিক্ষকদের যে তালিকা এসএসসি তৈরি করেছে, সেই তালিকায় তাঁদের নাম নেই। বস্তুত, ওএমআর সংক্রান্ত সমস্যার কারণে একাংশের শিক্ষকেরা 'যোগ্য'দের তালিকায় জায়গা পাননি। সে ক্ষেত্রে তাঁদের প্রশ্ন, ওএমআরে কারচুপির বিষয়টি এখন ও প্রমাণিত না-হওয়া সত্ত্বেও এসএসসি কী করে তাঁদের 'অযোগ্য' বলে দাগিয়ে দিয়ে বেতন বন্ধ করে দিতে পারে? এই অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চান তাঁরা। বিক্ষুব্ধ চাকরিহারারা যখন ব্রাত্যের বাড়ির সামনে পৌঁছান, তখন শিক্ষামন্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির সামনে মোতায়েন থাকা পুলিশকর্মীরা সে কথা জানান চাকরিহারা শিক্ষকদের। পুলিশের তরফে বলা হয়, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' ছাড়া শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে দেওয়া যাবে না। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলে তাঁদের। পুলিশের কর্তারা গিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। মন্ত্রী আশ্বাস মেলার পর অবস্থান উঠে যায়।

# দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের আগে কবিতায় বার্তা মমতার

**কলকাতা, ২৬ এপ্রিল:** হাতে আর চারদিন। তারপরই দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন। ইতিমধ্যেই সেখানে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন। কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হচ্ছে। যার জেরে এখন দিঘা জমজমাট। কোনও ধরনের দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যও বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে একটি গান লিখে ফেলেছেন জগন্নাথদেবের উপর। অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারোদঘাটন হবে। এবার ঠিক তার প্রাক্কালে কবিতা লিখে ফেললেন তিনি।

এদিকে দিঘায় নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। 'নয়নপথগামী তুমি জগন্নাথস্বামী। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ।' এই গানটি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন। তিনি আবার রাজ্যের মন্ত্রী। এই আবহে আজ, শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ' দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র আচার, অনুষ্ঠানগুলি শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হচ্ছে।' জগন্নাথ মন্দির দেখতে ইতিমধ্যেই পর্যটকরা ভিড় করতে শুরু করেছেন। এই জগন্নাথধামের উদ্বোধন হয়ে গেলে সমুদ্রসৈকতের পাশাপাশি মন্দির নিয়ে এই পর্যটনকেন্দ্রের বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে। মিষ্টির দোকান হবে। আর সেখানে মিলবে বাংলার মিষ্টি। এই উদ্বোধনের দিন এলাকার পুরোহিতদের সংবর্ধনা জানানো হবে।

অন্যদিকে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে এখন সমস্ত আচার পালিত হচ্ছে। পুরীর মন্দিরের অন্যতম পুরোহিত রাজেশ দৈতাপতির তত্ত্বাবধানে তা হচ্ছে। বুধবার থেকে দিঘায় শুরু হয়েছে ধর্মীয় কাজ। সেদিন বাস্তুপুজো দিয়ে শুরু হয় পুজোর আচার পালন। তারপর বৃহস্পতিবার থেকে যজ্ঞ চলছে। সেদিন কলস পুজোও হয়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ লিখেছেন, ' বাংলায় ভগবান জগন্নাথের আগমন এক বিরাট আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত। তাঁর আশীর্বাদ শুধু আমাদের রাজ্যের জনগণের জন্য নয়, সমগ্র জাতির জন্য শান্তি, সম্প্রীতি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।' তাছাড়া একটি কবিতা লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে বহু পুণ্যার্থী ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী কবিতা তুলে ধরেছেন।

**'নাথ, তুমি এসো ধীরে,**
**সুখ, দুখ, হাসি, নয়ননীরে,**
**লহো আমার জীবন ঘিরে;**
**সংসারে সব কাজে ধ্যানে**
**জ্ঞানে হৃদয়ে রহো'**

নিরাপত্তার স্বার্থে হাওড়া, কোলাঘাট, দিঘা,সহ নানা জায়গায় সিসিটিভি এখন লাগানো হয়েছে। ওয়াচটাওয়ার তৈরি হয়েছে। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল দিঘায় মূল অনুষ্ঠান। পর্যটকরা এলে কেমন করে সামলাতে হবে, ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা কেমন দিতে হবে, জগন্নাথ মন্দিরের নিরাপত্তা, পুজোর কাজ, উদ্বোধন,সহ নানা

# নদিয়ার বাড়িতে পৌঁছল শহীদ জওয়ানের দেহ

**নদিয়া, ২৬ এপ্রিল:** নদিয়ার বাড়িতে পৌঁছোল উধমপুরে সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে নিহত ভারতীয় সেনা জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের দেহ। তেহট্টের পাথরঘাটার বাড়িতে শনিবার সকালে তাঁর দেহ পৌঁছেছে। স্থানীয় ইদগাহ ময়দানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হবে। ৬ প্যারা এসএফ-এ কর্মরত ছিলেন ঝন্টু। জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানার পর পরই উধমপুরে সেনা এবং জঙ্গিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এনকাউন্টারে যোগ দিয়েছিলেন ঝন্টুও। জঙ্গিদের গুলি এসে লাগে তাঁর গায়ে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। ঝন্টুর পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ঝন্টুর দাদা নাজিম শেখকে তিনি পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। নাজিম জানিয়েছেন, যে কোনও প্রয়োজনে তাঁকে সরাসরি ফোন করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের কথা হয়েছে সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সঙ্গেও। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পরে সেখানে হাজির হন মহুয়া।

শুক্রবার জম্মুতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গান স্যালুটে বিদায় জানানো হয় ঝন্টুকে। গভীর রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছোয় তাঁর দেহ। সেখান থেকে সকালে দেহ নিয়ে আসা হল নদিয়ায়। শহিদ ঝন্টুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত গোটা গ্রাম। বহু মানুষ তাঁদের বাড়ির সামনে এবং ইদগাহ ময়দানে জড়ো হতে শুরু করেছেন। ঝন্টুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বিজেপি, আইএসএফও। জওয়ানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী। ঝন্টুর দাদা নাজিম এবং বৌদি অনিন্দিতা শেখও ভারতীয় সেনায় রয়েছেন। অনিন্দিতা কাশ্মীরেই রয়েছেন। তাঁর মাধ্যমেই গ্রামের বাড়িতে বসে ছোট ছেলের মৃত্যুসংবাদ পান ঝন্টুর বৃদ্ধ বাবা-মা। ঝন্টু বিবাহিত। স্ত্রী ঝুমা এবং তাঁদের দুই সন্তান তনভির এবং রেহানা আগরার সেনা ক্যান্টনমেন্টে থাকেন। তাঁরা তেহট্টের বাড়িতে এসেছেন। গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, পর্যটকদের ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করে বেছে বেছে গুলি করা হয়েছে। ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে তাতে। তাঁদের মধ্যে ২৫ জন পর্যটক এবং এক জন স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন। এই ঘটনার দায় স্বীকার করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছে লশকর-এ-ত্যায়বার শাখা সংগঠন দ্য রেজিসট্যান্স ফোর্স। এর পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ করেছে ভারত। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি হয়েছে।

## ফের শহরে অগ্নিকাণ্ড

**কলকাতা, ২৬ এপ্রিল:** ফের শহরে ঘটে গেল অগ্নিকাণ্ড। বাসন্তী হাইওয়ে লাগোয়া ধাপায় আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার থেকেই আগুন ছড়িয়েছে। শনিবার দুপুর সোয়া ১২টা নাগাদ ধাপার দুর্গাপুর এলাকায় আগুন লাগার খবর আসে। ধাপায় প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত করে রাখা হয়। সেখানে রাবার ও প্লাস্টিক গোডাউনে আগুন লেগে যায়। যার ফলে দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য অংশে। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে থাকে গোটা এলাকা। কালো ধোঁয়ার ঢেকে যায় আকাশ। অন্ধকার নেমে এসেছে এলাকায়। দমকল যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভাতে শুরু করেছে। তবে আগুনের উৎসস্থল নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। উৎসস্থল খোঁজার চেষ্টা করছেন দমকলের কর্মীরা। স্থানীয়দের দাবি একটি ট্রান্সফরমারের বিস্ফোরণ থেকে আগুনে ছড়িয়ে পড়ে।

# সমবায় সমিতির আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে বাড়তি নজরদারি

**কলকাতা, ২৬ এপ্রিল:** সমবায় সমিতির আর্থিক লেনদেন নিয়ে আগে নানা অভিযোগ উঠেছিল। টাকাকড়ি নয়ছয় হওয়ার অভিযোগও উঠেছে। সেই অভিযোগের একাধিক রিপোর্ট পৌঁছে যায় নবান্নে বলে সূত্রের খবর। তারপরই এই গরমিল ঠেকাতে উদ্যোগী হয় নবান্ন। আর্থিক লেনদেনে তাই স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে ' অনলাইন অডিট ম্যানেজমেন্ট' চালু করল রাজ্য সরকার। এই ব্যবস্থা সকলের সামনে নিয়ে এসে সমবায় সমিতির আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বাড়াতে চেষ্টা করা হল। সমবায় সমিতি যাতে আর্থিক কেলেঙ্কারির জেরে ডুবে না যায় তাই এমন উদ্যোগ।

গ্রামবাংলার বেশিরভাগ মানুষজন সমবায় ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট করে থাকে। সেখানে স্বল্প পুঁজি জমায়। আর সেই পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করে থাকে। আর জীবনের প্রয়োজনে কাজে লাগায়। সেসব টাকা যদি দুর্নীতির কারণে নয়ছয় হয় তাহলে সাধারণ গরিব মানুষ বিপদে পড়ে যায়। তাই 'অনলাইন অডিট ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের ২৩ হাজার ৫৭৪টি সমবায় সমিতিকে রক্ষা করল রাজ্য সরকার। আর রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্ক, আরবান সমবায় ব্যাঙ্ক, প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিগুলির অডিটের উপর কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি করা সম্ভব হবে। তাই আর্থিক কেলেঙ্কারি থেকে বেঁচে যাবে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলি বাঁচলে এবং সঠিক পথে চললে সাধারণ মানুষেরও উপকার হবে। তা না হলে একদিকে লোকসান অপরদিকে বেসরকারি অর্থলগ্নি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে সেই ভারে জর্জরিত হতে হবে। এই পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় তার জন্য ' অনলাইন অডিট ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই বিষয়ে রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা ধরা পড়ে অডিটে। আর নিয়মিত অডিট বাধ্যতামূলক। রাজ্যের সমবায় ব্যবস্থা এখন বড় ব্যাপ্তি পেয়েছে। তাই অনলাইন অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রয়োজন। সেটাই সর্বস্তরের সঙ্গে আলোচনা করেই চালু করা হল। যার মাথায় রয়েছে রাজ্যের ডাইরেক্টরেট অফ কো,অপারেটিভ অডিট।'

এই 'অনলাইন অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড তৈরি করেছে। তার জেরে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেই সব সমবায় ব্যাঙ্কের লেনদেন সহজে জানা যাবে। দ্রুত মিলবে ব্যালেন্স শিটের তথ্য। অডিট রিপোর্ট থেকে শুরু করে গাইডলাইন এবং নিয়ম দেখা যাবে ক্লিক করলেই। কোনও সমবায় সংস্থার অডিট না হয়ে পড়ে থাকলে অনলাইনে সেখানে সতর্কবার্তা পৌঁছে যাবে। আবার কেন্দ্রীয়ভাবে দেখা যাবে, কাদের অডিট হয়নি।

# নওশাদকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন শওকত মোল্লা

**কলকাতা, ২৬ এপ্রিল:** এখনও একবছর বাকি বিধানসভা নির্বাচনের। বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ সালে। এখন থেকেই সব রাজনৈতিক দল প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যেই নানা ইস্যু এখন সামনে এসে গিয়েছে। ফলে রাজ্য,রাজনীতি এখন সরগরম। একইসঙ্গে কাশ্মীরে পহেলগাঁও এলাকায় ভারতীয় পর্যটকদের গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। একজন বিদেশি নাগরিকও আছে। এই আবহ আরও তপ্ত হয়ে উঠল দুই যুযুধান প্রতিপক্ষের মধ্যে। এই দু' জন হলেন;আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী এবং ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ নানা সভা,সমাবেশ থেকে বলেছেন, ২০২৬ সালের যে বিধানসভা নির্বাচন তাতে তৃণমূল কংগ্রেসকে বহু আসনে হারাবে। কিন্তু সেটা কেমন করে তা খোলসা করেননি। তবে পাল্টা জবাব ধেয়ে এসেছে। নওশাদকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, 'যদি বাপের বেটা হয়ে থাকো তাহলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড়ের ভূমিপুত্রকে প্রার্থী করো।' নওশাদ সিদ্দিকীকে এই ভাষাতেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক। আর তা নিয়েই এখন সরগরম রাজ্য, রাজনীতি। এখন ভাঙড় এলাকা কলকাতা পুলিশের অধীনে এসেছে। তার আগে যতগুলি নির্বাচন এখানে হয়েছে সবকটিতেই হিংসা দেখা গিয়েছিল। আইএসএফের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই প্রায় রোজই হতো এখানে। এখন অনেকটা কমেছে। কিন্তু পুরো নির্মূল হয়নি। যদিও শওকত মোল্লার বক্তব্য, 'আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড় থেকে এক লক্ষর বেশি ভোটে জয়ী হবে তৃণমূল কংগ্রেস।' সরকারি স্ট্রিট লাইটের উদ্বোধনে এসে নির্বাচনের দামামা বাজালেন শওকত। তবে কাজের প্রতিশ্রুতিও শোনা যায় শওকতের কণ্ঠে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে গোটা ভাঙড়ে পথবাতির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান বিধায়ক। তারপরই গতকাল সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ভাঙড় জুড়ে পথবাতির উদ্বোধন করতে দেখা যায় শওকত মোল্লাকে। ভাঙড়ের অন্তর্গত শোনপুর, কাশীপুর, কাঁঠালিয়া, পাকাপোল নানা জায়গায় পথবাতির উদ্বোধন করেন তিনি। এমনকী সাতুলিয়াতে সোলার আরএলআই সিস্টেমেরও উদ্বোধন করেন বিধায়ক। কৃষকদের সেচের জলের অসুবিধার যাতে না হয় তাই উন্নত প্রযুক্তিতে সেচের কাজের সূচনা করেন তিনি।

# বিএসএফের ডিজিকে ফোন কল্যাণের

**কলকাতা, ২৬ এপ্রিল:** কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। ওই আবহের মধ্যেই পঞ্জাবের ফিরোজপুর সেক্টরের নিকট পাকিস্তানে আটক করে রাখা হয়েছে এক ভারতীয় জওয়ানকে। হুগলি জেলার রিষড়া এলাকার ছেলে পূর্ণম কুমার সাউ। তাঁকে নিয়ে এখন উৎকণ্ঠায় গোটা দেশ তথা বাংলা। চিন্তায় চোখের জল ফেলছেন তাঁর মা। এই আবহে বিএসএফের ডিজিকে ফোন করলেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরই নিজের ফেসবুকে পোস্ট করলেন, সুস্থ ও নিরাপদ আছেন ওই জওয়ান।

এদিকে পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলায় গোটা দেশে কেঁপে উঠেছে। তার মধ্যেই উধমপুরে জঙ্গির গুলিতে বাংলার বীর সন্তান সেনা জওয়ান শহিদ হয়েছেন। মৃত শহিদ জওয়ান ঝন্টু আলি শেখ। আজ, শনিবার নদিয়ার বাড়িতে এল তাঁর কফিনবন্দি দেহ। যার জেরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার মধ্যেই পাকিস্তানে বন্দি হয়ে রয়েছেন ভারতের বিএসএফ জওয়ান। তিনিও বঙ্গসন্তান। তাঁর এই খবরে গোটা পরিবার উৎকণ্ঠায় রয়েছে। বাংলায় বাড়ছে উদ্বেগ। এমন আবহে জওয়ানের পরিবারকে আশ্বস্ত করতে বিএসএফের ডিজি'র সঙ্গে রিষড়ার ভূমিপুত্রকে নিয়ে টেলিফোনে কথা বলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দু' পক্ষের মধ্যে কী কথা হয়েছে তা এক্স হ্যান্ডেলে এবং ফেসবুকে লিখে জানান শ্রীরামপুরের সাংসদ।

অন্যদিকে আজ সকালে বিএসএফের ডিজির সঙ্গে কথা বলেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে তিনি নিজেই জানিয়েছেন। বিএসএফের ডিজি তাঁকে জানান, পূর্ণম সুস্থ আছেন। তাঁকে দেশে ফেরাতে সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কথা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে জানতে পেরে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছেন পূর্ণমের পরিবার। ফেসুবকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'পূর্ণমকে দেশে ফেরাতে সরকার সব ধরনের চেষ্টা করছে। ডিজি বলেছেন, পূর্ণম সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। পাকিস্তান কিছুটা সময় নিচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

এছাড়া বুধবার ভুলবশত পঞ্জাবের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে যান বিএসএফের ১৮২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সদস্য কনস্টেবল পূর্ণম কুমার সাউ। তখন তাঁকে ধরে ফেলে পাকিস্তান রেঞ্জার্সরা। পূর্ণম ইউনিফর্মে ছিলেন। হাতে ছিল সার্ভিস রাইফেল। এই নিয়ে টেনশন শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে শ্রীরামপুরের সাংসদ, আইনজীবী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ' পাকিস্তানে বন্দি ভারতের বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউকে নিয়ে বিএসএফের ডিজি'র সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন ভারতীয় প্রশাসনিক মহল থেকে তাঁকে দেশে ফেরানোর জন্য খুব চেষ্টা করা হচ্ছে। পাকিস্তান হয়তো কিছুটা সময় নিচ্ছে। কিন্তু ভারতের বিএসএফ জওয়ান ঠিকই ফিরবেন দেশে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, ভাল আছেন পূর্ণম। তিনি শারীরিকভাবেও সুস্থ।'

# আবার ঝড়ের পূর্বাভাস রাজ্য জুড়ে

**কলকাতা, ২৬ এপ্রিল:** রাজ্য জুড়ে আবার ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বইতে পারে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। তার জেরে আগামী কয়েক দিনে আবার তাপমাত্রা কমবে। রবিবার থেকেই ফের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার মালদহ এবং দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায় তাপপ্রবাহ চলেছে। সেই পাঁচ জেলা হল, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া। দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতেও গরমের অস্বস্তি বজায় ছিল। তবে মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের দু'একটি জায়গায় শনিবারও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। মঙ্গলবার পর্যন্ত এই সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে শহরে। ঝড়বৃষ্টি বেশি হবে উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর,

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। এই জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গেও। সারা সপ্তাহ জুড়েই উত্তরের আট জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় উঠতে পারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে। এই সব জেলায় রবিবার পর্যন্ত ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে না। রবিবার থেকে পরবর্তী চার দিনে তাপমাত্রা কমতে পারে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি। একই ভাবে পারদ নামবে উত্তরবঙ্গেও।

শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা প্রায় স্বাভাবিক। তবে একাধিক জেলায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। রবিবার থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে।

# পহেলগাঁওকাণ্ডের আবহে প্রসূতিকে ফেরালেন কলকাতার চিকিৎসক

**কলকাতা, ২৬ এপ্রিল:** পহেলগাঁওতে ধর্ম পরিচয় বেছে হিন্দু পর্যটকদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। তা নিয়ে গোটা দেশজুড়ে তীব্র চাপানউতোর। দ্বেষ উগরে দিচ্ছেন অনেকেই। তারই মাঝে মুসলমান প্রসূতির চিকিৎসা করতে অস্বীকার করলেন কলকাতার স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সরব প্রসূতির পরিবারের লোকজন।

যদিও চিকিৎসক কিংবা চিকিৎসক যে বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত তাদের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি মেহফুজা খাতুন নামে পেশায় আইনজীবী এক মহিলা সোশাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক পোস্ট করেন। তাতে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সি কে সরকারকে নিশানা করা হয়। ওই চিকিৎসক সন্তোষপুর গর্ভনমেন্ট কলোনির কস্তুরী দাস মেমোরিয়্যাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। এক অন্তঃসত্ত্বার সঙ্গে স্রেফ ধর্ম পরিচয়ের জন্য দুর্ব্যবহারের অভিযোগে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সরব ওই আইনজীবী। তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, সম্প্রতি অন্তঃসত্ত্বাকে নিয়ে ওই বেসরকারি হাসপাতালে যাওয়া হয়। অভিযোগ, অন্তঃসত্ত্বা মুসলমান হওয়ায় তাঁর সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেন চিকিৎসক। তিনি প্রসূতিকে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। হুমকির সুরে চিকিৎসক বলেন, পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার পর আমি মুসলমান রোগী দেখছি না। হিন্দুদের তোমার স্বামীকে হত্যা করা উচিত। তাহলে বুঝবে যন্ত্রণা ঠিক কেমন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৪৬ সংখ্যা, রবিবার, ১৩ বৈশাখ, ১৪৩২

## সন্ত্রাসবাদের নতুন যুদ্ধক্ষেত্রঃসীমান্ত ছাড়িয়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও কূটনৈতিক অঙ্গনে বিস্তার

সন্ত্রাসবাদ এখন আর কেবল সীমান্ত বা যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই এটি ছড়িয়ে পড়েছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং কূটনৈতিক অঙ্গনেও। ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলা এবং নতুন জঙ্গি সংগঠনের উত্থান এই পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রমাণ।লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) এবং জইশ-ই-মহম্মদের (জেইএম) মতো কট্টর ধর্মীয় মতাদর্শের সংগঠনের পরিবর্তে এখন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) এবং পিপলস্ অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট ফ্রন্ট (পিএএফএফ)-এর মতো নতুন সংগঠনগুলি আবির্ভূত হয়েছে। এই সংগঠনগুলি মূলত পাকিস্তানভিত্তিক জিহাদি গোষ্ঠীগুলির ছায়াবাহিনী হিসেবে কাজ করছে। তাদের কার্যকলাপের ধরন এবং উপস্থাপনার পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।২০১৯ সালে ভারতের সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে, এই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিও তাদের কার্যকলাপে পরিবর্তন আনে। নাম বা পরিচয় পাল্টে তারা মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, যাতে আঞ্চলিক স্তরে তাদের প্রতি সমর্থন অক্ষুণ্ণ থাকে।সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি এখন অনলাইনে কাজ করছে। টেলিগ্রাম এবং ইনস্টাগ্রামের মতো সুরক্ষিত চ্যানেলের মাধ্যমে তারা ভারতীয় নিরাপত্তা অভিযানের ছবি, আবেগঘন বর্ণনা এবং ভিডিও ব্যবহার করে ক্ষোভ জাগিয়ে তুলে বিক্ষুব্ধ তরুণদের বাছাই করছে। অনেক সময় .অর্থনৈতিক হতাশা এবং মানসিক আঘাতকেও হাতিয়ার করা হয় তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে।গ্যাব্রিয়েল উইম্যানের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৯০ সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয। এই প্ল্যাটফর্মগুলি সস্তা, সহজলভ্য এবং দ্রুত বার্তা ছড়ানোর সুযোগ দেয, যা সন্ত্রাসবাদীদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।সন্ত্রাসবাদ এখন কূটনৈতিক অঙ্গনেও প্রভাব ফেলছে। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ কোনো মতাদর্শ বা ভৌগোলিক সীমারেখা মানে না। তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি।জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ একটি বৈশ্বিক হুমকি, এবং এটি মোকাবেলায় আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রযোজন।সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি প্রযুক্তিকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করছে। এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপ, ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা তাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করছে। এই প্রযুক্তিগুলি তাদের জন্য নিরাপদ যোগাযোগ এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করে, যা সন্ত্রাসবাদীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।উদাহরণস্বরূপ, আইএসআইএস তাদের প্রচারণা ফেসবুক এবং টুইটার থেকে টেলিগ্রামে স্থানান্তর করেছে, কারণ টেলিগ্রাম এনক্রিপশন সুবিধা প্রদান করে। এছাড়াও, অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম এবং চ্যাট রুমগুলিও সন্ত্রাসবাদীদের জন্য নতুন নিয়োগ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।সন্ত্রাসবাদ কেবল নিরাপত্তা হুমকি নয়, এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকি। সন্ত্রাসী হামলা পর্যটন, বিনিয়োগ এবং সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, জম্মু ও কাশ্মীরে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলায় অন্তত ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে, যা পর্যটন শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সরকার এবং সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে এবং সন্ত্রাসবাদী কনটেন্ট দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে। সরকারগুলিকে প্রযুক্তিগত নজরদারি এবং গোয়েন্টা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।এছাড়াও, তরুণদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সমাজে অন্তর্ভুক্তির পরিবেশ তৈরি করাও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।সন্ত্রাসবাদ এখন একটি বহুমাত্রিক হুমকি, যা সীমান্ত, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং কূটনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই হুমকি মোকাবেলায়. আমাদের সম্মিলিত এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শুধুমাত্র সামরিক বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে নয়, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা এই হুমকি মোকাবেলা করতে পারি।

## পশ্চিমবঙ্গে পুলিশি নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতাঃ সমাজের গভীর সংকট

পশ্চিমবঙ্গের চুঁচুড়া থানায় সম্প্রতি এক নাবালিকা ও তার মায়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা সমাজে নারীর নিরাপত্তা ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলেছে। একটি মেলা থেকে ফেরার পথে ১৪ বছর বয়সী ওই কিশোরীর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তাকে কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর মা-মেয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে, তাদের সারা রাত থানায় বসিয়ে রাখা হয় এবং অভিযোগ গ্রহণে বিলম্ব করা হয়। এই আচরণ শুধুমাত্র কর্তব্যে অবহেলা নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন।এই ঘটনা 'রেপ কালচার' বা ধর্ষণ সংস্কৃতির একটি দৃষ্টান্ত। এখানে ভুক্তভোগীকেই দোষারোপ করা হয়েছে, যা সমাজে নারীর প্রতি বিদ্বেষ ও পুলিশের পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের পরিচায়ক। এই ধরনের আচরণ নারীদের থানায় অভিযোগ জানাতে নিরুসাহিত করে এবং অপরাধীদের উৎসাহিত করে।পশ্চিমবঙ্গে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর৪ (NCRB) তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৯,৯৫২টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই পরিসংখ্যান সমাজে নারীর নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগের বিষয়।নারীর প্রতি সহিংসতা থেমে নেই কেবল থানায় বা রাস্তায় এটি ছড়িয়ে পড়েছে হাসপাতাল ও কারাগারেও। ২০২৪ সালে কলকাতার আর.জি. কার মেডিকেল কলেজে এক ৩১ বছর বয়সী প্রশিক্ষণরত ডাক্তারকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর সারা দেশে প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু হয়, যা নারীর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।কারাগারে নারীদের প্রতি যৌন নির্যাতনের ঘটনাও উদ্বেগজনক। একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের কারাগারে নারী বন্দিদের যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয় এবং অনেকেই গর্ভবতী হয়ে পড়েন। এই ধরনের ঘটনা সমাজে নারীর অবস্থান ও নিরাপত্তা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তোলে।এই পরিস্থিতিতে নাগরিক সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'নাগরিক চেতনা' নামে একটি সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি খোলা চিঠি লিখে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছেঃনারীর জন্য নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করা,জনপরিবহন ব্যবস্থায় নিরাপত্তা বৃদ্ধি,পুলিশ প্রশাসনের সংস্কার,স্কুলে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি চালু করাএই দাবিগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব হল নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু যখন পুলিশ নিজেই নির্যাতনের অংশীদার হয়ে ওঠে, তখন সমাজে আইনের শাসন প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এই ধরনের আচরণ বন্ধ করতে হলে পুলিশের প্রশিক্ষণ ও মনোভাব পরিবর্তন জরুরি।নারীর প্রতি সহিংসতা একটি সামাজিক ব্যাধি, যা কেবল আইন দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষা ও সংস্কার। স্কুল, পরিবার ও সমাজে নারীর প্রতি সম্মান ও সমতার শিক্ষা দিতে হবে।পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সমাজের প্রতিটি স্তরে পরিবর্তন আনতে হবে। পুলিশ প্রশাসন, সরকার, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই এই পরিবর্তন সম্ভব।এই পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের দায়িত্ব হল নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং একটি নিরাপদ ও সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা।

# ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। নয়াদিল্লি(পিআজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়। বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি

## এই মুহূর্তে রুশ নাগরিকদের পাকিস্তানে যেতে নিষেধ করলো রুশ সরকার

পহেলগাঁওঃএই মুহূর্তে রুশ নাগরিকদের পাকিস্তানে যেতে নিষেধ করলো রুশ সরকার ৷ড্ড পহেলগাঁও কাণ্ডের পড়ে ভারতের পাশে থেকে রাশিয়া তীব্র নিন্দা করেছে ওই ঘটনার। এবার রুশ নাগরিকদের পাকিস্তানে যেতে নিষেধ করলো। এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করা হয়েছে। যাতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে, আমরা সুপারিশ করছি যে পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত রাশিয়ান নাগরিকদের সাময়িকভাবে পাকিস্তান সফর থেকে বিরত থাকতে হবে। রাশিয়ান দূতাবাসের তরফে জারি করা এই বিবৃতি নিয়েই এখন জোর চর্চা আন্তর্জাতিক আঙিনায়। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের মতে, গোটা পরিস্থিতি দেখে রাশিয়াও মনে করছে পাকিস্তান এই মুহূর্তে রুশ নাগরিকদের যাওয়ার জন্য উপযুক্ত জায়গা নয়। একেই পাকিস্তান নিজেদের আভ্যন্তরিন গন্ডগোলে দীর্ণ। তারমধ্যে তারা শুরু করেছে ভারতের সঙ্গে শত্রুতা।ড্ড এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত অনেকটাই এগিয়ে পাকিস্তানের থেকে। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরে হিঃদু পর্যটকদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ফুঁসছে গোটা দেশ। কড়া বার্তা দিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাফ বলছেন, এমন জবাব দেব, কল্পনাও করতে পারবেন না। কোনওভাবেই ছাড় পাবে না সন্ত্রাসবাদীরা। কল্পনাতীত শাস্তি দেওয়া হবে। এই আবহে রাশিয়ার জারি করা অ্যাডভাইজারি আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানের উপর চাপ যে আরও বাড়াবে তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এর কোনো প্রতিক্রিয়া আসে কিনা!

## কেদারনাথ পৌঁছলেন উত্তরাখণ্ডের মুখসচিব, খতিয়ে দেখলেন প্রস্তুতি

কেদারনাথঃ উত্তরাখণ্ডের মুখ্য সচিব আনন্দ বর্ধন শনিবার কেদারনাথ ধামে পৌঁছে আসন্ন চারধাম যাত্রার প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেছেন। তাঁর সফরকালে তিনি প্রথমে কেদারনাথের পুনর্নির্মাণ কাজের পর্যালোচনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। মুখ্য সচিব এরপর মন্দাকিনী ও সরস্বতী নদীর উপর নির্মিত বেইলি ব্রিজটিও পরিদর্শন করেন।তিনি জানান, এই সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা যাত্রীদের আরও সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করবে। তিনি আস্থা পথে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলিও পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি বলেন, ভক্তদের সুবিধার্থে, এই বৃষ্টি আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে এলইডি সাইনবোর্ড স্থাপন করা উচিত, যাতে যাত্রীরা কোথায় শৌচাগার, চিকিৎসা সহায়তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পেতে পারেন।

## কাশ্মীরে হত্যালীলায় যুক্ত সন্ত্রাসবাদীদের কঠোর শাস্তির দাবীতে বাঁকুড়ায় মুটিয়াদের মিছিল

বাঁকুড়া, ২৬শে এপ্রিলঃকাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের গণহত্যার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও, কাশ্মীরে গণহত্যায. যুক্ত সন্ত্রাসবাদীদের কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে, কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা না রেখে পর্যটকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হলো কেন কেন্দ্রীয় সরকার জবাব দাও, ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও, নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে দেশের মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করার বিজেপি'র ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কর, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদের মদতদাতাদের ক্ষমা নেই, দেশবিরোধী সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে সমস্ত মানুষ এক হও - এই দাবীগুলিকে তুলে ধরে বাঁকুড়ার রেলওয়ে গুডস সেড ও ডাম্পগুলিতে নিজেদের কাজ বন্ধ রেখে আজ বাঁকুড়া স্টেশন রোডে এক ধিক্কার মিছিলে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের গণহত্যার বিরুদ্ধে তাদের তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা উগরে দিলেন কয়েক শো মুটিয়া. শ্রমিক। সিআইটিইউ অনুমোদিত বাঁকুড়া জেলা মুটিয়া মজদুর ইউনিয়ন আহুত এই মিছিল স্টেশন রোড পরিক্রমা করে বাঁকুড়া রেল স্টেশনের সামনে সামিল হলেন বিক্ষোভ সভায়। বক্তারা ক্ষোভের সঙ্গে তুলে ধরলেন যে মাত্র কদিন আগেই গত ৮ই ডিসেম্বর কাশ্মীরের শ্রীনগরে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথাকে তুলে ধরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা দাবী করেছিলেন কাশ্মীরে অতীতে চালু থাকা বিশেষ ৩৭০ ধারা বাতিল করে সন্ত্রাসবাদীদের মাজা ভেঙে দিয়েছেন অথচ গত ২২শে এপ্রিল পহেলগাঁও-এর বৈশানরে যখন পাক মদতপুষ্ট ইসলামী সন্ত্রাসবাদীরা নিরীহ পর্যটকদের ওপর নৃশংস আক্রমণ শানালো তখন সেই নিরাপত্তা বাহিনীর একজনেরও টিকি দেখা গেলনা কেন? কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আক্রান্ত পর্যটকদের বাঁচাতে সাথে সাথেই ঝাঁপিয়ে পড়লেও অকুস্থলে নিরাপত্তা বাহিনী তথা উদ্ধারকারীদের পৌঁছতে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা লেগে গেল কেন? বরফ ও জঙ্গল ঘেরা পাকিস্তান সীমান্ত থেকে অল্প কয়েক কিলোমিটার দূরের এই এলাকায় দেশের স্বরাষ্ট্র তথা প্রতিরক্ষা বিভাগের শিথিলতায. সন্ত্রাসবাদীরা যে তান্ডবলীলা চালিয়ে গেল তার দায় দেশের প্রধানমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এড়াতে পারেন? পর্যটকদের জান বাঁচাতে স্থানীয় যুবক সৈয়দ আদিল হোসেন নিজের জীবন দিয়ে যে অনন্য নজীর গড়ে তুলেছেন তা তুলে না ধরে দেশের বিজেপি ঘনিষ্ঠ মিডিয়াগুলি সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে যেভাবে ধর্মীয় বিভাজনের পথে নেমেছেন তার প্রতিও সভা থেকে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়। দাবী ওঠে সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বার করে তাদের কঠোর শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে এই ঘটনায় পর্যটক নির্ভর কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকায় যে গভীর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে দ্রুত তার নিরসন করতে হবে। দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ছিনিমিনি খেলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।ড্ডএই ধিক্কার সভায় বক্তব্য রাখেন বাঁকুড়া জেলা মুটিয়া মজদুর ইউনিয়নের(সিআইটিইউ) সম্পাদক তপন দাস, সভাপতি প্রতীপ মুখার্জী ও সিআইটিইউ নেতা উজ্জ্বল সরকার, ভৃগুরাম কর্মকার ও অশোক ব্যানার্জী।

## পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির মনসবদারিঃনীতি না নিয়ম?

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির চিত্র এখন এমনই সর্বব্যাপী যে, সেটিকে নীতির অংশ বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়তে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে বলা হযেছ, রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রই যেন মনসবদারি হিসাবে বণ্টিত- কারও ভাগে পড়েছে বালি, কারও কয়লা, কারও মাছের ভেড়ি আবার কারও ভাগে পড়েছে রেশন, কারও হাসপাতাল, কারও স্কুলের চাকরি।এই মনসবদারি ব্যবস্থায়, শাসক দলের মনসবদাররা এমন সম্পদের উপর খাজনা আদায. করছেন, যার মালিকানা তাঁদের নয়। যেমন, এসএসসি কাণ্ডে দেখা গেছে, স্কুলের চাকরি বিক্রি করা হয়েছে। এই দুর্নীতির চরিত্র এতটাই বেপরোয়া এবং রাখঢাকহীন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিশ্চিত ছিলেন, তাঁদের কিছু হবে না। এই নিশ্চয়তার দুটি কারণ হতে পারে- এক, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সরকার এই দুর্নীতিকে কোনওভাবে প্রকাশ্যে আসতে দেবে না এবং দুই, দুর্নীতি এখন এমনই স্বাভাবিক যে, এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাবধান হওয়ার কথা তাঁদের মনেও হয়নি। এসএসসি কাণ্ড পশ্চিমবঙ্গে নীতি-অনুসারী প্রশাসনিক পথ থেকে বিচ্যুতির ফল নয়, বরং সরকার ও প্রশাসনের সচেতন চলনই রাজ্যকে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে। চাকরিপ্রার্থীরা এই প্রবল গরমেও রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছেন- সুবিচার প্রার্থনা করছেন- কিন্তু, সেই সুবিচার দেওয়ার কোনও পথ সরকার বা প্রশাসন নিজেদের জন্য খোলা রাখেনি। বিবিধ যুক্তি পেশ করে, আদালতের নির্দেশ মানতে গড়িমসি করে সরকার বড়জোর সমস্যাটিকে কিছু দিনের জন্য পিছোচ্ছে- এ পথে যে সমাধানসূত্র মিলবে না, সরকারও সম্ভবত সে কথা জানে।এই দুর্নীতির মনসবদারি সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রভাব ফেলছে। মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। যুবসমাজের মধ্যে হতাশা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও, এই দুর্নীতি সমাজে বৈষম্য ও অসাম্যতা সৃষ্টি করছে।এই দুর্নীতির মনসবদারি মডেল থেকে মুক্তি পেতে হলে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও, সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির মনসবদারি মডেল এখন এমনই সর্বব্যাপী যে, তাকেই 'নীতি' বলে বিভ্রম হওয়া সম্ভব। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সরকার, প্রশাসন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তবেই সম্ভব হবে একটি দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন।

## ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কি ট্রাম্প মধ্যস্থতা করবেন?

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কি ট্রাম্প মধ্যস্থতা করবেন? গত ২২এপ্রিল যে নির্মম ঘটনা ঘটে গেছে তারপরে সারা পৃথিবী ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একযোগে সরব হয়েছেন রাষ্ট্রনেতারা। এহেন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে কি কাশ্মীর ইস্যুতে মাথা ঘামাবে আমেরিকা? ভারত-পাক সম্পর্কে মধ্যস্থতা করবেন ট্রাম্প? এই প্রশ্ন করতেই পাক সাংবাদিককে থামিয়ে দিলেন মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস। কী বললেন তিনি।২৫টি পর্যটক ও এক স্থানীয় যুবককে গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় তারা। যার পালটা দিচ্ছে ভারতীয় সেনা। খুঁজে খুঁজে জেহাদিদের খতম করা হচ্ছে। নারকীয় হামলার খবর পেয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। গত শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের এক সাংবাদিক ট্যামি ব্রুসকে প্রশ্ন করেন, কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করবেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প? প্রশ্ন শুনেই তাঁকে থামিয়ে দেন মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র। সাফ জানান, আমি এর কোনও উত্তর দেব না। এই পরিস্থিতি নিয়ে আমি বেশি কিছু বলব না। প্রেসিডেন্ট আর বিদেশ সচিবই যা বলার বলবেন। তবে পহেলগাঁওয়ের হামলার কথা উল্লেখ করে ট্যামি ব্রুস বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং বিদেশ সচিব রুবিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আমেরিকা ভারতের পাশে রয়েছে। আমরা এই সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা করি। আমরা নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। এই জঘন্য কাজের অপরাধীরা যেন যোগ্য জবাব পায়। স্বাভাবিক কারণেই বোঝা যাচ্ছে যে ট্রাম্প কোনো কারণেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যস্থতা করবেন না জানান।

## আরও দুই লস্কর জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলো ভারতীয় সেনা

পহেলগাঁওঃআরও দুই লস্কর জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলো ভারতীয় সেনা '''' পহেলগাঁও কাণ্ডের পড়ে ভারত আর কোনো ছাড় দিচ্ছে না। সোজা আক্রমনের পথে। একদিকে ঘটনায় জ।তি জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে, অন্যদিকে একের পর এক জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ভারতীয় সেনা। আর এই সূত্র ধরে আরও দুই জঙ্গি বাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হল। 'মোস্ট ওয়াটেন্ড' লস্কর জঙ্গি এহসান শেখ (Ehsan Sheikh) এবং হারিস (Haris) বলে আরও এক জঙ্গির মধ্যরাতে তল্লাশি চালানোর পর বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বলে জানা যাচ্ছে। এই দুই জঙ্গির পুলওয়ামা সহ একাধিক এলাকায় তিনটি বাড়ি ছিল। একটায় আস্ত রাখা হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। শুক্রবার সকালেই আসিফ শেখ এবং অনন্তনাগের আদিল গুরে নামে আরও এক জঙ্গির বাড়ি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। জানা যাচ্ছে, এহসান শেখ এবং হারিস দুজনেই পহেলগাঁও ঘটনার (Pahalgam Attack) সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই সূত্র ধরেই দুজনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় সেনাবাহিনী। তল্লাশি শেষে একের পর এক বাড়ি বোমা মেরে গু।য়ে দেয় সেনাবাহিনী। যদিও লস্করের এই দুই জঙ্গির খোঁজ নেই। যদিও পহেলগাঁও'য়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর থেকেই কার্যত 'আকাশ-পাতাল' ভেদ করে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা। অন্যদিকে দুই সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী। ধৃতদের কাছ থেকে বিপুল অস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ধৃত দুই জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। বিপুল এই অস্ত্র নিয়ে কেন কাশ্মীরে তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

## মর্মান্তিক ! বেলুড়ে বাবা ও ছেলের জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ এপ্রিল ঃ মর্মান্তিক ! সাতসকালেই হাওড়ায় বেলুড়ের ঠাকুরন পুকুর এলাকায় গিরিশ ঘোষ রোডে বাবা ও ছেলের জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার। শনিবার সকালে এলাকাবাসীরা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দেখেন পুকুরের ধারের একটি গাছে বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ঘরে ছেলেকে খবর দিতে গিয়ে দেখা যায় ছেলের দেহ ঘরের মাটিতে পড়ে। পাখায় গামছা ঝুলছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে ছেলে পাখায় গামছা ঝুলিয়ে আত্মঘাতী হয়। বাবাও সেই দেখে বাইরে পুকুরের ধারে একটি গাছে কাপড়ে গলায় দড়ি দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাবার নাম সুভাষ পাল (৭৫) এবং ছেলে অজিত পাল (৩৮)। অজিত একটি প্রাইভেট সংস্থায় কাজ করতেন। মা এক বছর আগে মারা যান। বাবা ও ছেলে একসঙ্গে থাকতেন। ঘটনাস্থলে বেলুড় থানার পুলিশ এসে বাবা ও ছেলের দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় জয়সোয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বেলুড় থানার পুলিশ।

## সম্প্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন সিংহজুলির বাসিন্দা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৬ এপ্রিল ঃ ''মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান ,মুসলিম তার নয়ন মনি হিন্দু তাহার প্রাণ'' । দেশ জুড়ে যতই সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা থাকুক না কেন কবির এই লাইন গুলিকে সত্যি করে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে হিন্দুদের জপমালার থলি তৈরি করে সম্প্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সিংহজুলির বাসিন্দা হযরত মণ্ডল। শুধু তাই নয়, নিজের নিপুণ হাতে তাতে ফুটিয়ে তুলছেন হিন্দুদের নানা দেবদেবীর ছবি। বিগত ১৫ বছর ধরে হিন্দু দেব-দেবীর বিভিন্ন ছবি এমব্রয়ডারি কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছেন জপ মালার থলিতে। এখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। এই শিল্পকলার মাধ্যমে তিনি কর্মসংস্থানের দিশা দেখিয়েছেন। তার হাত ধরে তার স্ত্রী রুপিয়া খাতুন বিবি সহ গ্রামের আরো মুসলিম মহিলারা তার কাছে কাজ শিখে এই জপমালা থলি তৈরি করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এভাবেই সম্প্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন এই এলাকার হযরত, রুপিয়া, আনোয়ারা, শাহানারা, রুনা খাতুনেরা। স্থানীয় সিংহজুলি মসজিদ পাড়া এলাকার হযরত মণ্ডল এমব্রয়ডারির কাজের জন্য দিল্লিতে যান। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে আসার পরে মায়াপুরের ইসকনের এক ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় হয়। সেই সূত্র ধরে প্রথম তিনি এই কাজ করেন । তারপর থেকে এটাকেই তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন। পাশাপাশি প্রায় ১৫-১৬ জন মুসলিম মহিলাকেও কাজ শিখিয়ে তিনি স্বাবলম্বী করেছেন। অন্যদিকে ভিন গ্রামের হিন্দু মহিলারাও তার থেকে এই কাজ শিখে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। হযরত এর কথায় আমরা হিন্দু- মুসলিমের মধ্যে কোন ভেদাভেদ দেখি না। এই জপ মালার থলির চাহিদা নদীয়ার মায়াপুরে অনেক বেশি। আর তাই সেখানে এই জপমালার থলি পাঠিয়ে থাকি। তাতে তিনিও লাভবান হচ্ছেন, অন্যদিকে হজরতের শেখানো পথ ধরে স্বাবলম্বী হচ্ছেন এলাকার হিন্দু ও মুসলিম মহিলারা। যা অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি সম্প্রীতির অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

## তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে উত্তেজনা সিউড়িতে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ এপ্রিল ঃ তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের অভিযোগের জেরে প্রবল উত্তেজনা ছড়াল সিউড়ির পুরন্দরপুর এলাকায়। শনিবার তৃণমূল ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম অনুগামীদের নিয়ে কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনি বাধা পান। বিরোধী গোষ্ঠীর লোকজন তাঁদের দেখে পাল্টা স্লোগান দেয়, নেতাকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়াও হয় বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের বেশিরভাগেরই মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিমেষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আতঙ্কে পুরন্দরপুর বাজার বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সিউরি আইসি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় বলে খবর। এলাকায় নতুন করে উত্তেজনাকে আটক করা হয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে অনুগামীদের নিয়ে ফিরে যান নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, কর্মীরা আমাকে বারবার আসার জন্য অনুরোধ করল, তাই এলাম। তাঁর অভিযোগ, বোলপুরের জেলা নেতাদের কলকাঠির জন্য এই অস্থিরতা চলছে। নুরুল বিরোধী হিসেবে পরিচিত কার্যকরী সভাপতি অশ্বিনী মণ্ডল বলেন, তিনি বলেন মানুষ সব দেখছে। বহিরাগত গুন্ডা নিয়ে এসে পার্টি অফিস দখলের চেষ্টা করেছেন নুরুল।

## বিজেপির জেলা সভাপতির বাড়িতে পাথর বৃষ্টির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৬ এপ্রিল ঃ বিজেপির যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোরঞ্জন জোদ্দারের বাড়িতে পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় গ্রেফতার বিজেপির এক কর্মী।ধৃত বিজেপি নেতা অরিন্দম মাইতি ওরফে জি-কে শুক্রবার গ্রেফতার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। তিনি সোনারপুর ১ নম্বর মণ্ডলের বিজেপি সাধারণ সম্পাদক। উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটে ১৭ এপ্রিলের গভীর রাতে। অভিযোগ, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের চাঁদমারি এলাকায় জেলা সভাপতি মনোরঞ্জন জোদ্দারের বাড়িতে আচমকাই পাথর ছোঁড়া হয়।

সেই সময় বাড়িতে ছিলেন মনোরঞ্জন বাবু, তাঁর স্ত্রী ও পুত্র। আতঙ্কে পরিবারের সকলেই চমকে ওঠেন। ঘটনার পর রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে সোনারপুর থানার পুলিশ বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে শনিবার সোনারপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৯(৩), ৩২৪(৪), ৩৫১(২) ও ৩৬৫ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, তিনি ২০১৮ সাল থেকে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত এবং ২০২২ সালের পৌরসভা নির্বাচনে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভায় বিজেপির প্রার্থীও হয়েছিলেন। তবে এই ঘটনার জেরে বিজেপির অন্দরে ফের প্রকাশ্যে এল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। রাজনৈতিক মহলের দাবি, এটি নিছকই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। এক নেতা প্রশ্ন তুলেছেন, জেলাসভাপতি কি সত্যিই নিশ্চিত যে, দলের এক সাধারণ সম্পাদক এই কাজ করেছেন? নাকি এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা? তবে এইব্যাপারে জেলা সভাপতি মনোরঞ্জন জোদ্দার অবশ্য বলেন, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এই কাজ করেছে, তা দেখতে পাইনি। বিজেপি করে কেউ পাথর ছোঁড়ে, এটা আমি বিশ্বাস করি না। যারা সমাজবিরোধী, তারাই এই কাজ করেছে। তদন্তে সব কিছু স্পষ্ট হবে। বিজেপির একাংশ মনে করছে, সংগঠনে জনপ্রিয়তা ও প্রভাব থাকায় অরিন্দম মাইতিকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সংগঠনকে দুর্বল করার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল দলের একাংশে। তাই এই গ্রেফতার পরিকল্পিত। এদিকে, এই ঘটনার রাজনৈতিকরণ শুরু করেছে শাসকদল তৃণমূল ও। তাদের মতে, বিজেপির মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখন প্রকাশ্যে। মানুষের সমস্যা নয়, দলীয় লড়াই নিয়েই ব্যস্ত বিজেপি। মাঠে-ময়দানে তাদের কোনও উপস্থিতি নেই।

# জাতীয় লজিস্টিক সেমিনার ২০২৫

২৬ এপ্রিল ঃ সেন্টার ফর ট্রান্সপোর্টেশন রিসার্চ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (CTRAM) নতুন দিল্লির আম্বেদকর ভবনে তাদের প্রধান জাতীয় লজিস্টিক সেমিনার ২০২৫ আয়োজন করেছে। এই সেমিনারে সরকার এবং শিল্পের নেতারা সিমেন্ট, অটোমোবাইল এবং কার্গো অ্যাগ্রিগেশন লজিস্টিকসের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ভারতে লজিস্টিকের ক্রমবর্ধমান দৃশ্যপট এবং রেল সহ-দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে আলোচনা করবেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি শ্রী হিতেন্দ্র মালহোত্রা (সদস্য অপারেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, রেল বোর্ড), শ্রী সঞ্জয় স্বরূপ (সিএমডি, কনক) এবং সিটিআরএএম-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। সেমিনারটি সিটিআরএএম নেতৃত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে, বক্তারা লজিস্টিকসে রেলের ক্রমহ্রাসমান অংশ, ভূ-রাজনৈতিক বিঘ্ন, গতিশীল ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং ভোক্তাদের পছন্দের পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপর আলোকপাত করেন। ডিজিটালাইজেশন, উদ্ভাবন এবং টেকসইতার উপর ক্রমবর্ধমান জোরের মাধ্যমে রেলের বাজার অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির সুযোগগুলিও পরীক্ষা করা হয়েছিল। রেলের ভূমিকা বৃদ্ধি এবং মাল্টিমোডাল ইন্টিগ্রেশন প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর স্থাপন, রেলওয়ে অবকাঠামো উন্নত করার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ এবং এক লক্ষেরও বেশি নতুন ওয়াগন চালু করা। প্রথম অধিবেশনে সিমেন্ট লজিস্টিকসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেখানে ভবিষ্যতের প্রবণতা এবং ক্ষেত্রের উদ্ভাবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। CLO, Ultratech Cement, CLO, Adani Cement, এবং MD, CWC এর মতো কোম্পানির শিল্প নেতারা দক্ষ সিমেন্ট লজিস্টিকসে গুদামের অপরিহার্য ভূমিকা, সেইসাথে টেকসই সিমেন্ট লজিস্টিক অর্জন এবং সেক্টরের কার্বন পদচিহ্ন হ্রাস করার কৌশলগুলি অন্বেষণ করেছিলেন। ৬০০ MTPA এর বর্তমান ক্ষমতা এবং ৬৫ ক্ষমতায় পরিচালিত, সিমেন্ট সেক্টর উল্লেখযোগ্য সরকারি মূলধন ব্যয় দ্বারা চালিত বার্ষিক চাহিদা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত। রেল পরিবহনের অংশ বর্তমান ১০ থেকে ২৫ এ বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে বাল্ক সিমেন্ট পরিবহনে, ব্যয় দক্ষতা অর্জন এবং নির্গমন কমানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান নীতিগুলির সরলীকরণ, ভোক্তা পরামর্শ, LTTC চুক্তি গ্রহণ এবং ওয়াগন ডিজাইনের উন্নতি। অটোমোবাইল লজিস্টিকস বিষয়ক দ্বিতীয় অধিবেশনে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ কৌশল, টেকসই পরিবেশ-বান্ধব, প্রথম-মাইল এবং শেষ-মাইল সংযোগ এবং এই খাতে উদ্ভাবনী ওয়াগন ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করা হয়েছিল। আলোচনায় দশ বছরে অটোমোবাইল লজিস্টিকসে রেলের অংশ ক্রমশ ৫ থেকে ১০ বৃদ্ধি করা থেকে শুরু করে ডাবল স্ট্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরিকারী SUV-এর ক্রমবর্ধমান উচ্চতা সামঞ্জস্য করার জন্য ক্যারিয়ারের নতুন নকশা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ডেডিকেটেড অটো হাবগুলির প্রচার, কার্যকর লকিং এর মাধ্যমে কার্গো সুরক্ষা এবং NMG-এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ছিল আলোচিত সমাধানগুলির মধ্যে কয়েকটি। শেষ অধিবেশনটি কার্গো অ্যাগ্রিগেশন এবং BOG-এর উপর ভিত্তি করে ছিল। এটি ভারতীয় রেলওয়ের পণ্য বাস্কেট সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্গো অ্যাগ্রিগেশন কৌশলগুলির উপর আলোকপাত করেছিল। ২০২১-২২ সালের মালবাহী বাস্তুতন্ত্রে BOG শেয়ার ৪০ ছিল কিন্তু রেল সহগ মাত্র ৬ এ রূপান্তরিত হয়েছে যা ২০২৪-২৫ সালে মাত্র ৮ এ উন্নীত হয়েছে। অ্যামাজন ইন্ডিয়া, নেসলের শিল্প নেতৃবৃন্দ এবং লজিস্টিক বিশেষজ্ঞরা ট্রানজিট সময়ের নিশ্চয়তা, যুক্তিসঙ্গত হার এবং মাল্টিমোডাল লজিস্টিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অপারেশনের নির্ভরযোগ্যতার গুরুত্বের উপর আলোচনার নেতৃত্ব দেন যে একত্রিতকরণের সম্ভাবনা রয়েছে। পার্সেলের অনলাইন পেমেন্ট, পদ্ধতিগত কার্গো ফ্রেইট ব্যবস্থাপনা, গুদামজাতকরণ সুবিধা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রযুক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মাল্টিমোডাল ইন্টিগ্রেশন উন্নত করার জন্য বাইমোডাল প্রযুক্তির ধারণাটিও আলোচনা করা হয়েছিল। ইভেন্টটি লজিস্টিক দক্ষতা উন্নত করতে, কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করতে এবং বাল্ক এবং BOG পরিবহনে রেলের অংশীদারিত্ব উন্নত করতে নীতি সমন্বয়, অবকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাইজেশন এবং বেসরকারি খাতের সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে।

## ভট্টপাড়ায় ফের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএমে টাকা জালিয়াতি, দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৬ এপ্রিল ঃ ফের একই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম-এ টাকা জালিয়াতির ঘটনায় তীব্র চঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। শনিবার সকালে এই ঘটনায় উত্তর প্রদেশের কানপুরের বাসিন্দা দুই দুষ্কৃতীকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় জনতা। জানা যায়, ধৃত দুই দুষ্কৃতীর নাম যথাক্রমে আনন্দ পাল ও বিকাশ মিশ্র। দুজনেরই বাড়ি উত্তরপ্রদেশের কানপুর আনন্দ নগর এলাকায়।

সূত্রের খবর গত বুধবারের মতো ফের এদিন সকালে নবদ্বীপ ধাম স্টেশন সংলগ্ন ভট্টপাড়ায় ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএমে টাকা তুলতে গিয়ে জালিয়াতির শিকার হন একাধিক গ্রাহক। টাকা ডেবিড হয়ে গেলেও এটিএম মেশিন থেকে টাকা বাইরে না আসায় চিন্তিত হয়ে ওঠে একাধিক গ্রাহক। অভিযোগ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর গ্রাহকেরা এটিএম ছাড়তেই এটিএম কাউন্টারের বাইরে অপেক্ষারত দুষ্কৃতীরা অভিনব কৌশলে গ্রাহকদের আটকে যাওয়া টাকা হাতিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। অপরদিকে তিনদিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রায় প্রতিটি এটিএমে নজরদারির ব্যবস্থা করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। সেই মতো এই এটিএমে নজরদারি চালাচ্ছিল এক কেয়ারটেকার যুবক। দুষ্কৃতীদের গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় দুই দুষ্কৃতীকে আটকে স্থানীয়দের সাহায্য চায়। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে দুই দুষ্কৃতীকে ধরে উত্তম মধ্যম দিতে শুরু করে। পাশাপাশি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে টহলদারি একটি পুলিশ ভ্যান। পরে স্থানীয়দের সাহায্যে দুই দুষ্কৃতীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এটিএমে দায়িত্বে থাকা কেয়ারটেকার যুবক। উল্লেখ থাকে যে, গত বুধবার নবদ্বীপ শহরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একাধিক এটিএমে অভিনব কায়দায় গ্রাহকদের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে বেশকিছু দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় দুই দুষ্কৃতী পালিয়ে গেলেও ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের বাসিন্দা ভিকী চৌহান নামক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপরই নড়েচড়ে বসে ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কর্তৃপক্ষ,প্রায় প্রতিটি এটিএমে নজরদারি চালানোর জন্য নিয়োগ করা হয় একাধিক কর্মীকে। শিলিগুড়ির থেকে নবদ্বীপে বিশেষ কাজে আসা সুব্রত সরকার জানান, বৃহস্পতিবার স্ত্রীকে নিয়ে একটি বিশেষ কাজে নবদ্বীপে আসি। নবদ্বীপ স্টেশন এলাকায় একটি বেসরকারি লজে ভাড়া নিয়েছিলাম। সকালে ওই লজের পাশেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএমে যাই পাঁচ হাজার টাকা তুলতে। সুব্রতবাবুর অভিযোগ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নিলেও টাকা হাতে পাইনি। মেশিনে টাকা আটকে যাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পরেছিলাম। এটিএমের দায়িত্বে থাকা ইনচার্জের আশ্বাসে কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে বলে জানান সুব্রত সরকার। অপরদিকে এটিএমের দাযিত্বে থাকা ইনচার্জ রজত কুমার মন্ডল বলেন, গ্রাহকদের কোনও টাকায় মার যাবেনা। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নিজ নিজ শাখায় আবেদন করলেই ফেরত পাবেন তাদের টাকা।

## কৈলাস মানস সরোবর যাত্রাঃ বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য আবেদন উন্মুক্ত

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃ বিদেশ মন্ত্রক চলতি বছরের জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা ২০২৫ শুরু করতে চলেছে। লিপুলেখ পাস দিয়ে পাঁচটি এবং নাথু লা পাস দিয়ে দশটি ব্যাচ আযোজন করা হবে, প্রতিটি ব্যাচে ৫০ জন তীর্থযাত্রী থাকবেন। আবেদন উন্মুক্ত হয়েছে এবং সম্পূর্ণ আবেদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড। বিদেশ মন্ত্রক আযোজিত কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা এই বছরের জুন থেকে আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হবে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই বছর পাঁচটি ব্যাচ, প্রতিটি ব্যাচে ৫০ জন যাত্রী এবং ১০টি ব্যাচে ৫০ জন যাত্রী, যথাক্রমে উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ পাস অতিক্রম করে এবং সিকিম রাজ্যের নাথু লা পাস অতিক্রম করে ভ্রমণ করবে। এতে বলা হয়েছে, kmy.gov.in ওয়েবসাইটটি আবেদন গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে।

## নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক! রোগীদের পরিষেবা দিচ্ছেন গ্রুপ-ডি কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৬ এপ্রিল ঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভূমিকা অপরিসীম। স্থানীয় এলাকার মানুষেরা প্রথমেই নির্ভর করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপরে। বহু মানুষের বসবাস পুরুলিয়ার বরাবাজারের সিন্দ্রিতে। সিন্দ্রি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল অনেকে। টানা তিনটে বছর নানাবিধ কারণে বন্ধ হয়ে পড়েছিল এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এতে সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন বহু মানুষ। বারবার সমস্যার কথা জানানো হয়েছিল প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরে। এরপর গত বছর ৩ জানুয়ারি ২০২৪ সালে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পুনরায় ইন্ডোর পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু সেখানেও কয়েক মাস যেতে না যেতেই ফের অচলাবস্থা শুরু হয়েছে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের। রয়েছে যথাযথ রোগীর সংখ্যা, নেই চিকিৎসক। তাই চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন গ্রুপ ডি-র কর্মীরা। আর এতেই চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন অনেকে। তারা চাইছেন যেন পুনরায় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায়। গ্রুপ ডি-র এক কর্মচারী বলেন, তাঁদের কাজ হাসপাতালে সাফাই করা। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসক না থাকার কারণে কখনও কখনও তাদেরকে প্রেসার , সুগার মাপতে হয় রোগীদের দেখতে হয়। সেবিকাদের যখন যেরকম সাহায্য প্রয়োজন হয় তখন তারা সেই ভাবে তাদের সাহায্য করেন। বিএমওএইচ শুভাশিস মুদি বলেন, যে চিকিৎসক এই হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তবে এখনও পর্যন্ত বিকল্প কোনও ব্যবস্থা হয়নি। দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। রোগীরা যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। বেশি টাকা খরচ করে তাদের বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। এ সমস্যা যাতে দ্রুত সমাধান হয় সেই আশা করছেন তারা।

**নবীকরণ, মেরামত, সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনঃ মেরামতের কাজ**

**ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. ১৯ অফ ২০২৫ তারিখঃ ২৪-০৪-২০২৫।** নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-২৬-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থানঃ** নিউ গুয়াহাটি ডিজেল শেডে বিদ্যমান বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (মেকানিক্যাল) এবং আবাসীয় ভবনের নবীকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৯৮,৩৮,৪৪০.৪৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৯৬,৮০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই - ২৭-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থানঃ** পাণ্ডু এবং আমজঙ্গায়ঃ জল যোগান এবং পরিচালন প্রণালীর উন্নীতকরণের জন্যে ওয়াটারওয়ার্কস পরিসর, পাণ্ডুতে আবশ্যকীয় অন্যান্য সহযোগী কাজ সহিত পরিশোধন প্রকল্পের বিস্তৃত মেরামত, সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনঃনির্মাণ কাজ। ফিল্টার হাউস, ডব্লিউ ডব্লিউ কলোনি, পাণ্ডুর ফিল্টার বেড, ক্লিয়ারিফায়ার এবং ফ্লকোলেটরের মেরামত এবং মিডিয়ার প্রতিস্থাপন সহিত পুরোনো এবং নতুন ফিল্টারের ফিল্টার বেডের সাময়িক পুনঃ মেরামতের কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৬২,২৮,৪১১.১৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৩১,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-০৫-২০২৫** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবে-১৬-০৫-২০২৫** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মাণ্ডলিক অভিযন্তা/গুয়াহাটি

**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

## দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন, হাওড়া ও পাঁশকুড়া থেকে দু'টি লোকাল ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে বহু পুণ্যার্থী ভিড় জমাবেন। ভিড় এড়াতে দক্ষিণ পূর্ব রেল দিঘা পর্যন্ত দু'টি লোকাল ট্রেন চালাবে। শনিবার রেলের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমে জানান, আগামী ৪ মে পর্যন্ত চলবে ট্রেন দু'টি। যার একটি হাওড়া-দিঘা এবং অন্যটি পাঁশকুড়া- দিঘার মধ্যে চলবে। পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধায় রেলকে বিশেষ ট্রেন দিতে আবেদন করেছিল রাজ্য। এছাড়া হাওড়া থেকে দিঘার অন্য যে দু'টি ট্রেন কাণ্ডারি ও তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস রয়েছে তা যথারীতি চলবে। রেল সূত্রে খবর, ট্রেন দু'টি ইএমইউ হওয়ায় তা সব স্টেশনেই থামবে। প্রতিটি স্টেশন থেকেই যাত্রীরা চড়তে পারবেন। এমনকী দিঘা ছাড়া অন্য স্টেশনেও নামতে পারবেন তাঁরা। ভাড়া সাধারণ লোকাল ট্রেনের মতোই। আসন সংরক্ষণেরও প্রয়োজন হবে না বলেই রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

## হিমাচলের মান্ডিতে খাদে পড়ল গাড়ি, মর্মান্তিক মৃত্যু ৫ জনের

মান্ডি, ২৬ এপ্রিল ঃ হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি গাড়ি। শনিবার মান্ডি জেলার পান্ডোহ বাঁধের কাছে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আট মাস বয়সী একটি শিশু-সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। বাখলি সড়কে তাদের গাড়িটি রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। গাড়ির পাঁচজন আরোহীই ঘটনাস্থলেই মারা যান। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন দুনি চাঁদ (৩৫), তার স্ত্রী কান্তা দেবী (৩০), তাদের আট মাস বয়সী মেয়ে কিঞ্জল, সবাই তারাউর গ্রামের বাসিন্দা। এছাড়াও মারা গিয়েছেন মান্ডি জেলার নৌন গ্রামের বাসিন্দা দয়ালু রাম এবং নেপালের বাসিন্দা মীনা কুমারী।

## ৪৫ ঘণ্টা পর মিলল ২ কিশোরের দেহ, শোকের ছায়া এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ২৬ এপ্রিল ঃ প্রচন্ড গরমে জলাশয়ে স্নান করতে নেমে ছবি তোলার শখ পূরণের চেষ্টা! আর তাতেই ঘটে যায় বিপত্তি। রেল এলাকায় অবস্থিত অবৈধ একটি জলাশয়ে তলিয়ে যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর শহরের দুই কিশোর। বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে খড়গপুর শহরের ১৩ নং ওয়ার্ডের আরামবাটি এলাকায়। ওই দিন সন্ধ্যা থেকে টানা চলছিল উদ্ধার অভিযান। অবশেষে প্রায় ৪৫ ঘণ্টা পর উদ্ধার হল দেহ। শনিবার বেলা ১টা ৪৫ নাগাদ দমকল, সিভিল ডিফেন্স ও ডুবুরিদের মিলিত প্রচেষ্টায় দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তার আগে শনিবার সকাল থেকে ঘটনা ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন খড়গপুর শহরের আরামবাটি এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রেলের এলাকায় অবস্থিত ওই অবৈধ জলাশয়ে তলিয়ে যাওয়া দুই কিশোরের নাম আকাশ সিং চৌহান (১৭) ও সঞ্জীব রাও (১৯)। দু'জনেরই বাড়ি ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আরামবাটি সংলগ্ন নিমপুরা এলাকায়। আকাশ হিতকারণী হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে টানা উদ্ধার অভিযান চালানোর পরও অবশেষে উদ্ধার করা সম্ভব হযেছে দুই কিশোরের দেহ। দমকল, সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের সঙ্গেই নামানো হয় ডুবুরিদের। তাতেও দেহ উদ্ধার না হওয়ায় শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ওই জলাশয়ের জল বের করার কাজ শুরু করে পুলিশ-প্রশাসন। তবে, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এমনই অভিযোগ তুলে শনিবার সকাল থেকে আরামবাটি এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। তাঁদের ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এলাকাবাসীদের দাবি, ওই জায়গা রেলের। রেল ওখান থেকে মোরাম তোলার পর, সেখানে বিশাল খাদের সৃষ্টি হয়েছে আর। সেই খাদেই জল জমে তা গভীর জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। অথচ বৃহস্পতিবার থেকে এই বিষয়ে রেলের কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। এই নিয়েই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। শনিবার তাই আরামবাটি এলাকা দিয়ে যাওয়া রেলকর্মীদের গাড়ি আটকে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। রেলকর্মীদের উদ্ধার করতে এলে আরপিএফ-কে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে পথ অবরোধও করেন এলাকাবাসী। ঘটনা ঘিরে শনিবার দুপুরে তুমুল উত্তেজনা দেখা যায় আরামবাটি এলাকায়। অবশেষে বেলা দেড়টা নাগাদ দেহ উদ্ধার হওয়ায় নেমে আসে শোকের ছায়া। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক এবং স্থানীয় কাউন্সিলর নাগেশ রাও জানিয়েছেন, প্রায় ৪৫ ঘণ্টা পর দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পরিবারের তরফে দেহ শনাক্ত করার পর তা পাঠানো হবে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে।

## মালগাড়িতে থাকা তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ এপ্রিল ঃ মালগাড়িতে থাকা তেলের ট্যাঙ্কারে আচমকাই আগুনের ফুলকি! আরপিএফ ও দমকলের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি রোড ও রানিনগরের মাঝে। এই বিষয়ে আরপিএফ ইন্সপেক্টর বিপ্লব দত্ত বলেন, কীভাবে ওই মালগাড়ির তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন লাগল বোঝা যাচ্ছে না। তবে খবর পাওয়ার পরই আমরা অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসছিল না। এরই মধ্যে খবর পেয়ে দমকল বাহিনী চলে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত দেয়। বেশ কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। জলপাইগুড়ি ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ রামেশ্বর পাণ্ডে জানিয়েছেন, গিয়ে দেখি, তেলের ট্যাঙ্কারের ঢাকনা খোলা। আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছে। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে আমরা ওই আগুন নিভিয়েছি। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, মালগাড়িটি তেলের ট্যাঙ্কার নিয়ে এনজেপি থেকে অসমের দিকে যাচ্ছিল। এই বিষয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, প্রায় রাত ১.২০ মিনিট নাগাদ রানিনগর ছাড়ার পরই একটি জ্বালানির তেলের ট্যাঙ্কার বোঝাই মালগাড়িতে আগুন দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওই তেলের ট্যাঙ্কারটিকে মালগা।রি মূল ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। তারপরেই আগুন নেভানোর কাজে হাত দেওয়া হয়। ভোররাত ৩টে ১৫ মিনিট নাগাদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

## যোধপুরে রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন, ব্যাপক পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি

যোধপুর, ২৬ এপ্রিল ঃ রাজস্থানের যোধপুরে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি রাসায়নিক কারখানায়। শনিবার সকালে যোধপুরের বাসনি এলাকায় মারুধর ইন্ডাস্ট্রিজের হস্তশিল্প ও রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কাঠের তৈরি জিনিসপত্রের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র পুড়ে যায়। দমকলের দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দমকল অফিসার প্রশান্ত সিং চৌহান বলেন, আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছি, একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আমরা দেখতে পেয়েছি, আগুন বেশ তীব্র ছিল। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং আমরা আগুনের প্রায় অর্ধেক নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি। বাকি আগুন সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আমরা কাজ করছি।এডিসিপি সুনীল কে পানওয়ার বলেছেন, বাসনি শিল্পাঞ্চল এলাকায় একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগেছে। ৮-১০টি দমকল বাহিনীর গাড়ি মোতায়েন হয়েছে এবং পুলিশ যে কোনও ধরণের ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের ঘটনা এড়াতে এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

## উদ্ধার জাল নোট, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ এপ্রিল ঃ হাওড়ার শালিমারে উদ্ধার জাল নোট, গ্রেফতার ১। প্রচুর জাল নোট সহ ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে শালিমার জিআরপি। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ২ লাখ ৮০ হাজার জাল টাকা। জিআরপি সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদের মহারাজপুরের বাসিন্দা সৌমেন পাল নামের ওই যুবক নকল টাকা নিয়ে আসছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে শালিমার স্টেশনে পৌঁছান জিআরপি আধিকারিকরা। মুম্বইগামী ট্রেনে ওঠার সময় ওই যুবককে আটক করে পুলিশ। ব্যাগ থেকে পাওয়া যায় ওই বিপুল পরিমাণ জাল টাকা। তাঁকে গ্রেফতার করে শনিবার দুপুরে হাওড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

**ভারতীয় প্রৌদ্যোগিকী সংস্থান খড়্গপুর**

**INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR**

বিজ্ঞাপন নং : R/03/2025 তারিখ ১৬ এপ্রিল, ২০২৫

**ইনস্টিটিউট বিভিন্ন অ-শিক্ষক পদের (মেডিকেল ক্যাডার) জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করছে।**

শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং আপডেট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন ঃ

**http://www.iitkgp.ac.in/non-teaching-positions**

রেজিস্ট্রার

cbc21255/12/0001/2526

**লামডিং মণ্ডলে বহুমূখী ষ্টল সম্পদের জন্যে ই-নিলাম**

লামডিং মণ্ডলের ২০ টি বহুমূখী ষ্টল (এমপিএস) সম্পদের জন্যে ই-নিলাম। **শ্রেণীঃ** এমপিএস-মাল্টি পারপাস ষ্টলস। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

**অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. এমপিএস-এলএমজি-০২-২৫**

| এসইকিউ সংখ্যা | এলওটি সংখ্যা | বিবরণ |
|---|---|---|
| এএ/১ | এমপিএস-এলএমজি-এইচকেডি-এমপিএস-৩২-২৩-১ | হাইলাকান্দি রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |
| এএ/২ | এমপিএস-এলএমজি-এনএইচএলজি-এমপিএস-৮৭-২৫-১ | নিউ হাফলং রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |
| এএ/৩ | এমপিএস-এলএমজি-এলএমজি-এমপিএস-৬০-২৫-১ | লামডিং রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ৫ |
| এএ/৪ | এমপিএস-এলএমজি-জিএইচওয়াই-এমপিএস-৯০-২৫-১ | গুয়াহাটি রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২/৩ |
| এএ/৫ | এমপিএস-এলএমজি-এমবিজি-এমপিএস-৩৫-২৩-১ | মাইবাং রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |
| এএ/৬ | এমপিএস-এলএমজি-এনএইচএলজি-এমপিএস-৮৬-২৫-১ | নিউ হাফলং রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |
| এএ/৭ | এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-২১-২৩-১ | জুগীজান রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২ |
| এএ/৮ | এমপিএস-এলএমজি-এইচকেডি-এমপিএস-৩১-২৩-১ | হাইলাকান্দি রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |
| এএ/৯ | এমপিএস-এলএমজি-এনজিএএন-এমপিএস-৩৩-২৩-১ | নগাওঁ রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |
| এএ/১০ | এমপিএস-এলএমজি-জিএইচওয়াই-এমপিএস-৯৬-২৫-১ | গুয়াহাটি রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |
| এএ/১১ | এমপিএস-এলএমজি-জিএইচওয়াই-এমপিএস-৯১-২৫-১ | গুয়াহাটি রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ৪/৫ |
| এএ/১২ | এমপিএস-এলএমজি-এমএএনইউ-এমপিএস-৪০-২৩-১ | মানু রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ২ |
| এএ/১৩ | এমপিএস-এলএমজি-এলএমজি-এমপিএস-৯৩-২৫-১ | লামডিং রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ৪ |
| এএ/১৪ | এমপিএস-এলএমজি-কেডব্লিউএম-এমপিএস-১১-২৩-১ | কামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |
| এএ/১৫ | এমপিএস-এলএমজি-এলকেএ-এমপিএস-৪৭-২৪-১ | লংকা রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |
| এএ/১৬ | এমপিএস-এলএমজি-জেজিজেএন-এমপিএস-১৮-২৩-১ | জুগীজান রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |
| এএ/১৭ | এমপিএস-এলএমজি-এবিএচএ-এমপিএস-২৮-২৩-১ | আম্বাসা রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |
| এএ/১৮ | এমপিএস-এলএমজি-বিপিবি-এমপিএস-২৬-২৩-১ | বদরপুর রেল ষ্টেশনের চতুর্দিশের তথা পার্কিং এলাকা |
| এএ/১৯ | এমপিএস-এলএমজি-এসসিএল-এমপিএস-৯৫-২৫-১ | শিলচর রেল ষ্টেশনের এগজিকিউটিভ লাউঞ্জ এবং বুকিং কার্যালয় |
| এএ/২০ | এমপিএস-এলএমজি-জেএমকে-এমপিএস-১৫-২৩-১ | জমুনামুখ রেলওয়ে ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১ |

**নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-০৫-২০২৫** তারিখের **১০.০০** ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-০৫-২০২৫** তারিখের **১৩.৪০** ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেণ্ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, লামডিং

**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

# খাওয়া দাওয়া

## বাড়িতে বানাতে পারেন ওরিও কুকিজ আইসক্রিম

উপকরণঃ হুইপড ক্রিম ১ কাপ, ১টি ডিমের সাদা অংশ, ওরিও কুকিজ ৬টি, কনডেন্সড মিল্ক ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, আইসিং সুগার ৩ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ একটি পাত্রে হুইপড ক্রিম বিট করে নিন। এতে ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে ভালোভাবে বিট করে নিন। এতে একে একে বাকি সব উপকরণ দিয়ে আলতোভাবে মেশাতে থাকুন। সবকিছু ভালোভাবে মিশে মোলায়েম অবস্থায় এলে পুরো মিশ্রণ একটি বাক্সে নিয়ে ৮-১০ ঘণ্টা ডিপ ফ্রিজে রাখুন। জমে এলে এরপর পরিবেশন করুন।

## খেজুর দিয়ে আইসক্রিম বানিয়েছেন কখনো

উপকরণঃ হুইপড ক্রিম ১ কাপ, ১টি ডিমের সাদা অংশ, খেজুরকুঁচি ২ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ, কনডেন্সড মিল্ক ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, আইসিং সুগার ৩ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ একটি পাত্রে হুইপড ক্রিম বিট করে নিন। এতে ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে ভালোভাবে বিট করে নিন। এবার এতে একে একে বাকি সব উপকরণ দিয়ে আলতোভাবে মেশাতে থাকুন। সবকিছু ভালোভাবে মিশে মোলায়েম হয়ে এলে পুরো মিশ্রণ একটি বাক্সে নিয়ে ৮-১০ ঘণ্টা ডিপ ফ্রিজে রাখুন। জমে এলে এরপর পরিবেশন করুন।

## লেবু কমলার আইসক্রিম

উপকরণঃ হুইপড ক্রিম ১ কাপ, ১টি ডিমের সাদা অংশ, কমলাকুঁচি ১ কাপ, লেবুর রস ২ চা-চামচ, লেবুর খোসাকুঁচি আধা চা-চামচ, কনডেন্সড মিল্ক ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, আইসিং সুগার ৩ টেবিল চামচ, অরেঞ্জ এসেন্স ১ চা-চামচ, কমলা রঙের খাওয়ার রং আধা চা-চামচ।

প্রণালিঃ একটি পাত্রে হুইপড ক্রিম বিট করে নিন। তাতে ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে ভালোভাবে বিট করুন। একে একে বাকি সব উপকরণ দিয়ে আলতোভাবে মেশাতে থাকুন। সবকিছু ভালোভাবে মিশে মোলায়েম অবস্থায় এলে পুরো মিশ্রণ একটি বাক্সে নিয়ে ৮-১০ ঘণ্টা ডিপ ফ্রিজে রাখুন। জমে এলে পরিবেশন করুন।

## ঝিঙে পোস্তর রেসিপি

উপকরণঃ ঝিঙে ১ কেজি, আলু ২টি, কাঁচা মরিচ ১০-১২টি, পোস্ত ২ টেবিল চামচ, সাদা সরিষা ১ টেবিল চামচ, কোরানো নারকেল পরিমাণমতো, চিনি ২ চা-চামচ, সরিষার তেল আধা কাপ, লবণ পরিমাণমতো, হলুদ পরিমাণমতো, কালিজিরা ১ চা-চামচ।

প্রণালিঃ ঝিঙে ফালি করে টুকরো করুন। আলু কেটে নিন। কাঁচা মরিচসহ সরিষা বেটে নিন। দুই টেবিল চামচ পরিমাণ নারকেল বেটে নিন। পোস্তদানা বেটে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে কালিজিরা, কাঁচা মরিচ ফোড়ন দিন। আলুর টুকরো কড়াইয়ে ছেড়ে সামান্য লবণ, হলুদ দিয়ে লাল করে ভেজে তার মধ্যে ঝিঙে ছেড়ে দিয়ে আবার ভাজুন। ঝিঙে থেকে বের হওয়া জল না শুকানো পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। এবার ২ চা-চামচ চিনি ও পরিমাণমতো লবণ দিন। তারপর আগে থেকে বেটে রাখা নারকেল কড়াইয়ে ছেড়ে দিয়ে নাড়ুন। এবার আগুনের আঁচ কমিয়ে ৩-৪ মিনিট কড়াইটা ঢেকে রাখুন। ৩-৪ মিনিট পর চেরা কাঁচা মরিচ, ২ টেবিল চামচ সরিষার তেল ছড়িয়ে আগুন নিভিয়ে দিয়ে আবার পাত্রটি ঢেকে রাখুন। ৫ মিনিট সময় দিয়ে এবার নারকেল কোরা ও কাঁচা মরিচ দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন ঝিঙে পোস্ত।

# রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত

ওয়াশিংটন, ২৬ এপ্রিলঃ তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলমান ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনার জন্য আজ শুক্রবার রাশিয়ায় গেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় এই যুদ্ধ বন্ধের তৎপরতা এরই মধ্যে বেশ অগ্রগতি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। গত জানুয়ারিতে ক্ষমতায় বসার পর থেকে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প। ইতিমধ্যে পুতিনের সঙ্গে দীর্ঘ তিনটি বৈঠক করেছেন স্টিভ উইটকফ। তাঁর চলতি সফরের আগে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত হন। ওই হামলার সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছিলেন, 'ভ্লাদিমির, থামুন!' যদিও যুদ্ধ বন্ধের আলোচনায় বড় অগ্রগতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এ ছাড়া বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেছেন, 'আগামী কয়েক দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। এখন বিভিন্ন বৈঠক চলছে। আমরা একটি চুক্তি করতে যাচ্ছি। আমি মনে করি, আমরা খুবই কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি।' ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে আগ্রহের কথা জানিয়েছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভও। বৃহস্পতিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। তবে এখনো সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো আরও পরিমার্জন করা প্রয়োজন। আমরা সেগুলো নিয়ে কাজ করছি।' উইটকফের রাশিয়া সফর প্রসঙ্গে লাভরভ বলেন, আলোচনা সঠিক পথে এগোচ্ছে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা চলমান থাকবে। আর ট্রাম্পকে নিয়ে তাঁর ভাষ্য'যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র নেতা, যিনি এই পরিস্থিতির মূল কারণটি সমাধানের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।'

'শান্তির জন্য ছাড় দেওয়া লাগতে পারে'

একটি শান্তিচুক্তির জন্য রাশিয়া ছাড়াও ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনা করছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল। তবে এমন একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে ইউক্রেনকে কিছু ছাড় দেওয়া লাগতে পারে বলে মনে করেন কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিৎচকো। এক সাক্ষাৎকারে তিনি শান্তির জন্য নিজেদের ভূখণ্ড রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলেছেন তিনি। ভিতালি ক্লিৎচকো বলেন, একটি পরিস্থিতি হলো (নিজেদের) ভূখণ্ড (রাশিয়ার কাছে) ছেড়ে দেওয়া। এটি ন্যায্য নয়। তবে শান্তির জন্য, সাময়িক শান্তির জন্য এটি একটি সমাধান হতে পারে। তিনি বলেন, শান্তি অর্জনের জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে 'বেদনাদায়ক সমাধান' মেনে নিতে হতে পারে। যদিও ইউক্রেনের জনগণ কখনো রাশিয়ার দখলদারি মেনে নেবে না। এদিকে কিয়েভে রাশিয়ার হামলার পর বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকা সফর সংক্ষিপ্ত করে ইউক্রেনে ফিরে এসেছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। একটি পূর্ণ ও শর্তহীন চুক্তি করতে কিয়েভের পশ্চিমা মিত্র পুতিনের ওপর যথেষ্ট চাপ দিচ্ছেন কি নাসে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। যুদ্ধ বন্ধে রাজি না হলে মস্কোর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার যে হুঁশিয়ারি ট্রাম্প দিয়েছিলেন, সেদিকে ইঙ্গিত করে জেলেনস্কি বলেন, 'রাশিয়ার ওপর শক্তিশালী চাপ বা দেশটির বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে এমন কিছু দেখছি না আমি।'

মস্কোয় রুশ সামরিক কর্মকর্তা নিহত মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফের সফরের দিনই আজ মস্কোয় গাড়িবোমা বিস্ফোরণে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর একজন প্রবীণ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। রাজধানীর বালাশিখা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে রুশ সংবাদমাধ্যম মাশ অ্যান্ড শট। ওই কর্মকর্তার নাম ইয়ারোস্লাভ মোসকালিক। তিনি রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফের 'মেইন অপারেশনস ডাইরেক্টরেটের' উপপ্রধান ছিলেন। রয়টার্স তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করতে পারেনি। ওই কর্মকর্তার পরিচয় বা কী ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা জানায়নি রুশ সশস্ত্র বাহিনীও।

তবে রাশিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বরাতে দেশটির সংবাদমাধ্যম বাজা জানিয়েছে, একটি গাড়িতে বোমা স্থাপন করা ছিল। ওই সেনা কর্মকর্তা যখন গাড়িটির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন দূর থেকে ওই বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

এর আগে বুধবার রাত ও বৃহস্পতিবার ভোরে ইউক্রেন লক্ষ্য করে অন্তত ৭০টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ১৪৫টি ড্রোন হামলা চালায় রাশিয়া। এই হামলার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল কিয়েভ। ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় জরুরি সেবা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই হামলায় কিয়েভের এসভিয়াতোশিনস্কি এলাকায় অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন। তবে রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা শুধু ইউক্রেনের প্রতিরক্ষাসংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলোয় হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে ছিল 'রকেটের জ্বালানি ও বারুদ' তৈরির কারখানাও। এক সাক্ষাৎকারে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেছেন, 'আমরা শুধু সামরিক লক্ষ্যবস্তু বা সামরিক বাহিনীর ব্যবহার করা বেসামরিক স্থাপনাগুলোয় হামলা চালিয়েছি।'

# গুপ্তহত্যার শিকার হচ্ছেন রুশ সামরিক কর্মকর্তারা

মস্কো, ২৬ এপ্রিলঃ রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় শুক্রবার একটি গাড়িতে বিস্ফোরণে দেশটির ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা ইয়ারোস্লাভ মোসকালিক নিহত হয়েছেন। মস্কো প্রশাসনিক অঞ্চলের বালাশিখা শহরে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত ইয়ারোস্লাভ মোসকালিক রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফের প্রধান অপারেশন ডিরেক্টরেটের উপপ্রধান ছিলেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে হামলা শুরুর পর থেকে মস্কোয় বা রাশিয়ার অন্যান্য শহরে দেশটির সামরিক কর্মকর্তাদের নিশানা করে হামলার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব ইউক্রেনের একটি রুশপন্থী আধা সামরিক গোষ্ঠীর নেতা আরমেন সারগসিয়ান উত্তর-পশ্চিম মস্কোর একটি আবাসিক ভবনের প্রবেশপথে বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলেন। পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। সেই হামলার দায় কেউ স্বীকার করেনি। ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর রুশ জেনারেল ইগর কিরিলোভ মস্কোয় নিজের অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের বাইরে একটি বৈদ্যুতিক স্কুটারে পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে মারা যান। তিনি রাশিয়ার রেডিয়েশন, কেমিক্যাল ও জৈবিক সুরক্ষাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। ইউক্রেনের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা এসবিইউ ওই হামলার দায় স্বীকার করেছিল। তখন তারা বলেছিল, মস্কোর একটি আবাসিক ব্লকের বাইরে এক ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তার হত্যার পেছনে তাদের হাত ছিল। এর কিছুদিন আগে মস্কোর কাছাকাছি এক জঙ্গলে দেশটির শীর্ষস্থানীয় ক্ষেপণাস্ত্রবিজ্ঞানী মিখাইল শাটস্কিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়াপন্থী ইউক্রেনের সাবেক এমপি ইলিয়া কিভাকে মস্কোর বাইরে একটি পার্কে গুলি করে হত্যা করা হয়। ওই বছরের এপ্রিলে সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি ক্যাফেতে এক অনুষ্ঠানে রুশপন্থী যুদ্ধব্লগার ভ্লাদলেন তাতারস্কি বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। অনুষ্ঠানে তাঁকে একটি ছোট ভাস্কর্য উপহার দেওয়া হয়েছিল।

সেখানেই বোমা লুকানো ছিল। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মস্কো বা রাশিয়ার অন্যান্য স্থানে যেসব গুপ্তহত্যা হয়েছে, নীতিগত কারণে ইউক্রেন সেগুলোর দায় স্বীকার করে না। তবে সেসব হামলার সঙ্গে তাদের স্বার্থ যে জড়িত, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

# চাঁদ থেকে আনা বিরল পাথর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভাগ করবে চীন

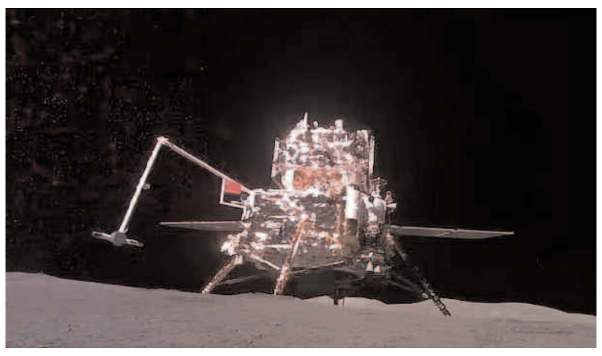

বেজিং, ২৬ এপ্রিলঃ ছয় দেশের বিজ্ঞানীদের চাঁদ থেকে আনা বিরল পাথর পরীক্ষার সুযোগ দেবে চীন, ওই দেশগুলোর একটি যুক্তরাষ্ট্র। চীন এমন এক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, যখন সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ চরম রূপ নিয়েছে। ২০২০ সালে চীনের নভোযান চ্যাংই-৫ চাঁদের ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু পাথর নিয়ে আসে। বৃহস্পতিবার চীনা ন্যাশনাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সিএনএসএ) বলেছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার তহবিলে পরিচালিত দুটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানকে ওই পাথর পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছে। স্থানীয় একটি গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সিএনএসএর প্রধান শান জংদা বলেছেন, পাথরের ওই নমুনা মানবজাতির মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার মতো সম্পদ। সিএনএসএ যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের সুযোগ দিলেও চীনা বিজ্ঞানীরা নাসার সংগ্রহ করা চাঁদের নমুনা দেখার অনুমতি পান না। যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতারা নাসার ওপর চীনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছেন। ২০১১ সালের আইন অনুযায়ী, নাসা চীন বা চীনা কোনো কোম্পানির সঙ্গে কোনো ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক গড়তে পারবে না, এ ধরনের কিছু করতে হলে কংগ্রেসের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। এ বিষয়ে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্য স্পেস পলিসি ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক জন লগসডন বিবিসিকে বলেছেন, চাঁদের পাথর বিনিময়ের সর্বশেষ ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক খুবই সামান্য। এর সামরিক গুরুত্বই নেই। আদর্শগতভাবে এটি বিজ্ঞানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর চীনা পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ১৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে চীন।

# গাজায় ২ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল

গাজা, ২৬ এপ্রিলঃ গাজায় ভোর পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলের হামলায় ৬০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গাজার উত্তরের জাবালিয়ায় হামলায় একই পরিবারের ১২ জন সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি সিভিল ডিফেন্স ও চিকিৎসকেরা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে এবং কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতায় এ বছরের জানুয়ারিতে গাজায় একটি যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। ওই যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে পড়ার পর গত ১৮ মার্চ থেকে গাজায় নতুন করে নৃশংস ও নির্বিচার হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। গাজায় নতুন করে ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও প্রায় ৫ হাজার ২০০ জন। যুদ্ধবিরতির পর নতুন করে হামলায় ইসরায়েল অধিক শক্তিশালী বোমা ব্যবহার করছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলেছেন, এ কারণে গাজায় যুদ্ধবিরতির আগের তুলনায় বেশি মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। উপত্যকাটিতে এখন যুদ্ধবিরতির আগের তুলনায় চার গুণ বেশি সাধারণ ফিলিস্তিনি নিহত হচ্ছেন। ইসরায়েলি বাহিনী ইচ্ছা করেই গাজায় হামলা চালাতে অধিক শক্তিশালী বোমার ব্যবহার করেছে বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলেছেন, ইসরায়েল খুব সম্ভবত ইচ্ছা করে গাজায় সর্বোচ্চ মৃত্যু ও ধ্বংস নিশ্চিত করতে চাইছে।

# সৌদি আরবকে এক বিশাল অস্ত্রের চালান যুক্তরাষ্ট্র দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে

সৌদি আরবকে ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) ডলারের বেশি মূল্যের এক বিশাল অস্ত্রের চালান যুক্তরাষ্ট্র দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আগামী মাসে দেশটিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফরকালে ঘোষণা করা হতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে জানাশোনা আছে, এমন ছয়টি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। রিয়াদের সঙ্গে পূর্বসূরি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি সইয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর ট্রাম্প প্রশাসন সৌদি আরবের জন্য এই প্যাকেজের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ইসরায়েলের সঙ্গে দেশটির সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী এক সমঝোতার অংশ হিসেবে চুক্তি সইয়ের ওই চেষ্টা চালিয়েছিল বাইডেন প্রশাসন। বাইডেন প্রশাসন চীন থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেনা বন্ধ ও বিনিয়োগ সীমিত করার বিনিময়ে সৌদি আরবকে আরও উন্নত ধরনের মার্কিন অস্ত্র দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। এখন ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাবে এসব শর্ত অন্তর্ভুক্ত আছে কি না, তা জানতে পারেনি রয়টার্স। এ বিষয়ে মন্তব্য করার অনুরোধ জানালে হোয়াইট হাউস ও সৌদি আরব সরকারের কেউ তাৎক্ষণিকভাবে তাতে সাড়া দেয়নি।এক মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বের অধীন বর্তমানে সৌদি আরবের সঙ্গে আমাদের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিকতর মজবুত। এই অংশীদারির সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা বজায় রাখা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে আছে। তাদের প্রতিরক্ষা চাহিদা মেটাতে আমরা কাজ করে যাব।'মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম দফার মেয়াদেও ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে সৌদি আরবে অস্ত্র বিক্রিকে উৎসাহিত করেছিলেন। দুই মার্কিন সূত্র বলেছে, সৌদি আরবকে একগুচ্ছ অত্যাধুনিক অস্ত্রের চালান দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিন করপোরেশন (এলএমটি.এন)। চালানের মধ্যে সি-১৩০ পরিবহন উড়োজাহাজও রয়েছে। একটি সূত্র বলেছে, লকহিড দেশটিকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ও রাডারও দিতে পারে। আগে রেথিওন টেকনোলজি নামে পরিচিত আরটিএক্স করপোরেশনও (আরটিএক্স.এন) ওই অস্ত্রের প্যাকেজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চারটি সূত্র বলেছে, সৌদি আরবকে অস্ত্র সরবরাহ করবে বৃহৎ আরও কয়েকটি মার্কিন প্রতিরক্ষা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান, যেমন বোয়িং করপোরেশন (বিএ.এন), নরথ্রপ গ্রুম্যান করপোরেশন (এনওসি.এন) ও জেনারেল অটোমিক্স। স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় এসব সূত্রের কোনোটি তাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করতে রাজি হয়নি। এ বিষয়ে আরটিএক্স, নরথ্রপ ও জেনারেল অটোমিক্স কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। বোয়িংও মন্তব্য করার অনুরোধে তাৎক্ষণিকভবে সাড়া দেয়নি। তবে লকহিড মার্টিনের একজন মুখপাত্র বলেছেন, বৈদেশিক পর্যায়ে সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রের বিক্রি দুই দেশের সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়। সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রি নিয়ে প্রশ্নের জবাব মার্কিন সরকারই ভালো দিতে পারবে। মার্কিন অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাবের কতটুকু নতুন, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারেনি রয়টার্স। দুটি সূত্র বলেছে, চুক্তির অনেক বিষয় আগেই আলোচনায় ছিল, যেমন সৌদি আরব জেনারেল অটোমিক্সের ড্রোন সম্পর্কে সেই ২০১৮ সালে প্রথম তথ্য জানতে চায়।

# ঘটনায় জড়িয়ে পড়া নাবালকদের গোপনীয়তার সওয়াল বিশেষজ্ঞের

কলকাতা, ২৬ এপ্রিলঃ ''নিহত বিতান চৌধুরীর ৩ বছরের শিশু সন্তানকে নিয়ে যে আচার আচরন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ করে চলেছেন তা শুধু দোষের নয় আইন বিরুদ্ধ। শনিবার এই মন্তব্য করলেন শিশু অধিকার বিশেষজ্ঞ সত্যগোপাল দে। তাঁর মতে, নির্দিষ্ট একটি ঘটনায় নয়, কোনও ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়া প্রতিটি নাবালক ও শিশুদের পর্যাপ্ত গোপনীয়তা দরকার। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, ''এরকম পরিস্থিতিতে শিশুটির সবার আগে দরকার 'ট্রমা ম্যানেজমেন্ট'। একান্তে তার বিশ্বস্ত জনের কাছে থাকতে দেওয়া, ভালবাসা ও আদরের নামে তাকে বিব্রত করা নয়। তিনি বলেন, ''পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী আক্রমনে দেশ জুড়ে উঠেছে সোচ্চার, এই সোচ্চারে গলা মিলিয়ে আমিও বলতে চাই সন্ত্রাসবাদ নিপাত যাক, খতম করা হোক সব সন্ত্রাসীদের এবং সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে। কিন্তু তিন দশকের বেশি শিশুদের নিয়ে কাজ করার সুবাদে শিশুটির বিষয় আমাকে বিব্রত করেছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কী করনীয় তা ইউনাইটেড নেশনস চাইল্ড রাইটস কনভেনশন ১৯৮৯ সালের অনুচ্ছেদ ২৫ এ বলা আছে। তাতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রকে শিশুটির রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব শিশুটির সর্বোত্তম স্বার্থ অন্যায়ী করতে হবে। মনে রাখতে হবে এই আন্তর্জাতিক আইনটিকে ভারত সরকার মান্যতা দিয়েছে ১৯৯২ সালে। সত্যগোপালবাবু মনে করিয়ে দেন, ''জুভিনাইল জাস্টিস কেয়ার আন্ড প্রটেকশন আক্ট ২০১৫ -এর ৭৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী, আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত কোনও শিশুর অথবা যার পরিচর্যা ও সুরক্ষার প্রয়োজন, অথবা যে অপরাধের শিকার বা সাক্ষী, তার নাম, ঠিকানা, স্কুল বা অন্য কোনও পরিচয় প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। শিশুর ছবি প্রকাশও নিষিদ্ধ। তবে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে, তদন্তকারী বোর্ড বা শিশু কল্যাণ সমিতি লিখিতভাবে কারণ দর্শিয়ে অনুমতি প্রদান করতে পারে। এটি লঙ্ঘিত হলে শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

# কৈলাসহরে সংবিধান বাঁচাও কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির

কৈলাসহর , ২৬ এপ্রিল ঃ শনিবার ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে অনুষ্ঠিত হল কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৈঠক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তার সঙ্গে ছিলেন কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, পিসিসি সদস্য রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, জেলা ও ব্লক কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। বৈঠকের সূচনায়, কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বৈঠকে দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি সংবিধান বাঁচাও কর্মসূচির গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বৈঠকে জানিয়ে দেন, আগামী ২৯ এপ্রিল আগরতলায় অনুষ্ঠেয় কংগ্রেসের সংবিধান বাঁচাও সমাবেশে ঊনকোটি জেলা থেকে ব্যাপক সংখ্যায় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দলের কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানান। জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ বদরুজ্জামান প্রদেশ সভাপতিকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ''প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশ মোতাবেক আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলব এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা নেব।

# জিবি হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

আগরতলা, ২৬ এপ্রিলঃ চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ আগরতলায় জিবি হাসপাতালে। মৃতার নাম পূজা দাস। বয়স তেইশ বছর। শনিবার সকালে পূজা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন পরিবারের লোকজনের চোখের সামনেই। মেয়ের মৃত্যুর জন্য হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন বাবা সুদীপ দাস। তিনি জানিয়েছে, প্রায় তিন বছর ধরে পূজা অসুস্থ। প্রতি মাসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হয়। রক্ত দিতে হয় তার দেহে। প্রতিবারের মতো শনিবারও তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রথমে একটি ব্যাথার ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর পূজার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। বিষয়টি দেখে হাসপাতালে উপস্থিত স্বাস্থ্যকর্মীদের জনান পূজার বাবা সুদীপ দাস। কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীরা সাথে সাথেই খবর দেন সার্জারির চিকিৎসককে। দীর্ঘ সময় পরও সার্জারির চিকিৎসক আসেননি। বাবা সহ পরিবারের লোকজনের সামনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন পূজা দাস। এই ঘটনার পর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেন সুদীপ দাস। তিনি বলেন, যদি সঠিক সময়ে চিকিৎসক আসতেন তাহলে হয়তো পূজাকে বাঁচানো যেত। যুবতী মেয়ের মৃত্যুতে পরিবারের লোকজন হাসপাতালেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পূজার বাড়ি আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ আবাসনে। বাবা পেশায় অটো চালক। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ মেয়েকে চিকিৎসা করিয়ে যাচ্ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতেও নাকি তিনি গিয়েছিলেন মেয়ের চিকিৎসার ব্যাপারে সহায়তার জন্য। এদিকে, এই ঘটনার বিষয়ে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে জানিয়েছেন তিনি বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নেবেন। যদি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কোন গাফিলতি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# হিন্দু সমাজের নিজের ধর্মের মূল্যবোধ বোঝা উচিত ঃ মোহন ভাগবত

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিলঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) প্রধান ডঃ মোহন ভাগবত বলেন যে, হিন্দু সমাজ আগে হিন্দু ধর্মকে সঠিকভাবে অনুধাবন করুক। হিন্দু ম্যানিফেস্টো নামে একটি বইয়ের উদ্বোধনের সময় তিনি বলেন যে, রাজার কর্তব্যই হলো সমাজ এবং নাগরিকদের রক্ষা করা। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা ভবিষ্যতের দিশা খুঁজছে। একমাত্র ভারতই তাদের এই পথ দেখাতে পারে, তবে তার আগে ভারতকে পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে একটি সক্ষম ও শক্তিশালী ভারত হিসেবে দাঁড়াতে হবে। আইআইটি খড়গপুরের স্নাতক এবং সন্ন্যাসী স্বামী বিজ্ঞানানন্দের গবেষণা ভিত্তিক এবং সময়োপযোগী বই দ্য হিন্দু ম্যানিফেস্টোর প্রশংসা করে ডঃ মোহন ভাগবত বলেন যে, এই বইটি ভবিষ্যতের জন্য একটি পথ তৈরি করবে এবং এটি হিন্দু ধর্মের বৌদ্ধিক ও এর বৈশ্বিক দৃষ্টি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে কাজ করবে। ডঃ মোহন ভাগবত বলেন যে, সময়ের প্রয়োজনেই সনাতন হিন্দু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। তিনি আরও বলেন, এটা সত্য যে আমরা কখনও কাউকে আক্রমণ করিনি এবং আমাদের অহিংসার ভাবনা হলো মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন করার জন্য। কিন্তু কেউ যদি তার চিন্তাধারা পরিবর্তন না করে, তখন তাকে শাস্তি দেওয়াও ধর্ম।

# হাওড়া পুরসভায় জল সরবরাহের সময়সীমার পরিবর্তন

হাওড়া, ২৬ এপ্রিলঃ হাওড়া পুরসভায় জল সরবরাহের সময়সীমার পরিবর্তন করা হলো। এক বিজ্ঞপ্তি মারফত হাওড়া পৌরনিগমের ১ থেকে ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের সকল বাসিন্দাদের জানানো হয়েছে যে, গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়াতে জলের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে আগামী ১মে বৃহস্পতিবার থেকে পানীয় জল সরবরাহের সময়সীমা পরিবর্তিত করা হবে। নতুন সময়সীমা, সকাল ৬টা থেকে ৮টা, দুপুরে ১টা থেকে ২.৩০ মিনিট এবং সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট থেকে রাত ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত।

**Name Change**

I FARAJ ALI MANDAL (OLD NAME) S/O ABDULRASID MANDAL RESIDENT OF VILL PURBA HARINDANGA P.O. CHUPRIA P.S HANSKHALI DIST NADIA DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FARAJALI MONDAL TO FAROJALI MONDAL AND HENCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS FAROJALI MONDAL IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO SL-NO 6030 SWORN BEFORE THE JUDICIAL MAGISTRATE RANAGHAT COURT ON 3-4-2025. FARAJALI MONDAL AND FAROJALI MONDAL BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I SAHID MANDAL MY FATHER OLD NAME NASIR MONDAL S/o LT AMIR HOSSEN MONDAL RESIDENT OF VILL ULASHI PASCHIM PARA PO+PS HANSKHALI DIST NADIA DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY FATHER NAME NASIR MONDAL TO NASIR ALI MONDAL AND HANCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS NASIR ALI MONDAL IN ALL PURPOSE, VIDE AFFIDAVIT SL-NO-5996 DATE 3-4-25 SWORN BEFORE THE JUDICIAL MAGISTRATE RANAGHAT COURT MY FATHER NASIR MONDAL AND NASIR ALI MONDAL BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

# লেভেল ক্রসিং গেটে সিসিটিভি নজরদারির মাধ্যমে যাত্রী সুরক্ষা বৃদ্ধি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৬ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং বাধাহীনভাবে ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে হাই-রেজোলিউশন সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে লেভেল ক্রসিং (এলসি) গেটে নজরদারি শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। লেভেল ক্রসিং-এ ট্রেন চলাচলে আসন্ন বিপদ দূর করার জন্য, গুরুত্বপূর্ণ ডিভিশনের ২৮টি এলসি গেটে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৪টি, লামডিং ডিভিশনে ১৭টি এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে ৭টি রয়েছে। এর ফলে রেলওয়ের কর্মীদের ব্যক্তিগতভাবে গেট অপারেশন করতে এবং যানবাহনের অননুমোদিত প্রবেশ বা বাধার মতো সম্ভাব্য বিপদ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। এই পদক্ষেপ মানবিক ত্রুটি কম করা, ক্রসিং-এ দুর্ঘটনা কম করা এবং সুরক্ষিত, বাধাহীন ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ব্যাপক কৌশলের একটি অংশ। গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে সিসিটিভি কভারেজ দ্বারা সতর্কতা বৃদ্ধি পায়, জরুরীকালীন প্রতিক্রিয়া দ্রুতভাবে করা যায় এবং ডেটা চালিত সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। অতিরিক্তভাবে, কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, লামডিং এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) পোস্টগুলিতে ৯টি ইন্টারনেট প্রোটোকল ভিত্তিক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, দূরবর্তী সিগন্যালিং স্থানে নজরদারি শক্তিশালী করার জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের হাসিমারা-কালচিনি সেকশনে আইবিএস (ইন্টারমিডিয়েট ব্লক সিগন্যালিং) হাট্ স-এ ৬টি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার সমস্ত ডিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে ইন্টারলকিং সিস্টেম প্রয়োগ করেছে, যার ফলে এটি নিশ্চিত করা যায় যে গেটগুলি ট্রেন চলাচলের সাথে সম্পূর্ণরূপে সুসংগত হয়। এই ব্যবস্থা ব্যারিয়ারকে কাছে আসা ট্রেনের সাথে সরাসরি সমন্বয়ে কাজ করার অনুমতি প্রদান করে, ফলে সুগম এবং নিরাপদ ক্রসিং-এর নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। এই প্রযুক্তিকে একীকৃত করার মাধ্যমে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অপারেশনাল সুরক্ষা ব্যবস্থাকে অনুকূল করে তোলে এবং যাত্রী ও ট্র্যাক ব্যবহারকারী উভয়ের জন্যই উন্নত সুরক্ষা প্রদান করে। এছাড়াও, কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, লামডিং এবং তিনসুকিয়ায় লেভেল ক্রসিং গেটে ২১ টি স্লাইডিং বুম ব্যারিয়ার চালু করা হয়েছে, যা সুরক্ষার অতিরিক্ত স্তর প্রদান করে। আরও, পরিকাঠামো উন্নত করতে এবং নিরাপদ ক্রসিং নিশ্চিত করতে লামডিং ডিভিশনে ১৫ টি লেভেল ক্রসিং গেটে বাবারাইজড সারফেসিং চালু করা হচ্ছে। এই উন্নয়নের ফলে গাড়ির স্কিডিঙের ঝুঁকি কমিয়ে যাবে এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য নিরাপদ, মসৃণ এবং দক্ষ ক্রসিং নিশ্চিত করবে এবং সামগ্রিক রোড ট্রাফিক উন্নত হবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জীবন রক্ষায় এবং অপারেশনাল সুরক্ষার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পদক্ষেপ পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ, সুরক্ষা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং সমস্ত যাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ, বাধাহীন এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উৎসর্গিত প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।

## এক জোড়া নাবালিকার বিয়ে রুখলো এক্সেস টু জাস্টিস ফর চিল্ড্রেন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৬ এপ্রিল ঃ ১৫ বছরের দুই কিশোরীর জোড়া বিয়ে বন্ধ করলো এক্সেস টু জাস্টিস ফর চিল্ড্রেন (এলমার্স্ট ইনস্টিটিউট অফ কমিউনিটি স্টাডিস) সহ প্রশাসন। পাঁড়ুই থানার অন্তর্গত বেলপাতা এবং ব।াল গ্রামের ১৫ বছর বয়সি দুই নাবালিকার বিয়ের ব্যবস্থা করে দুই পরিবার। গোপনসূত্রে অভিযোগ আসে এক্সেস টু জাস্টিস ফর চিল্ড্রেন ও পাঁরুই থানায়। সঙ্গে সঙ্গে পাঁড়ুই থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ওই দুই নাবালিকার বাড়িতে যায় এক্সেস টু জাস্টিস ফর চিল্ড্রেনের প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ সহ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। বিয়ের সব প্রস্তুতি চলছে, প্যান্ডেল বাঁধা আছে, রান্না ও খাওয়া দাওয়া চলছে, বাড়িতে প্রচুর আত্মীয় স্বজনরা ভিড় করে আছে আাবার বিয়ে করার জন্য পাত্র পক্ষও এসে উপস্থিত। এক্সেস টু জাস্টিস ফর চিল্ড্রেন এর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ কন্যাদ্বয়ের পরিবারকে জানান আইন অমান্য করে বিয়ে দিলে প্রশাসন কঠোর ব্যাবস্থা নেবে। ওই দুই নাবালিকাই দশম শ্রেনীর ছাত্রী। মেয়ে দুটির যাতে বিয়ে না দেয় সে বিষয়ে লিখিত অঙ্গীকার পত্র নেওয়া হয় তাদের অভিভাবকদের কাছে। মেয়ে দুটি যাতে নিয়মিত স্কুলে যায় সে বিষয়ে নাবালিকা দুটি ও তাদের পরিবারকে বোঝানো হয়। অন্যদিকে, বিয়ে করতে আসা সেই ছেলে দুটি যার একজনের বাড়ি নানুর থানার অন্তর্গত মনিগ্রাম অপরজনের বাড়ি পাঁড়ুই থানার অন্তর্গত সোদপুর গ্রামে, তাদের উভয়কেই সতর্ক করা হয় প্রশাসনের তরফে। এক্সেস টু জাস্টিস ফর চিল্ড্রেন এর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ জানান নিয়ম মাফিক বিয়ে দুইটি বন্ধ করা হয়েছে, এর পর ওই নাবালিকা দুটি যাতে নিয়মিত স্কুলে যায় সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে।

## বিতর্কিত এবং বেফাঁস মন্তব্য তৃণমূল নেত্রী মর্জিনার! নিন্দার ঝড় জেলা জুড়ে, তৃণমূল নির্লজ্জ খোঁচা বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ এপ্রিল ঃ পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা নিয়ে যখন শোকে এবং ক্ষোভে ফুঁসছে সারা

ভারতবর্ষ। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সর্বদলীয় বৈঠকে যখন প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছে। যখন স্পষ্ট শান্ত কাশ্মীরকে অশান্ত করতে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন পাকিস্তানের সরকার এবং সেনাবাহিনীর সাহায্যে এই ঘৃণ্য কর্ম করেছে। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। তখন ভারতের মাটিতেই বেফাঁস এবং বিতর্কিত মন্তব্য তৃণমূল নেত্রীর। কালভার্ট উদ্বোধন করতে গিয়ে তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য তথা ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন বলেন ওয়াকফ থেকে ইস্যু ঘুরাতে এই হামলা বিজেপির পরিকল্পিত। জঙ্গিদের মদত এবং আশ্রয়দাতা বিজেপি। তাই সেখানে সেনা ছিল না। সামনে বিহার ভোট তাই বিজেপি সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি করছে। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের মানকিবাড়ি গ্রাম। ওই গ্রামে ক্যানেলের উপর ছিল বাঁশের সাঁকো। যাতায়াত করতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তো এলাকার মানুষ। দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কালভার্টের। মালদা জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত ১০ লক্ষ টাকায় কালভার্ট নির্মাণ হয়। এদিন কালভার্ট শিলান্যাস করতে আসেন জেলা পরিষদ সদস্য তথা ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন। সেখান থেকেই এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি। যে জঙ্গি হামলায় সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত পাকিস্তান। অ্যাকশন শুরু করেছে ভারতীয় সেনা। সেখানে এই ধরনের মন্তব্য আসতে নিন্দার ঝড় উঠেছে জেলা জুড়ে। জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদু।রি দাবি তৃণমূল নির্লজ্জ। এই মুহূর্তে এই ধরনের মন্তব্য যারা করছে তাদের তদন্তের আওতায় আনা উচিত। যদিও সংবাদ মাধ্যমের সামনে মর্জিনার দাবি তিনি যা বলেছেন ঠিক বলেছেন।

## উত্তরবঙ্গে শুরু রেড পান্ডার ডিএনএ-ভিত্তিক গণনা!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ এপ্রিল ঃ উত্তরবঙ্গে রয়েছে বিপন্ন প্রজাতির রেড পান্ডা। কিন্তু ক'টি রয়েছে? সেই গণনাই শুরু হবে বিশেষ পদ্ধতিতে। কীভাবে হবে এই গণনা হবে জানেন? নেওড়া ভ্যালি ও সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে বিশেষ পদ্ধতিতে শুরু হচ্ছে রেড পান্ডার গণনা। দার্জিলিং ও

কালিম্পংয়ের সবুজে মোড়া দুই বিখ্যাত জাতীয় উদ্যান-নেওড়া ভ্যালি ও সিঙ্গালিলা-খুব শীঘ্রই সাক্ষী হতে চলেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সংক্রান্ত উদ্যোগের। দুর্লভ ও বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী রেড পান্ডার সঠিক সংখ্যা জানার লক্ষ্যে এবার আধুনিক পদ্ধতিতে শুরু হচ্ছে গণনার কাজ। উত্তরবঙ্গের কনজারভেটর অফ ফরেস্ট জানিয়েছেন, পূর্বের সাধারণ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়, দুই উদ্যানে প্রায় ৩৭-৩৮টি রেড পান্ডা বিচরণ করে। কিন্তু এবার সেই অনুমান ছাড়িয়ে আরও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের একাধিক বিশেষজ্ঞ সংস্থার সহায়তায় ডিএনএ-ভিত্তিক পদ্ধতিতে এই গণনা করা হবে। এতে শুধু রেড পান্ডার সংখ্যা নির্ধারণই নয়, তাদের স্বাস্থ্য ও বাস্তুতন্ত্রের অবস্থাও স্পষ্টভাবে জানা যাবে। উল্লেখ্য, নেওড়া ভ্যালি ও সিঙ্গালিলা-পূর্ব ভারতের জৈব বৈচিত্র্যের অন্যতম ভাণ্ডার। ১৬০০ থেকে ২৭০০ মিটার উচ্চতার এই অঞ্চল বন, হিমালয়ান ফ্লোরা ও ফনার জন্য বিখ্যাত। রেড পান্ডার মতো সংবেদনশীল প্রজাতির টিকে থাকার জন্য এই বনভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্যোগ শুধু বন দফতরের নয়, পরিবেশপ্রেমীদের কাছেও এক বড় আশার আলো। সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে রেড পান্ডার সংরক্ষণের কৌশল আরও বাস্তবমুখী ও কার্যকর হবে, এমনটাই আশা সকলের। কারণ, প্রকৃতির এক ছোট্ট প্রতিনিধি রেড পান্ডা। রেড পান্ডাকে টিকিয়ে রাখাই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার এক বড় পদক্ষেপ।

## কোন্নগরে শকুন্তলা কালীমায়ের ১৩৬ তম পূজো উপলক্ষ্যে ভক্তদের ঢল প্রশাসনের কড়া ব্যবস্থা

বনস্পতি দে, কোন্নগর, ২৬ এপ্রিল ঃ ব্যাপক সংখ্যক মানুষের ভিড় সামাল দিতে প্রথম থেকেই তৈরি ছিল প্রশাসন ও মন্দির কর্তৃপক্ষ। প্রথম থেকেই গোটা এলাকা মুড়ে ফেলা হয় সিসিটিভিতে। আগের দিন রাত ১২টা থেকে শুরু হয় হুগলির কোন্নগরের শকুন্তলা কালীপুজোর জল ঢালা পর্ব। যেখানে কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থীরা গঙ্গা থেকে স্নান করে, সোজা পৌঁছে যান মায়ের বেদীতে জল ঢালতে। সারা রাত ধরে চলে এই জল ঢালা পর্ব। কয়েকশো পুলিশ কর্মী সহ প্রায় সাড়ে ৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয় এই কাজে। কেন না প্রশাসন এবং মন্দির কমিটির মূল লক্ষ্য ছিল, যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো। কালীপুজোর জল ঢালা পর্ব শুরু হওয়ার আগে থেকেই মন্দির সংলগ্ন এলাকাকে সাজিয়ে তোলা হয় উৎসবের মেজাজে। কেননা শুধুমাত্র হুগলি জেলা নয়, জেলার বাইরের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সংখ্যক মানুষ আসেন এই পুজো উপলক্ষ্যে। একদিকে যেমন নৈহাটির বড়মার মাহাত্ম্য রয়েছে ঠিক তেমনই হুগলিতে মাহাত্ম্য রয়েছে শকুন্তলা কালীমায়ের। প্রত্যেক বছরের মত এই বছরও কয়েক লক্ষ মানুষ মায়ের বেদীতে পূর্ণ অর্জনের জন্য জল ঢালতে আসেন। গঙ্গাস্নান করে মোট তিনটি রুটে তারা পৌঁছান মায়ের বেদীতে জল ঢালার জন্য। কোন্নগরে ১৩৬ বছরের প্রাচীন জাগ্রত মা শকুন্তলা কালীর সারারাত্রি ব্যাপী পূজো হাজার হাজার ভক্তদের ঢল। জানা গেল আজ থেকে অনেক বছর আগে ব্রিটিশ আমলে এই পুজোর প্রচলন হয় এখন যেখানে শকুন্তলা মায়ের কালীবাড়ি তখন সেখানে জঙ্গল ছিল সেই সময় প্রায় সন্ধ্যের সময় হবে এক ব্রাহ্মণ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তিনি দূর থেকে দেখতে পান এক অল্পবয়সী সুন্দরী কন্যা স্নান সেরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তা ব্রাহ্মণ একটু কাছে যাওয়ার পর চোখের পলকে সেই কন্যা অদৃশ্য হয়ে যায় রাতে ব্রাহ্মণ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন পান যে স্বয়ং মা কালী তাকে ওই স্থানে মায়ের পুজো করার আদেশ দিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ চিন্তায় পড়লেন কি করবেন কিন্তু মায়ের কৃপায় সেখানে আশেপাশে জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি কুঁড়েঘর করলেন মায়ের পুজোর জন্য সেখানেই মা পূজিত হতে লাগলেন আস্তে আস্তে মন্দির হল। আরও জানা যায় ওইখানে উঁচু গাছ ছিল সেখানে নাকি শকুন বসতো সেই থেকে মায়ের নাম হয় মা শকুন্তলা যেটুকু জানা গেছে সেইভাবে চলে আসছে পুজো আসতে আসতে লোক বসতি বেড়ে গেল মায়ের মন্দিরও ভালোভাবে হয়ে গেল। ভক্তরা শুক্রবার সারারাত ধরে মায়ের বেদিতে জল ঢালেন । এই জল ঢালা চলে শনিবার দুপুর একটা পর্যন্ত দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এখানে আসেন মায়ের পূজো দেন। মায়ের বেদীতে জল ঢালেন যাদের মানত করা আছে তারা দন্ডী কাটেন । এই পুজো উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন । বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষ শনিবারে এবার মায়ের পুজো পড়েছে। শনিবার দুপুরে মায়ের প্রতিমা মন্দিরে নিয়ে আয় আসা হয়। সন্ধ্যে থেকে হবে

পুজো, দুপুর থেকে ভক্তদের ঢল পড়তে শুরু করেছে সন্ধ্যা থেকে রাত যত গড়াবে তত হাজার হাজার ভক্ত মন্দিরে চলে আসবে এই পুজোর বিশেষত্ব জানা গেল পাঁঠাবলি হবে। পুজো শেষ হওয়ার পর একদম উষালগ্নে মায়ের গমন। সারা বছর মন্দিরে বেদীতে ঘট পুজো হয়। এই প্রসঙ্গে কোন্নগর মা শকুন্তলা কালীর মায়ের পুজো কমিটির সম্পাদক জানালেন আমাদের এখানে মায়ের এই পুজো বহু প্রাচীন তা এবার ১৩৬ বছরে পড়ল। মাকে দুপুরে নিয়ে আসা হয় সন্ধ্যা থেকে পুজো শুরু হয়। তারপর ঊষা লগ্নে মায়ের গমন । প্রচুর ভক্তরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে নানা জেলা থেকে আসে ভক্তরা তারা পুজো দেয় মায়ের বেদীতে জল ঢালেন অনেকে দন্ডি কাটেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে প্রচুর, প্রচুর পুলিশ দেওয়া হয় থাকছে অনেক সিসি ক্যামেরা মহিলা পুলিশ ও আছে, প্রচুর ভিড় হবে। এছাড়া আমরা গরিবদের জন্য স্কুল করেছি। ওষুধপত্র দেওয়া হয় ও নানা সমাজসেবামূলক কাজ হয়। আগামী দিনে আরো ভালো কাজ করার চেষ্টা করব আমরা সবার সহযোগিতা চাই। এই উপলক্ষ্যে এখানে ১০-১২ দিন ধরে মেলা বসে প্রায় লাখ খানেক ভক্তের সমাগম। কোন্নগর পৌরসভার তরফে পৌরকর্মীরাও রাত জেগে পরিষেবা প্রদান করেন পুণ্যার্থীদের। পুরসভার তরফ থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্সও মজুত রাখা হয়েছিল। সব মিলিয়ে উৎসবের মধ্যে যাতে কোনরকম সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য সব দিক দিয়ে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার বেষ্টনি তৈরি করেছিল প্রশাসন ও পূজা উদ্যোক্তারা দুইয়ে মিলে।

## বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত্যু আশাকর্মীর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৬ এপ্রিল ঃ অন্ডালের বক্তারনগর এলাকায় বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক আশাকর্মীর। মৃতার নাম কাজলী সাধু (৪২), তিনি মদনপুর পঞ্চায়েতের পলাশবন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে কাজ শেষে স্বামী ও ছেলের সঙ্গে স্কুটিতে বাড়ি ফিরছিলেন কাজলী দেবী। বক্তারনগরের কাছে একটি বালি বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটিতে ধাক্কা মারে। স্কুটি থেকে ছিটকে পড়ে স্বামী ও ছেলে রক্ষা পেলেও, কাজলী দেবী লরির চাকায় পিষ্ট হন। দীর্ঘক্ষণ অ্যাম্বুলেন্স বা কোনও গাড়ি না পাওয়ায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার পর উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান। পরে অন্ডাল থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ও মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

## ডাম্পারের ধাক্কায় মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৬ এপ্রিল ঃ মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে যাওয়ার পথে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। শনিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে দুর্গাপুরের বাঁকুড়া মোড়ে। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম শম্পা টিকাইত (৩৪)। তিনি বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাঁটির বাসিন্দা হলেও স্বামীর কর্মসূত্রে দুর্গাপুরের রায়ডাঙ্গায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। শম্পাদেবীর মেয়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। শনিবার দুপুরে স্কুটিতে করে মেয়েকে আনতে যাচ্ছিলেন শম্পাদেবী। বাঁকুড়া মোড়ে পৌঁছালে ওভারব্রিজ থেকে আসা একটি বেপরোয়া ডাম্পার তাঁর স্কুটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। চালক ও খালাসি পলাতক। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শম্পাদেবীকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ ডাম্পারটি আটক করেছে এবং চালক-খালাসির সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে।

## অটোয় আগুন, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২৬ এপ্রিল ঃ রাতের অন্ধকারে এক ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে তাঁর অটোতে আচমকাই আগুন লাগিয়ে দেয় অন্য অটো চালকরা। ঘটনায় অভিযুক্ত ৩ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ২ জনকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতের ঘটনা। ক্যানিংয়ের দক্ষিণ কুলতলির বাসিন্দা আবু সিদ্দিক মোল্লার অটোতে আগুন লাগানো হয়। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল সুবিদ আলি লস্কর, সুবিদ আলি মোল্লা ও ফিরোজ মোল্লার বিরুদ্ধে। এক সঙ্গে মদ্যপান করে এসে আবু সিদ্দিকের বাড়িতে ঢুকে তাঁর অটোতে আগুন লাগিয়ে পালানোর সময় স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে যায় ফিরোজ। স্থানীয়রাই অটোর আগুন নেভান। ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে এসে ফিরোজকে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুবিদ আলি মোল্লাকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

## শেষ পর্যন্ত দে পরিবারের সেই নাবালকের ঠাঁই হলো হোমে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ প্রায় ৯ সপ্তাহ টানাপোড়েনের পর অস্থায়ী থাকার জায়গা বরাদ্দ হল দে পরিবারের সেই নাবালকের জন্য। সূত্রের খবর, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির (সিডব্লিউসি) পরামর্শে সেখানে তাকে রাখা হল। প্রণয়, প্রসূণ দুই ভাই, তাদের বধূ রোমি ও সুদেষ্ণা, রোমির কন্যা এবং প্রণয়ের ১২ বছরের নাবালক-পুত্র। সুখের ওই সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। ভয়ঙ্কর সেই ঘটনা ৯ সপ্তাহ আগেই ছিল প্রথম পৃষ্ঠার খবর। কোটি কোটি টাকা দেনা, ভবিষ্যতের অনাগত আশঙ্কার কথা ভেবে ট্যাঙড়ার সম্পন্ন দে পরিবারের দুই ভাই এবং বধূরা নাকি সপরিবারে আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনার পর বিষমেশানো পায়েসও কার্যকরী হলো না। অগত্যা হত্যা! নাবালককে নিয়ে উদভ্রান্ত দুই ভাই বেড়িয়ে পড়লেন গাড়ি নিয়ে। ১৮ ফেব্রুয়ারি শেষ রাতে অভিষিক্তা মোড়ের কাছে মেট্রোর ৭ নম্বর পিলারে সেটি ধাক্কা দেয়। ওই গাড়িতেই ছিল সেই নাবালক, তার বাবা ও কাকার সঙ্গে। আগের দিন সকালেই সে বড় ধাক্কা খায়। দেখে, তার কাকা প্রসূন তার হাতের শিরা কাটার চেষ্টা করছেন। যদিও বেঁচে যায়। দুর্ঘটনার পর ক'দিন ওই নাবালক কাটায় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তার কথা কাগজে পড়লেও ৯ সপ্তাহেই ভুলে যায় প্রায় সবাই। কোথায় ওকে রাখা হবে, তা নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা নাকি ওর দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন। তদন্তকারীদের একাংশের বক্তব্য, ওই নাবালকের মানসিকভাবে কিছুটা থিতু হওয়া দরকার। উচ্চবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বালকটির ভবিষ্যত নিয়ে দেখা দিয়েছে বড় প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত সিডব্লিউসি-র তরফে কালিকাপুরের একটি হোমে তাকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অবশেষে শনিবার বিকেলে এনআরএস হাসপাতালের নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, নিরাপত্তারক্ষীদের বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল ট্যাংরা পরিবারের নাবালক।

## পানীয় জল নিয়ে আগাম ব্যবস্থা রাজ্যের

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ গরমের শুরুতেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জলস্তর নামতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় যাতে কোথাও পানীয় জলের সংকট তৈরি না হয় সেজন্য আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। জঙ্গলমহল সহ বেশ কিছু জেলার জেলাশাসকদের এই মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। মানষের কাছে পানীয় জল পৌঁছতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জল স্বপ্ন প্রকল্প। সেই প্রকল্পের কাজকেও ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। যে সমস্ত অঞ্চলে মাটির তলার জলস্তর নামতে শুরু করেছে ওইসব অঞ্চলের নামের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যে সব অঞ্চলে সমস্যা তৈরি হয়েছে বা হতে পারে সেখানে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের সহায়তায় অতিরিক্ত পানীয় জলের ট্যাঙ্ক পাঠাতে বলা হয়েছে। জেলাশাসকদের আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত কল যেখানে যেখানে খারাপ হয়ে গিয়েছে পঞ্চায়েত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং নগরোন্নয়ন দফতরের সহায়তায় তা দ্রুত মেরামত করতে হবে।

## উদ্ধার বিরল প্রজাতির কচ্ছপ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ এপ্রিল ঃ হাওড়ার লিলুয়া থানার তৎপরতায়

উদ্ধার হলো বেশ কিছু বিরল প্রজাতির কচ্ছপ, গ্রেফতার এক পাচারকারী। লিলুয়া স্টেশন রোডে শনিবার দুপুরে ওই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, এক ব্যক্তি একটি ব্যাগে ও বস্তায় ভরে ওই কচ্ছপ নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লিলুয়া থানার পুলিশ লিলুয়া স্টেশন রোডে তাঁকে কচ্ছপ সমেত আটক করে। জীবন্ত অবস্থায় কচ্ছপগুলি পরে হাওড়া বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। লিলুয়া থানা সূত্রে জানা গেছে, পাচারকারী ওই ব্যক্তিকে লিলুয়া থানার পুলিশ পরে গ্রেফতার করে। তাঁর সঙ্গে থাকা একটি ব্যাগ ও বস্তা থেকে মোট ৩৪ পিস জীবন্ত কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়। এগুলি বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

## হাওড়ার নিকাশি ব্যবস্থার জন্য ৯ কোটি বরাদ্দ

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার হাওড়া পুর নিগম এলাকার নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কারের জন্যে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই অর্থে নিকাশী সংস্কার ছাড়াও নতুন দশটি পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হবে বলে পুর ও নগরউন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। টিকিয়াপাড়া ও বেলগাছিয়ায় একটি করে, শিবপুর ও উত্তর হাওড়ায় তিনটি করে পাম্পিং স্টেশন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য হাওড়া পুরসভা এলাকার জমা জল দ্রুত সরানোর জন্যে বর্তমানে ৯ট পাম্পিং স্টেশন রয়েছে।

## মদের আসরে যুবকের গলায় কোপ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা যোগীপাড়া এলাকায় জন্মদিনে নিমন্ত্রন করে ডেকে মদের আসরে এক যুবককে গলায় কোপ দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো। গুরুতর আহত অবস্থায় কালনা মহকুমা হসপিটালে চিকিৎসাধীন আহত যুবক অমরেশ্বর দে। শুক্রবার গভীর রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় স্থানীয় এলাকায়। জানা গেছে, ব্যবসায়িক কারণে পাপাই ঘোষের থেকে বেশ কিছু টাকা ধার নিয়েছিল আক্রান্ত যুবক অমরেশ্বর। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল সে টাকা ফিরত দিতে পারছিল না। গতকাল পাপাই তার নিজের জন্মদিনে তাকে নিমন্ত্রন করে, মদের আসর বসায়। তার বাবা এবং স্ত্রীর সহযোগিতায় তার গলায় কোপ মেরে তাকে খুনের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। কোন রকমে নিজেকে প্রাণে বাঁচিয়ে টোটো করে এসে কালনা হসপিটালে ভর্তি হয় আক্রান্ত এই যুবক। যদিও বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্তদের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর আহত যুবক শনিবার কালনা মহকুমা হসপিটালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কালনা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্তের পরিবার।

## আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৪

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ এপ্রিল ঃ রাজ্য সড়কে ডাকাতির উদ্দেশ্য জড়ো হওয়া দুষ্কৃতিদের পাকড়াও করল বর্ধমান থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ চার দুষ্কৃতি কে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হল শেখ মিরাজ, রাজা ভূইয়া, বিজয় ভৌমিক এবং সুদীপ দাস। এদের মধ্যে প্রথম তিনজন বর্ধমান শহরের বাসিন্দা হলেও সুদীপ দাস আসানসোলের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ওয়ান সর্টার পিস্তল, একটি গুলি, একটি ধারালো চপার, লাইলন দড়ি ও লাঠি। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান-তালিত রোড সংলগ্ন এলাকায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে শনিবার বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। বিচারক ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর আসে শুক্রবার রাতে বর্ধমান-তালিত এন.এইচ-২বি রোড সংলগ্ন বীরপুর রেল লাইনের কাছে জঙ্গলে জনা দশেক দুষ্কৃতি জড়ো হয়েছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশের বিশেষ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দলটি কে ধরতে গেলে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বাকিরা চম্পট দিলেও চারজন কে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালালে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র, দড়ি সহ ধারাল চপার। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেছে যে, তারা ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা গা।তিতে ডাকাতি চালায়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, ধৃতের বিরুদ্ধে বর্ধমান সহ অন্যান্য থানায় ডাকাতি ও অস্ত্র আইনে মামলা রয়েছে। তদন্তে পুলিশ।


### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল তাপস ঘোষ পিতা শ্রী জগবন্ধু ঘোষ, সাকিম- পাঁচড়া, পোষ্ট-পাঁচড়াহাট, থানা-খয়রাশোল, জেলা- বীরভূম গত ইংরাজীর ১৬।০১।২০২৫ তারিখে দুবরাজপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৪৮/ ২০২৫ নং কোবলা দলিল মূলে মৌজা-পাঁচড়া, জে এল নং-১৫১, হাল খতিয়ান নং-২৩০, ৩৬৯, ৫১৮, এল আর দাগ নং-১৪২৪, রকম-বাইদ, ষোল আনায় বিক্রিত পরিমান ২৫ শতক এবং মৌজা-বিভারপুর, জে এল নং-১৬১, হাল খতিয়ান নং-৫৫, ৮৯, ১১৮, এল আর দাগ নং-৩৯৭, রকম- জোল, ষোল আনায় ১৭৯ শতক মধ্যে ০.৩৩৩৩ অংশে ৬০ শতক তন্মধ্যে বিক্রিত পরিমান ৫০ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।
উক্ত উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, চপল কুমার ব্যানার্জ্জী পিতা- ঁখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ইংরাজীর ৩০।০৮।২০২৪ তারিখে দুবরাজপুর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৫৭১ / ২০২৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রীমতী শীলা চ্যাটার্জ্জী ও শ্রীমতী জলি গাঙ্গুলী এর নিকট হইতে আমমোক্তার লইয়া এবং ০৮ /০৭/২০২৪ তারিখে হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া সিঙ্গাপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮৫৩২ / ২৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নীল চ্যাটার্জ্জী এর নিকট হইতে আমমোক্তার লইয়া গত ইংরাজীর ১৬।০১।২০২৫ তারিখে আমার মক্কেল তাপস ঘোষ কে ৫৪৮ / ২০২৫ নং রেজিষ্টীকৃত কোবলা দলিল করিয়া দেন। এক্ষনে আমার মক্কেলের নাম পত্তনের আবেদনের পরিপেক্ষিতে দাতার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট খয়রাশোল B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাইবেন, নচেৎ আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে।
ইতি- Utpal Mondal, Advocate
Dubrajpur Court, Birbhum
M-9434945744

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল অনন্ত মন্ডল পিতা শ্রী কেবল মন্ডল, সাকিম-পাঁচড়া, পোষ্ট-পাঁচড়াহাট, থানা-খয়রাশোল, জেলা-বীরভূম গত ইংরাজীর ১৬।০১।২০২৫ তারিখে দুবরাজপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৫০/ ২০২৫ নং কোবলা দলিল মূলে মৌজা-পাঁচড়া, জে এল নং-১৫১, হাল খতিয়ান নং-২৩০, ৩৮৮, ৫১৮, এল আর দাগ নং- ১৪৯৪, রকম-বাইদ, ১, ষোল আনায় ২৮ শতক মধ্যে বিক্রিত পরিমান ২৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।
উক্ত উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, চপল কুমার ব্যানার্জ্জী পিতা ঁখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ইংরাজীর ৩০।০৮।২০২৪ তারিখে দুবরাজপুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৫৭১/২০২৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রীমতী শীলা চ্যাটার্জ্জী ও শ্রীমতী জলি গাঙ্গুলী এর নিকট হইতে আমমোক্তার লইয়া এবং ০৮।০৭।২০২৪ তারিখে হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া সিঙ্গাপুর অফিসে রেজিষ্টীকৃত ৮৫৩২/ ২৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নীলা চ্যাটার্জী এর নিকট হইতে আমমোক্তার লইয়া গত ইংরাজীর ১৬।০১।২০২৫ তারিখে আমার মক্কেল অনন্ত মন্ডলকে ৫৫০/ ২০২৫ নং রেজিষ্টীকৃত কোবলা দলিল করিয়া দেন। এক্ষনে আমার মক্কেলের নাম পত্তনের আবেদনের পরিপেক্ষিতে দাতার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট খয়রাশোল B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাইবেন, নচেৎ আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে।
ইতি- Utpal Mondal, Advocate
Dubrajpur Court, Birbhum
M-9434945744

### লামডিং ডিভিশনে জরুরী সুরক্ষার কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৩৩ অফ ২০২৫, তারিখ: ২৪-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/।/লামডিং -এর এখতিয়ারাধীন দুইবছরের জন্য ভাঙনপ্রবণ এলাকায় জরুরি সুরক্ষার কাজ এবং বোল্ডার আনস্ক্রিনড শিঙলের মৌসুমি রিজার্ভ স্টকের সরবরাহের পুনরুদ্ধার। টেন্ডার মূল্য: ৪,৫৮,৮৩,২৭৪.৭০/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৭৯,৪০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২০-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২১-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল প্রবীর মুখোপাধ্যায় পিতা স্বর্গীয় নিখিল মুখোপাধ্যায়, সাকিম-পাঁচড়া, পোষ্ট-পাঁচড়াহাট, থানা- খয়রাশোল, জেলা-বীরভূম গত ইংরাজীর ১৬।০১।২০২৫ তারিখে দুবরাজপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৪৭ / ২০২৫ নং কোবলা দলিল মূলে মৌজা-পাঁচড়া, জে এল নং-১৫১, হাল খতিয়ান নং- ২৩০, ৩৬৯, ৫১৮, এল আর দাগ নং-১৩৬৫, রকম- ভিটি, ষোল আনায় ৩০ শতক মধ্যে বিক্রিত পরিমান ৪.৯৫ শতক বা ২১৬০ বর্গফুট বা ০৩ কাঠা মায় তদস্থিত ৪২ বৎসরের পুরাতন ২৫০ বর্গফুটের সিমেন্টের মেঝেযুক্ত পাকা বাড়ি, মায় বারান্দা, আঙ্গিনাদী ও উপর ছাদ সহ সম্পত্তি খরিদ করিয়া নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।
উক্ত উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, চপল কুমার ব্যানার্জ্জী মহাশয় পিতা ঁখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ইংরাজীর ৩০।০৮।২০২৪ তারিখে দুবরাজপুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৫৭১/ ২০২৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রীমতী শীলা চ্যাটার্জ্জী ও শ্রীমতী জলি গাঙ্গুলী এর নিকট হইতে আমমোক্তার লইয়া এবং ০৮/ ০৭/ ২০২৪ তারিখে হাই কমিশন অব ইন্ডিয়া সিঙ্গাপুর অফিসে রেজিষ্টীকৃত ৮৫৩২/ ২৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নীলা চ্যাটার্জী এর নিকট হইতে আমমোক্তার লইয়া গত ইংরাজীর ১৬।০১।২০২৫ তারিখে আমার মক্কেল প্রবীর মুখোপাধ্যায় কে ৫৪৭/ ২০২৫ নং রেজিষ্টীকৃত কোবলা দলিল করিয়া দেন। এক্ষনে আমার মক্কেলের নাম পত্তনের আবেদনের পরিপেক্ষিতে দাতার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট খয়রাশোল B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাইবেন, নচেৎ আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে।
ইতি- Utpal Mondal, Advocate
Dubrajpur Court, Birbhum
M-9434945744

### বিজ্ঞপ্তি

ক) আমার মক্কেল কৃষ্ণ দত্ত ০৫১৩০৫০২৫ / ২০২৩, ০৫১৩০৪৮৫৫ /২০২৩ হাওড়া-২ রেজিস্ট্রকৃত আমমোক্তার হইতে ৫.৬৬ শতক জমি ক্রয় করেন দাতা- অমর গোবিন্দ দেব ওরফে অমর দে, সুনীল দে মৌজা- ডোমজুড়-(৩৩), ১৭৪, ৫৬৬৮ হাল খতিয়ানে, ২১২৬, ২১২৭, ২১২১, ২১১৬, ২১১৮ হাল দাগে সম্পত্তি খরিদ করিয়া উক্ত জমির মিউটেশনের করানোর জন্য Domjur BL & LRO অফিসে আবেদন করিয়াছেন।
(খ) আমার মক্কেল পায়েল শিবনাথ সামন্ত- ১৭৫০৪ /২০২৩, ১৪।০৯।২০২৩ ৭ নং সাব-রেজিস্ট্র থানে মুম্বাই রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার হইতে ১৬.০০ শতক জমি ক্রয় করেন দাতা-খাঁদুরাম আশ ওরফে শ্যামল কুমার আশ মৌজা-ডোমজুড়-(৩৩), ১৩০০,৯৯৩৪ হাল খতিয়ানে, ২১২৬, ২১২৭, ২১২১,২১২২, ২১১৬, ২১১৮ হাল দাগে সম্পত্তি খরিদ করিয়া উক্ত জমির মিউটেশনের করানোর জন্য Domjur BL & LRO অফিসে আবেদন করিয়াছেন।
(গ) আমার মক্কেল হেমন্ত মেঘনাথ আশ ১৬৩৬৩, ১৫৯৭৩ /২০২৩ সাব-রেজিস্ট্র কল্যান-৩ মুম্বাই (মহারাষ্ট্র) রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার হইতে ১০ শতক জমি ক্রয় করেন। দাতা-জগপতি সূর্যকুমার আশ, প্রশান্তসূর্য আশ, সন্ধ্যা দত্ত, ললিতা সরকার, বিকাশ নিলরতন আশ, দীপিকা সন্তোষ আশ, বাসন্তি সুশান্ত আশ, রীতা গদাধর পাল, মেঘনাথ আশুতোষ আশ, রীনা প্রতাপ দত্ত, শান্তি অভিজিত দাস, অনিতা প্রশান্ত মন্ডল, মৌজা-ডোমজুড়-(৩৩), ১৭৪,৫৬৬৮ হাল খতিয়ানে, ২ ১২৬,২১২৭,২১২১, ২১১৬, ২১১৮ হাল দাগে সম্পত্তি খরিদ করিয়া উক্ত জমির মিউটেশনের করানোর জন্য Domjur BL & LRO অফিসে আবেদন করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারোর কোনো আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
jaidip cheterje
ADVOCATE HOWRAH JUDGES COURT

### বিদ্যমান এফটিটিএইচ সংযোগের জন্য ভূগর্ভস্থ ওএফসি স্থাপনের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ০১ অফ ২০২৫-২৬; তারিখ ঃ ২৩-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: এন-২০২৫-২৬-০১-ডিওয়াই. সিএসটিই-এনডব্লিউ; কাজের নাম ঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ের অফিসার্স কলোনি নামবাড়িতে সরবরাহ করা বিদ্যমান এফটিটিএইচ সংযোগের জন্য ভূগর্ভস্থ ওএফসি স্থাপনের ব্যবস্থা এবং মালিগাঁও এলাকায় এফটিটিএইচ নেটওয়ার্কের উন্নতি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫১,১১,৩৮০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,০২,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের শেষ তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৬-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেপুটি সিএসটিই/ নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

### পূর্বস্থলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ঠিকানাঃ- গ্রাম + পো- পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩৫১৩
নিবন্ধন সংখ্যাঃ- ১৫ কেটি তারিখ- ১৭.১২.১৯৬৬

#### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **পূর্বস্থলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডে**-এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাদের জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালক পর্ষদের সদস্য/ সদস্যা নির্বাচন উপলক্ষ্যে আগামী **০১.০৬.২০২৫ (রবিবার)** তারিখে এক বিশেষ সাধারন সভার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত সভায় যোগদান করিয়া নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী সমিতি পরিচালক মন্ডলীর নয় (০৯) জন সদস্য/ সদস্যা নির্বাচন করিবার জন্য সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাকে জানানো যাইতেছে।

আলোচ্যসূচীঃ- সমিতির পরিচালক পর্ষদের সদস্য / সদস্যা নির্বাচন

তারিখঃ- ২৫.০৪.২০২৫
স্থানঃ- সমিতির কার্য্যালয়
স্বা/- স্পেশাল অফিসার
পূর্বস্থলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

নির্বাচন নির্ঘন্ট

| ক্রম | বিষয় | তারিখ | সময় | স্থান |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | মনোনয়নপত্র বন্টন | ১৯.০৫.২৫, ও ২০.০৫.২৫ | বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা | সমিতির কার্যালয় |
| ০২ | মনোনয়নপত্র জমা | ১৯.০৫.২৫, ও ২০.০৫.২৫ | বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা | সমিতির কার্যালয় |
| ০৩ | মনোনয়নপত্র পরীক্ষা | ২২.০৫.২০২৫, বৃহস্পতিবার | বেলা ১২টা | সমিতির কার্যালয় |
| ০৪ | বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ | ২২.০৫.২০২৫, বৃহস্পতিবার | মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যহিত পরেই | সমিতির কার্যালয় ও নোটিশ বোর্ড |
| ০৫ | ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার | ২৩.০৫.২০২৫, শুক্রবার | বিকেল ৩টে পর্যন্ত | সমিতির কার্যালয় |
| ০৬ | প্রত্যাহার শেষে বৈধ চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | ২৩.০৫.২০২৫, শুক্রবার | বিকেল ৩টের পর | সমিতির নোটিশ বোর্ড |
| ০৭ | প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন | ২৬.০৫.২০২৫, সোমবার | সকাল ১১টা | সমিতির কার্যালয় |
| ০৮ | ভোট গ্রহণ (যদি প্রয়োজন হয়) | ০১.০৬.২০২৫, রবিবার | বেলা ১১টা থেকে বেলা ৩টা | সমিতির কার্যালয় |
| ০৯ | ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ | ০১.০৬.২০২৫, রবিবার | ভোট গ্রহণ শেষ হবার পরেই | সমিতির কার্যালয় |

- মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্য পদের মেয়াদ ন্যূনতম এক বৎসর হতে হবে।
- ধারা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ১০ নম্বর নিদর্শে দাখিল করতে হবে। মনোনয়ন পত্রের নমুনা সমিতির অফিসে পাওয়া যাবে। আইন অনুযায়ী পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকতে হবে, অনুরূপভাবে অযোগ্যতার শর্তাবলীও পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকবে। (দেখুন WBCS ACT 2006 amendment up to date WBCS Rules 2011)
- ভোটারের পরিচয় প্রমান করবার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত যে কোনও প্রমানপত্র ভোটদানের সময় আনতে হবে। SC/ST সংরক্ষিত সিটের জন্য Caste Certificate (জাতি শংসাপত্র) আবশ্যিক। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষদে জানবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।
- প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থীকে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।
- প্রয়োজনে নির্বাচন নির্ঘন্ট পরিবর্তন হতে পারে। বিস্তারিত জানতে সমিতির কার্যালয়ে এসে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/ঃ জয়ন্ত রানা
সহকারি রিটার্নিং অফিসার
পূর্বস্থলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
তারিখঃ ২৫.০৪.২০২৫
স্থানঃ সমিতির কার্যালয়

RNI No.64730/1995


# ক্রিকেটের ডার্বি জয় ইস্টবেঙ্গলের, সামনে দ্বিমুকুট জয়ের হাতছানি

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ ক্রিকেটের ডার্বিতে জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। সিএবি লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে মোহনবাগানকে ৭৭ রানে হারাল লাল-হলুদ বাহিনী। এই জয়ে ফাইনালে গেল ইস্টবেঙ্গল। চলতি মরশুমে পি সেন ট্রফি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। তাই দ্বিমুকুট জয়ের হাতছানি এখন ইস্টবেঙ্গল-এর সামনে। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ১৩৩ ওভারে ৯ উইকেটে ৪০৯ রান করে ইস্টবেঙ্গল। সেঞ্চুরি করেন সন্দীপন দাস (১০৮) এবং সাত্যকি দত্ত (১০৭)। মোহনবাগানের সৌরভ হালদার ১১৪ রানে ৫ উইকেট নেন। বিকাশ সিং ও অনুরাগ তিওয়ারি নেন যথাক্রমে ২টি এবং ১টি উইকেট। এই রানের উত্তর দিতে নেমে মোহনবাগানের ইনিংস ১১৮ ওভারে ৩৩২ রানে শেষ হয়ে যায়।

উইকেটরক্ষক শুভঙ্কর বল(১৪৮)লড়াই করেও দলকে শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। সৌরভ হালদার (৪৮), রঞ্জোত সিং খয়রা (৪৫), বিকাশ সিং (৩৭) ছাড়া আর কোনও সবুজ-মেরুন ব্যাটারই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন নি। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে শ্রেয়ান চক্রবর্তী পান ৬৭ রানে ৪ উইকেট নেন। এছাড়া বিকাশ সিং ৯৮ রানে ২ উইকেট নেন। আর কণিষ্ক শেঠ ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ১টি করে উইকেট নেন। ম্যাচের সেরা হয়েছেন সন্দীপন দাস।

# মহিলা ত্রিদেশীয় সিরিজ, ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরুর সাথে সাথে উদ্বোধনী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি ভারত

মুম্বই, ২৬ এপ্রিল ঃ রবিবার কলম্বোতে ত্রি-সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলতে নামছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারতীয় মহিলা দল। এই টুর্নামেন্টে দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় দল। এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের জন্য উইমেন ইন ব্লু দলের প্রস্তুতি শুরু হবে, যা এই বছরের শেষের দিকে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে।এই টুর্নামেন্টে বোলিং ও ব্যাটিং বিভাগটি দেখে নিতে চাইবে ভারত। ভারতের প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী কাশভি, মহিলা প্রিমিয়ার লীগে গুজরাট জায়ান্টসের হয়ে এক অনন্য সাফল্য পেয়েছিলেন।

তিনি ৯টি খেলায় ৬.৪৫ ইকোনমি রেটে ১১টি উইকেট নিয়েছিলেন। এবার তিনি এই সিরিজে সুযোগ পেয়েছেন। তিতাস সাধু, রেণুকা সিং এবং পূজা ভাস্ত্রকর সকলেই ইনজুরিতে ভুগছেন, তাই পেস বোলিং অরুন্ধতী রেড্ডির উপর নির্ভরশীল , অলরাউন্ডার আমানজোত কৌরই একমাত্র মিডিয়াম পেসার। তবে প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে, যেখানে ধীরগতির বোলাররাই রাজত্ব করে।

সিনিয়র অফ-স্পিনার দীপ্তি শর্মা এবং স্নেহ রানা এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বাম-হাতি স্পিনার শ্রী চারানি সিরিজে ভালো বল করবেন আশা করা যাচ্ছে। এমনকি কৌরও প্রয়োজনে তার দ্রুত অফ-ব্রেক বল করতে পারবেন। শেফালি ভার্মা আবারও দলে নেই। ব্যাটিংয়ে রয়েছেন অধিনায়ক কৌর, তার ডেপুটি স্মৃতি মান্ধানা, পাওয়ার-হিটার রিচা ঘোষ, অ্যাঙ্কর জেমিমা রড্রিগস এবং হারলিন দেওল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ছয়টি ওয়ানডে ম্যাচ জিতে ভারত ত্রি-দেশীয় সিরিজে খেলতে নামছে।

# আইপিএল ২০২৫ পয়েন্ট টেবিল আপডেট ঃ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে, চেন্নাই সুপার কিংস সর্বশেষে রয়েছে

কলকাতা,২৬ এপ্রিল ঃ শুক্রবার চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে) কে ৫ উইকেটে হারিয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ মরশুমের তৃতীয় জয় তুলে নিয়েছে এবং ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ২০২৫ এর পয়েন্ট টেবিলে অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে। সিএসকে-র জন্য এটি ছিল সপ্তম পরাজয় যা নয়টি খেলায় মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে দলটিকে শেষ স্থানে রেখেছে।

বৃহস্পতিবার, রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ১১ রানের জয়ের পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। গুজরাট টাইটানস এবং দিল্লি ক্যাপিটালস ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ দুইয়ে রয়েছে।

আইপিএল পয়েন্ট টেবিলঃ

গুজরাট টাইটানস ঃ ম্যাচ ৮, জয় ৬, পয়েন্ট ১২, নেট রান রেট ঃ ১.১০৪

দিল্লি ক্যাপিটালস ঃ ম্যাচ ৮, জয় ৬, পয়েন্ট ১২, নেট রান রেট ঃ ০.৬৫৭

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ঃ ম্যাচ ৯, জয়৬, পয়েন্ট ১২ নেট রান রেটঃ ০.৪৮২

মুম্বই ইন্ডিয়ানসঃ ম্যাচ ৯,জয় ৫, পয়েন্ট ১০, নেট রান রেট ঃ ০.৬৭৩

পঞ্জাব কিংস ঃ ম্যাচ ৮, জয় ৫, পয়েন্ট ১০, নেট রান রেট ঃ ০.১৭৭

লখনউ সুপার জায়ান্টস ঃ ম্যাচ ৯, জয় ৫, পয়েন্ট ১০, নেট রান রেট ঃ ০.০৫৪

কলকাতা নাইট রাইডার্স ঃ ম্যাচ ৮, জয় ৩, পয়েন্ট ৬, নেট রান রেটঃ ০.২১২

সানরাইজার্স হায়দরাবাদঃ ম্যাচ ৯, জয় ৩,পয়েন্ট ৬, নেট রান রেটঃ ১.১০৩

রাজস্থান রয়্যালস ঃ ম্যাচ ৯,জয় ২, পয়েন্ট ৪, নেট রান রেট -০.৬২৫

চেন্নাই সুপার কিংসঃ ম্যাচ ৯, জয় ২, পয়েন্ট ৪, নেট রান রেটঃ -১.৩০২

# রবিবার ওয়াংখেড়েতে আইপিএল ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ানসের ‘ইএসএ’ দিবসে ১৯ হাজার শিশুর ক্রিকেট উৎসব

কলকাতা, ২৬ এপ্রিলঃ রবিবার ২৭ এপ্রিল মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আছে মুম্বই ইন্ডিয়ানস এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচ। আইপিএলের এই ম্যাচটি শুধু ক্রিকেটের লড়াই নয়,এই ম্যাচটি শিক্ষা ও ক্রীড়ার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য একটি উৎসব। নীতা আম্বানির নেতৃত্বে ‘এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস ফর অল (ইএসএ)’ উদ্যোগের বার্ষিক এই অনুষ্ঠান মুম্বই ইন্ডিয়ানসের আইপিএল ক্যালেন্ডারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই দিন মুম্বইয়ের বিভিন্ন এনজিও থেকে আসবে ১৯ হাজার শিশু। এর মধ্যে ২০০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, স্টেডিয়ামে বসে এদিনের ম্যাচ দেখবে। তাদের উপস্থিতি ওয়াংখেড়েকে দারুণ পরিবেশে রূপান্তরিত করবে।

নীতা আম্বানি বলেছেন, এইসব শিশুদের জন্য এটি তাদের প্রথম লাইভ ক্রিকেট ম্যাচের অভিজ্ঞতা। খেলোয়াড়দের সঙ্গে মেলামেশা এবং ক্রিকেটের উৎসাহে মেতে উঠে এই দিনটাতে তারা যেমন অনুপ্রেরণা পাবে তেমনি আনন্দে মেতে উঠবে।

তাই তিনি দুই দলের খোলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমরা এই শিশুদের জন্য সেরা খেলাটা দেখাও। তারা বছরের পর বছর ধরে তোমাদের ম্যাচ দেখার জন্য অপেক্ষা করে। একটি আবেগঘন স্মৃতি শেয়ার করেছেন নীতা আম্বানি। সেখানে তিনি বলেছেন, আমি একদিন কিছুক্ষণ স্ট্যান্ডে শিশুদের সঙ্গে বসেছিলাম। একটি মেয়ে তার খাবার খাচ্ছিল না, ব্যাগে রেখে দিচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, আমি আমার ভাইয়ের জন্য রাখছি, কারণ সে কখনো কেক খায়নি। আমরা এই শিশুদের পাশে থাকতে চাই। আমরা তাদের হাতে খাবার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় অনুপ্রাণিত করতে চাই। ভিন্ন পটভূমি থেকে এলেও তারা যেন অসাধারণ কিছু অর্জন করতে পারে।

# রাতে কোপা দেল রের শিরোপা জিততে খেলতে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ

৯২! এল ক্লাসিকোর সর্বশেষ দুই লড়াই মিলিয়ে ফলটা এমনই। গত অক্টোবরে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদকে ৪০ গোলে বিধ্বস্ত করার পর জানুয়ারিতে ৫২ গোলে উড়িয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা জিতে নেয় বার্সেলোনা।সেই ম্যাচ দুটি রিয়ালকে আবারও তাড়া করবে নাকি ভুল শুধরে ঘুরে দাঁড়াবে, আজ সেটিই দেখার অপেক্ষা। সেভিয়ার এস্তাদিও দে লা কার্তুহায় রাতে মৌসুমের তৃতীয় এল ক্লাসিকোয় মুখোমুখি হবে স্পেনের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই ক্লাব। এবারের লড়াইটা কোপা দেল রে ট্রফি ঘরে তোলার। ৩১ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে বার্সাই কোপা দেল রের রাজা, রিয়াল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তৃতীয় সর্বোচ্চ ২০ বার। এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে রিয়ালবার্সা এর আগে সাতবার মুখোমুখি হয়েছে। সেখানে অবশ্য রিয়ালই এগিয়ে। মুখোমুখি ফাইনালে লস ব্লাঙ্কোরা জিতেছে চারবার, কাতালানরা তিনবার। আজ দুই দলের অষ্টম ফাইনালের আগে কার্লো আনচেলত্তির রিয়ালের শক্তিমত্তাদুর্বলতার জায়গাগুলো খুঁজে বের করা যাকএমবাপ্পের ফেরা, বালদের ছিটকে পড়াঅ্যাঙ্কেলে চোট পাওয়ায় সর্বশেষ দুই ম্যাচ খেলতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে রিয়ালের জন্য সুখবর, আজ রাতের কোপা দেল রে ফাইনাল দিয়ে ফিরবেন এমবাপ্পে। তাঁর সঙ্গে আক্রমণভাগের আরও তিন সৈনিক ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, জুড বেলিংহাম ও রদ্রিগো তো থাকছেনই। মাঠে চারজনের সমন্বয় ভালো হলে শুধু বার্সা কেন, যেকোনো দলকেই পস্তাতে হবে।তাঁদের কাজ কিছুটা সহজ করে দিতে পারে আলেহান্দ্রো বালদে অনুপস্থিতি। পায়ের মাংসপেশির চোট থেকে সেরে না ওঠায় এ ম্যাচে খেলতে পারবেন না বালদে। বার্সার এই লেফটব্যাক রিয়ালের বিপক্ষে সর্বশেষ দুই ম্যাচেই দারুণ খেলেছেন। বিশেষ করে লা লিগার এল ক্লাসিকোয় এমবাপ্পেকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। রিয়ালের বিপক্ষে স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালে গোলও করেছিলেন বালদে। লেভার অনুপস্থিতিএবারের লা লিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতা রবার্ট লেভানডফস্কি। রিয়ালের বিপক্ষে সর্বশেষ দুই ম্যাচেও করেছেন তিন গোল। হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে সেই লেভাকে আজ পাচ্ছে না বার্সেলোনা, যা রিয়ালের অপেক্ষাকৃত নড়বড়ে রক্ষণভাগের জন্য অনেক বড় স্বস্তির খবর। লেভা না থাকায় লামিনে ইয়ামাল ও রাফিনিয়াকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। অবশ্য লেভার পরিবর্তে যাঁর খেলার সম্ভাবনা বেশি, সেই ফেরান তোরেসকেও হিসাবের বাইরে রাখা যাবে না। কোপা দেল রের এই মৌসুমে ফেরান যে সর্বোচ্চ গোলদাতা! আনচেলত্তির ‘শেষটা রাঙানোর’ অভিপ্রায়রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি আছে প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তির। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা খবর, তাতে মনে হচ্ছে মৌসুম শেষেই রিয়াল ছাড়বেন আনচেলত্তি।কোচের বিদায়ী মৌসুম স্মরণীয় করে রাখতে অতীতে দলের খেলোয়াড়দের সর্বস্ব নিংড়ে দিয়ে খেলতে দেখা গেছে। ভিনিভালভের্দেকোর্তোয়ারাও আনচেলত্তির সম্ভাব্য বিদায়ী মৌসুম রাঙাতে ও তাঁকে আরেকটি ট্রফি উপহার দিতে আজকের ফাইনালে নিজেদের সবটুকু উজাড় করে খেলতে পারেন। এই ইচ্ছাশক্তির বলেই বার্সাকে হারিয়ে দিতে পারে রিয়াল। দুর্বলতাফ্লিকের ক্ষুরধার মস্তিষ্কবার্সেলোনার কোচ হিসেবে প্রথম মৌসুমেই নিজের জাতটা আরেকবার চিনিয়েছেন হান্সি ফ্লিক। তাঁর অসাধারণ কৌশলের কাছেই আনচেলত্তির সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। আগের দুই এল ক্লাসিকোর একটিতে হাইলাইন ডিফেন্সের ফাঁদ তৈরি করে রিয়াল ফরোয়ার্ডদের আটকেছিলেন ফ্লিক। পরের এল ক্লাসিকোয় আবার সেই কৌশল থেকে বেরিয়ে এসে রিয়ালের রক্ষণভাগ চিরেছেন। আজও নতুন কোনো ছক এঁটে আনচেলত্তির দলকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন ফ্লিক। বার্সার সাম্প্রতিক ফর্মবার্সেলোনা যে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে চলেছে, তা নিশ্চিতভাবেই রিয়ালের মাথাব্যথার কারণ।

২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত ২৭ ম্যাচ খেলে ২২টিতেই জিতেছে বার্সা, ড্র করেছে ৪টি। একমাত্র হার চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে ফিরতি লেগে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে। ফ্লিকের দলকে সেই ম্যাচ আসলে না জিতলেও চলত। খেলোয়াড়দের গোলক্ষুধা বার্সাকে আরও ভয়ংকর দলে পরিণত করেছে। এ বছর ২৭ ম্যাচের সব কটিতেই গোল পেয়েছে বার্সা, কমপক্ষে ৪ গোল করেছে ১৩ ম্যাচে। এই পরিসংখ্যান রিয়াল সমর্থকদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে বাধ্য। একজন বেনজেমা কিংবা হোসেলুর অভাবকরিম বেনজেমা কিংবা হোসেলুর অভাব এই মৌসুমে ভালোই টের পাচ্ছে রিয়াল। আগের মতো এবারও প্রতিপক্ষের বক্সে অনেক ক্রস ফেলছেন ভিনিরদ্রিগোভালভার্দেরা। কিন্তু বাতাসে ভেসে আসা বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রতিপক্ষ গোলকিপার বা ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দিতে পারছেন না এমবাপ্পেএনদ্রিকরা। চোটের মিছিললিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় অভিজ্ঞ দুই ডিফেন্ডার দানি কার্ভাহাল ও এদের মিলিতাও এই মৌসুমে আর খেলতে পারবেন না, তা অনেকেরই জানা। সম্প্রতি হেতাফের বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচে চোটে পড়ে মৌসুম শেষ হয়ে গেছে তরুণ মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গারও। মাঝমাঠে কামাভিঙ্গার অভাব ফ্রান গার্সিয়া কতটা মেটাতে পারবেন, এখন সেটিই দেখার অপেক্ষা।

# ‘মেসিকে মেসির মতো থাকতে দিন’

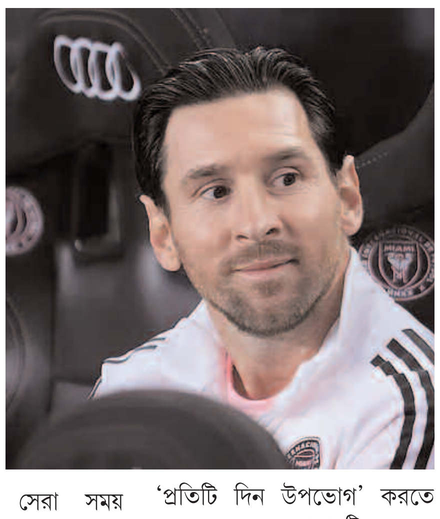

লিওনেল মেসি কি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন? অনেক দিন ধরেই প্রশ্নটি উঠছে। স্বয়ং মেসিই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন একাধিকবার। তাঁর সব কথার ভেতরে প্রচ্ছন্ন একটি বার্তাই বারবার ফুটে উঠেছে। আগামী বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে মেসি আগেভাগে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে চান না। নিজের ফিটনেসে খেয়াল রেখে প্রতিটি দিন ধরে ধরে এগোতে চান। অর্থাৎ বিশ্বকাপ দরজায় কড়া নাড়া পর্যন্ত মেসি সবদিক থেকে ফিট থাকলে হয়তো খেলবেন। যদিও তাঁর আশপাশের মানুষ বেশ আগে থেকেই আশায় তা দিচ্ছেন। আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি থেকে জাতীয় দলের মেসির বেশ কয়েকজন সতীর্থই তাঁকে ২০২৬ বিশ্বকাপে দেখছেন। যেমন দেখছেন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ক্লদিও তাপিয়াও। টিওয়াইসি স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাপিয়া বলেছেন, ‘আশা করি, সে বিশ্বকাপে খেলবে। আমরা সবাই এটা চাই। সে এটার যোগ্য। ব্যাপারটা তার ওপর নির্ভর করছে, তার ইচ্ছা ও সে কেমন করছে, তার ওপর।’ অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত মেসির। কিন্তু সেটি তিনি জানানোর আগেই চারপাশ থেকে তাঁর খেলার বিষয়ে প্রত্যাশার বেলুনও ফোলানো হচ্ছে প্রচুর। তাপিয়া এখানে ব্যতিক্রম। তাঁর চাওয়া মেসিকে খামাখা চাপে না ফেলে তিনি নিজের মতো থাকুক, খেলাটি উপভোগ করুক, ‘তাকে তার মতো থাকতে দিতে হবে, উপভোগ করতে দিতে হবে। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়কে আমরা নিজেদের জাতীয় দলে খেলতে দেখছি, এটাই তো যথেষ্ট।’ আগামী জুনে ৩৮এ পা রাখবেন মেসি। তাপিয়ার মতে ‘ক্যারিয়ারে সবকিছু জিতে নেওয়া’ মেসি ‘এখনো নিজের সেরা সময় কাটাচ্ছেন।’ তাই আর্জেন্টাইনদের পাশাপাশি সবার কাছে এএফএ প্রধান মেসিকে বল পায়ে দেখার ‘প্রতিটি দিন উপভোগ’ করতে বলেছেন এবং ব্যাপারটি সময়ের হাতে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

# পেহেলগাম ঘটনার পর ভারতের কঠোর অবস্থান চান সৌরভ গাঙ্গুলী

কলকাতা, ২৬ এপ্রিলঃ পেহেলগাম ঘটনার পর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত বলে মনে করেন সাবেক ভারত অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী। ভবিষ্যতে আইসিসি টুর্নামেন্টেও পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ না খেলতে চাইলে সেটিকেও সমর্থন করেন সৌরভ। কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে এসব কথা বলেন তিনি। ২২ এপ্রিল ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হন। এ ঘটনায় পাকিস্তানের মদদ আছে বলে অভিযোগ ভারতের। গত কয়েক দিনে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে সৌরভকে পেহেলগাম ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত বলে সব মহল থেকে যে আওয়াজ উঠেছে, সেটি নিয়ে জানতে চাইলে ভারত ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, ‘১০০ ভাগ, এটা (পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিন্ন) করা উচিত। কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এটা কোনো তামাশা নয় যে বছর বছর এ রকম ঘটনা ঘটে চলবে।’ ভারত পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ক্রিকেট সম্পর্ক নেই এক দশকের বেশি সময়। ২০১৩ সালের পর দুই দেশ শুধু আইসিসি বা এসিসি টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয়েছে। ভারতপাকিস্তানের ম্যাচে আয়ের সুযোগ বেশি থাকে বলে দুই দলকে একই গ্রুপেও রাখা হয়। ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো সৌরভের আরেকটি পরিচয় বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি। ২০১৯ থেকে ২০২২ সময়ে বোর্ড প্রধানের দায়িত্বে থাকা সৌরভ মনে করেন, বিসিসিআইয়ের বর্তমান কমিটি পাকিস্তানের সঙ্গে আইসিসি টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে না খেলার চেষ্টা চালালে সেটি ভুল হবে না, ‘বোর্ড (আইসিসিকে) চিঠি দিলে ঠিক করবে। সন্ত্রাসবাদ কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।’ চলতি বছরই আইসিসি ও এসিসির দুটি টুর্নামেন্ট আছে। সেপ্টেম্বরে হওয়ার কথা রয়েছে ছেলেদের এশিয়া কাপ, যার ভেন্যু এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এ ছাড়া সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ভারতেই হওয়ার কথা মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ। দুটি টুর্নামেন্টেরই গ্রুপিং এখনো ঠিক হয়নি।

# শনিবার কোপা দেল রের ফাইনাল, রেফারি ইস্যুতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি

বার্সেলোনা , ২৬ এপ্রিলঃ শনিবার রাতে কোপা দেল রের ফাইনাল। ফাইনালে বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ। দুই হেভিওয়েটের লড়াইয়ে রেফারি নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। এই ম্যাচে রেফারির দায়িত্ব পেয়েছেন রিকার্ডো ডি বুরগোস। তবে রেফারি ইস্যুতে প্রশ্ন তুলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এমনকি ম্যাচও বয়কট করতে পারে লস ব্লাঙ্কোসরা, এমনটাই জানিয়েছে স্পেনের একাধিক সংবাদমাধ্যম। ২৪ এপ্রিল এক ভিডিও নিয়েই বিপত্তি। এদিন রিয়াল মাদ্রিদের নিজস্ব টিভি চ্যানেল আরএমটিভি একটি ভিডিও প্রকাশ করে। যেখানে কোপা দেল রে ফাইনালের রেফারি রিকার্দো বুরগোস বেঙ্গোএচিয়ার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ভিডিওতে বার্সেলোনার পক্ষে দেওয়া কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। এ ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে রেফারির বিরুদ্ধে দুর্নীতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

এই ঘটনার পরই রিয়াল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের কাছে রেফারিং প্যানেল পরিবর্তনের আবেদন জানালেও তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।এই পরিস্থিতিতে ফাইনাল ম্যাচ বর্জনের হুমকি দিয়ে রেখেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তবে রিয়াল মাদ্রিদ আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যাচ বয়কটের কোনও ঘোষণা দেয়নি। আর ফেডারেশনও নিজেদের অবস্থানে অনড়। এমন পরিস্থিতিতে ফাইনাল ঘিরে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কি হয়।

# জমে উঠেছে আইপিএলের অরেঞ্জ ও পার্পল ক্যাপের লড়াই

কলকাতা, ২৬ এপ্রিলঃ আইপিএল ২০২৫-র ৪৩তম ম্যাচের পর জমে উঠেছে অরেঞ্জ কাপ ও পার্পল ক্যাপের লড়াই। অরেঞ্জ ক্যাপে গুজরাট টাইটানসের সাই সুদর্শন ৮ ম্যাচ থেকে ৪১৭ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। তার ধারাবাহিক ফর্ম রান-স্কোরিং চার্টে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার পাশে আছেন আরসিবির বিরাট কোহলি ও এলএসজির নিকলাস পুরান। বিরাট ৯ ম্যাচে ৩৯২ এবং নিকোলাস পুরানো ৯ ম্যাচে ৩৭৭ রান করেছেন। দুজনেই দুর্দান্ত ফর্ম এ থেকে অরেঞ্জ কাপের শীর্ষস্থানের লড়াইকে তীব্র করে তুলেছেন।

শীর্ষ ১০ রান সংগ্রাহকের তালিকায় সূর্যকুমার যাদব (৯৩৭৩), জস বাটলার (৮৩৫৬) এবং যশস্বী জয়সওয়াল (৯৩৫৬) রান করে এই লড়াইয়ে রয়েছেন। তালিকায় আছেন মিচেল মার্শ (৮৩৪৪) এবং এইডেন মার্করামের (৯৩২৬) মতো খেলোয়াড়রাও।

আইপিএল পার্পল ক্যাপঃ

আইপিএলের ৪৩তম ম্যাচের পর গুজরাট টাইটানসের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ৮ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপ ধরে রেখেছেন। গুজরাট টাইটানসের বোলিং আক্রমণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে তার অসাধারণ পারফর্মেনস তাকে লিগ টেবিলে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে গেছে । তাকে তাড়া করতে নেমেছেন আরসিবির জশ হ্যাজেলউড(৯১৬) এবং চেন্নাই সুপার কিংস এর নূর আহমেদ(৯১৪), যারা ধারাবাহিকভাবে পারফরমেনস দেখিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে ওঠার চেষ্টা করছেন।

শীর্ষ ১০ উইকেট শিকারীর তালিকায় আছেন এসআর এইচের হর্ষল প্যাটেল (৮১৩), ডিসির কুলদীপ যাদব (৮১২) এবং জিটির সাই কিশোর (৮১২)তাদের দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন । এদিকে, মোহাম্মদ সিরাজ (জিটি), ক্রুনাল পান্ডিয়া (আরসিবি),খালিদ আহমেদ (সিএসকে), হার্দিক পান্ডিয়া (এম আই) ও শারদুল ঠাকুর (এলএসজি) এরা প্রত্যেকেই ৮-৯ টি করে ম্যাচ খেলে ১২ টি করে উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপের দৌড়ে আছেন। তাই আইপিএল ২০২৫ এর শীর্ষ উইকেট শিকারীর প্রতিযোগিতাতে থাকছে এক রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক- অলোক কুমার নস্কর Ph.No. 033-2237-0488,9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com